ধৃতং প্রেম

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

Collected by Mukhrjee TK, Dhanbad

ওঁ

ধৃতং প্রেম্না

একবিংশ খণ্ড

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪১৫

—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—

—ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ—

অযাচক আশ্রম

ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-১০

মুদ্রণ-সংখ্যা ২,০০০ (দুই হাজার)
প্রকাশক—শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী
অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, রামাপুরা,
বারাণসী-২২১০১০, দূরভাষ ঃ (০৫৪২) ২৪৫২৩৭৬

প্রিণ্টার ঃ—শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী,
অযাচক আশ্রম প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
ডি ৪৬/১৯এ, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী

ঃ পুস্তকসমূহের প্রাপ্তিস্থান ঃ

অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-২২১০১০ (উত্তর প্রদেশ)

গুরুধাম
পি-২৩৮, সি-আই-টি রোড, কাঁকুড়গাছি,
কলকাতা-৭০০০৫৪ ● দূরভাষ-২৩২০-৮৪৫৫

অযাচক আশ্রম
"নগেশ ভবন". ৯৯, রামকৃষ্ণ রোড, শিলিগুড়ি, দার্জ্জিলিং

অযাচক আশ্রম
পোঃ চন্দ্রপুর, ধর্মনগর, ত্রিপুরা (উত্তর)

অযাচক আশ্রম
২০বি, লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা (পশ্চিম)
দূরভাষ ঃ (০৩৮১)২২২৮৩০৫

অযাচক আশ্রম
রাধামাধব রোড, শিলচর-৭৮৮০০১, দূরভাষ ঃ (০৩৮৪২) ২২০৩৩৩
"সাধন কুঞ্জ" ঃ হীরাপুর, ধানবাদ, ঝাড়খণ্ড ● দূরভাষ-০৩২৬ ২২০৩২২৮

দি মাল্টিভারসিটি
পোঃ—পুপুন্কী আশ্রম, জেলা—বোকারো, ঝাড়খণ্ড, পিনকোড ঃ৮২৭০১৩
ডাকে নিতে হইলে ২৫% অগ্রিম মূল্যসহ বারাণসীতেই পত্র দিবেন।

একবিংশ খণ্ডের নিবেদন

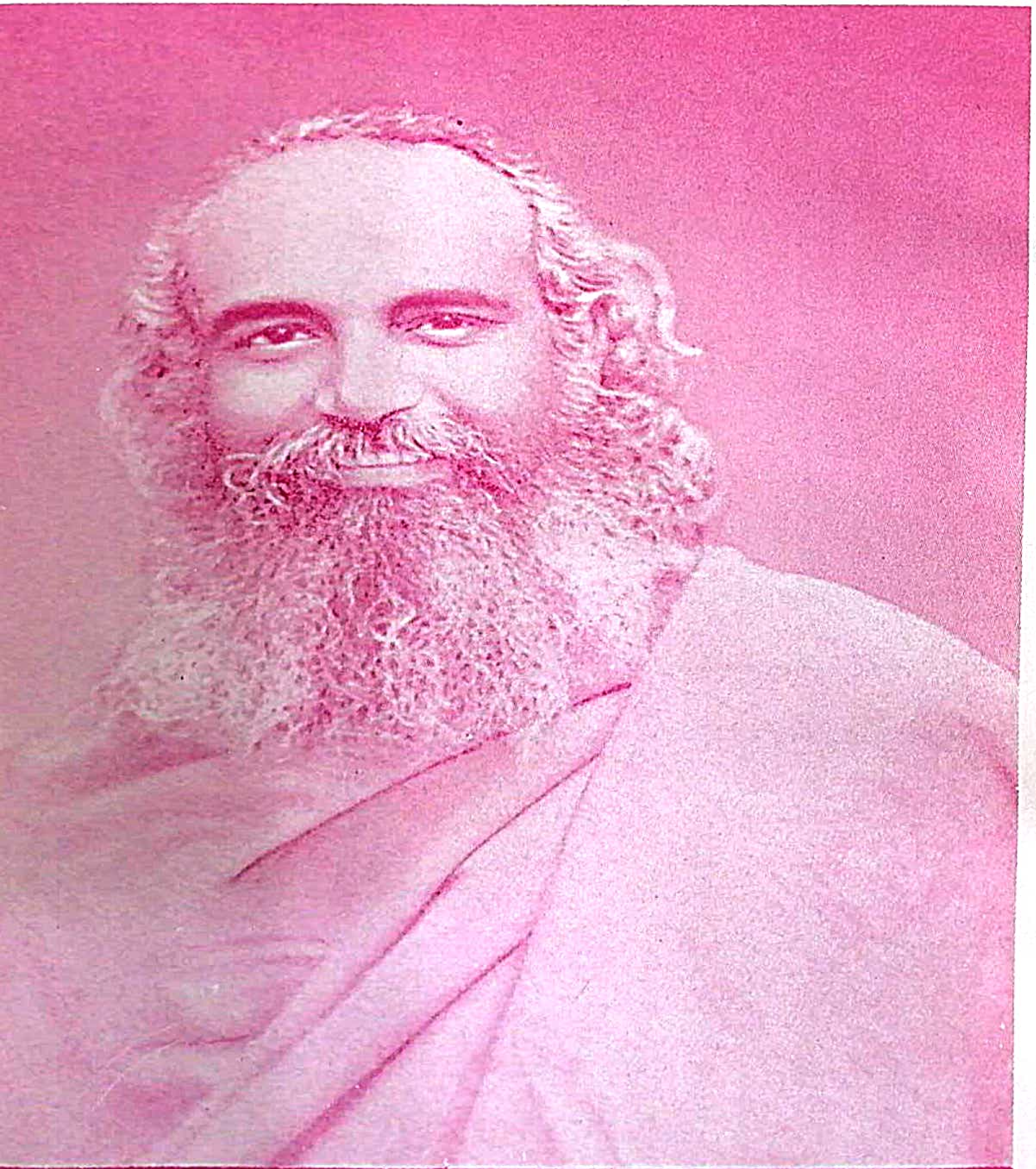
অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের সমসাময়িক পত্রাবলি যাহা ১৩৬৫ হইতে ১৩৭২ সালের "প্রতিধ্বনিতে"তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাই সঙ্গে সঙ্গে পুস্তকাকারেও প্রচারিত হইয়াছে। ইহা তাহার একবিংশ খণ্ড। কাজের প্রয়োজনে একই পত্রের অনুলিপি করিবার শ্রম বাঁচাইবার জন্য এই সকল পত্র "প্রতিধ্বনি"তে প্রকাশিত হইয়াছিল। "প্রতিধ্বনি"তে প্রকাশের পরে দেখা গেল, এই পত্রগুলি সর্ব্বসাধারণের পক্ষেও সুলভ্য করা আবশ্যক। সেই কারণেই "ধৃতং প্রেম্না" পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। আমরা অতীব আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, "ধৃতং প্রেম্না" প্রথম হইতে বিংশ খণ্ড প্রকাশিত হইবার পর জনসাধারণের মধ্য হইতে বহু সজ্জন ব্যক্তি পত্রগুলির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া পত্র দিয়াছেন। তাঁহারা লিখিয়াছেন যে, পত্রগুলি পাঠ করিয়া জীবনের বহু সমস্যার সমাধান তাঁহারা পাইতেছেন। তাই আজ আনন্দভরা প্রাণ নিয়া "ধৃতং প্রেম্না" একবিংশ খণ্ড প্রকাশিত হইতে চলিল। নিবেদনমিতি। আষাঢ়, ১৩৭২ বাংলা।

বিনীত
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
ব্রহ্মচারী স্নেহময়

অযাচক আশ্রম
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
বারাণসী-১০

ইহা প্রথম সংস্করণের হুবহু পুনর্মুদ্রণ।

প্রকাশক



অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

ওঁ

ধৃতং প্রেম্না

(একবিংশ খণ্ড)

(১)

হরি-ওঁ — কলিকাতা

১২ই ফাল্গুন, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—,

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

হউক ছোট কাজ কিন্তু তোমরা সকলে তাহাতে হাত ছোঁয়াইয়াছ,—এই একটী মাত্র ঘটনা তাকে বড় কাজের কৌলীন্য দান করিতেছে। কথাটা তোমাদের যদি বিশ্বাসে আসিত, তাহা হইলে দলে দলে তোমরা বড় কাজের প্রত্যাশায় হাঁ করিয়া আকাশের চাঁদের পানে তাকাইয়া থাকিতে পারিতে না। আমি জীবন ভরিয়া ছোট ছোট কাজ করিয়া যাইতেছি শুধু বিশ্বাস লইয়া যে, আমার সকল ক্ষুদ্র চেষ্টা মিলিত হইয়া একটা অতি বিরাট অতি মহৎ পরিণতির দিকে উল্কা বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। তোমরা আমার সন্তান, তোমাদের মধ্যে এই বিশ্বাস সঞ্চারিত হইতেছে না কেন?

প্রত্যেকটী ভ্রাতা ও ভগিনীকে কাজ করিতে বাধ্য কর। অকাজের কাজ সারা দিন-রাত প্রায় প্রত্যেকেই করিতেছে। কাজের কাজ করিতে কেন তাহাদের আগ্রহ হইবে না? সম্পদশালী প্রতিষ্ঠাবান্ অকাজের

কাজীদিগকে লোকে অতি অপদার্থ জানিয়াও সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে, ইহাই হয়ত তাহাদের প্রধান খুঁটি। এই খুঁটি ভাঙ্গিয়া দাও। অপদার্থেরা বাঁচিয়াও মরিয়া আছে, তাহাদিগকে মরিয়া বাঁচিতে শিখাও।

নিরভিমান কর্ম্মীই আমার প্রয়োজন। দর্পে, দম্ভে, অহঙ্কারে চতুর্দ্দিকে আগুন জ্বালাইয়া দিল, এমন কর্ম্মী আমি চাহি না। জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড করতলে অক্লেশে ধারণ করিয়া নিঃশব্দে নিজ কর্ত্তব্য পালন করিয়া গেল, কাজকে এক তিলও ফাঁকি দিল না, আমি চাহি তেমন কর্ম্মী।

প্রত্যেকেই নেতা হইতে চাহিলে অথবা কেহই নেতা না হইলে কাজ অচল হইয়া পড়ে। কাজকে প্রধান জানিয়া নেতৃত্বকে অপ্রধান করিতে হইবে। অভিমান বর্জ্জন করিতে হইবে। অভিমান ও অভিযোগের ভাব সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিয়া তোমরা কাজে নামো। কাজ যাহারা কম করে, আদর, আপ্যায়ন, সম্মান ও সম্বর্দ্ধনার প্রত্যাশা তাহাদেরই বেশী। মানাপমান সমান জ্ঞান করিয়া সকলের সহিত সমান হইয়া সর্ব্বজনের কুশলের জন্য কাজ ধর।

প্রতিজ্ঞা কর, আর ঘুমাইবে না। ঘুমাইতে ঘুমাইতে কত রাত্রি কাবার করিয়া দিয়াছ, কত সূর্য্য অস্তাচলে গিয়াছে, তথাপি কি ঘুম ভাঙ্গিবে না? জাগ্রত হইয়া মানুষের মত উন্নত শিরে কাজ করিয়া সৎকর্ম্মজনিত আত্ম-প্রসাদ আস্বাদন করিয়া একবার কি বলিবে না যে মনুষ্যজন্ম তোমরা মিথ্যা হইয়া যাইতে দাও নাই। শিথিলতা এবং বিচ্ছিন্নতা উভয়ই তোমরা নিজেদের মধ্য হইতে দূর কর। শক্তি

আছে, সামর্থ্য আছে অথচ পুত্তলিকার ন্যায় নীরব দর্শক হইয়া যাহারা বসিয়া থাকিবে, তাহারা জগতের কোন্ কুশল-কর্ম্মে আসিবে?

সামর্থ্য আছে কিন্তু ব্যবহার করিব না, ধন আছে কিন্তু সৎকর্ম্মে লাগাইব না, বাগ্মিতা আছে কিন্তু ন্যায়ের সম্মান রক্ষায় তাহার প্রয়োগ করিব না, তাস-পাশা খেলিয়া, বিলাস-ব্যসনে অপব্যয় করিয়া, পরনিন্দায় আত্মবিনিয়োগ করিয়া বৃথা কথায় বৃথা গল্পগুজবে দিন কাটাইয়া দিব,—ইহার চাইতে বড় মূর্খতা জগতে আর কি আছে? তোমার নিজের কর্ম্মশক্তি আছে এবং নিজে হয়ত কিছু পরিশ্রম কর, আমি মাত্র অতটুকুতেই সন্তুষ্ট হইব না। অপর প্রত্যেককে আত্মপ্রত্যয়ী এবং কর্ম্মপরায়ণ করিবার কাজে তোমাকে লাগিতে হইবে।

তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ ভাল বক্তৃতা করিতে পার। বক্তৃতা করার দক্ষতা ভাল জিনিষ ইহার নিন্দা করিতে চাহি না। সকলের এই দক্ষতা থাকে না, দুই দশ জনেরই থাকে। কিন্তু ইহারও সার্থকতা আছে, ইহারও ব্যর্থতা আছে। কেবল গলাবাজি করিয়া জগতে কদাচ কোনও মহৎ কাজ হয় না। যতটুকু কথা কাজ করিবার জন্য কহিতে হইবে, ততটুকই কহিবে। বক্তৃতার সুযোগ না পাইলে কাজই করিব না, ইহা এক মারাত্মক পণ। আনেকে শুধু বক্তৃতা দানেরই সুযোগ খোঁজে, কাজের সুযোগ খোঁজে না। কথা না কহিয়াও কাজ করা যায়, তাহার সম্মানও যথেষ্ট কিন্তু কাজ না করিয়া কথা কহিবার কোনও মূল্য নাই, সম্মান নাই। "আমি বক্তা" এই অভিমান মনের ভিতরে আসামাত্র লোকের সেবা, পূজা, সমাদর পাইবার জন্য অন্তরে

দাবীর ভাব জাগে। এতদূর হইতে বাগ্মিতা বর্ষণ করিতে আসিলাম আর আমার খাবার শোবার রাজকীয় ব্যবস্থা কেন হইল না, এই অভিযোগ আসে।

করমুন্নাদের চেয়ে বকাউন্নাদের বাহাদুরী দেখাইবার প্রবৃত্তি বেশী হইয়া থাকে। একজনের বাহাদুরী দেখিয়া আর পাঁচজনে ঐরূপ করিতে প্রলুব্ধ হয়। অমুকে বড় বড় কথা কহিয়া করতালি পাইয়াছে ত' আমি কেন আরও বড় আরও আশ্চর্য্য সব কথা কহিয়া তাহাকে হতভম্ব করিয়া দিব না? স্বরগ্রাম কেবল চড়িতেই থাকে, মন ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতর আকাশে বিচরণ করে, চরণযুগল মাটি হইতে সরিয়া যায়, আকাশ-কুসুম-চয়নই একমাত্র পরিণতি হইয়া থাকে। বাস্তব জগতের বাস্তব কর্ম্ম হইতে বাহুযুগলকে তুলিয়া নিয়া কণ্ঠের তীব্রতা আর উচ্চতা দিয়া ইহারা ত্রিভুবন জয় করিতে চাহে।

এরূপ মূর্খতা তোমাদের যদি থাকে, তবে চরিত্র হইতে তাহাকে দ্রুত নির্ব্বাসিত কর। ভগবান আর ভগবানের সৃষ্ট জীবে যদি থাকে প্রেম ও করুণা, তাহা হইলে এই মূর্খতার কবলে তোমরা পড়িবে না। প্রাণ পণে ভগবানকে ভালবাস, ভগবানের জীবকে ভালবাস। ভালবাসা তোমার ভিতর হইতে সহস্র অবাঞ্ছিত আবর্জ্জনা দূর করিয়া দিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২)

হরি-ওঁ কলিকাতা

১৩ই ফাল্গুন, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

দীক্ষা পাইয়াও যাহারা সাধনে মন দেয় না, তাহারা বড়ই হতভাগ্য। স্বভাবতই দীক্ষাগ্রহণের পরে সাধনে প্রবল রুচি সৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সময়ে যাহারা সাধনে লাগিয়া যায়, তাহারা স্বল্পকাল-মধ্যে একচোটে অনেকটা পথ আগাইয়া যায়। যাহারা দীক্ষা নেয় কিন্তু সাধন করে না, কেবল মিথ্যা কথা কহিয়া সময় নষ্ট করে, লোকে ভুল করিয়া তাহাদিগকে সাধক বলিয়া মনে করিলেও তাহারা কেবলই পিছে পড়িয়া থাকে। প্রতিযোগিতা করিয়া কথা না বলিয়া প্রতিযোগিতা করিয়া তোমাদিগকে সাধন করিতে হইবে।

তোমাদের পথ বড়, তোমাদের মত বড়, এইরূপ অহঙ্কার প্রকাশ করিয়া মানুষের মনে দ্বিধা দ্বন্দ্ব-প্রবেশ করাইও না। নিজ নিজ সাধনে অপ্রমত্ত একাগ্রতায় লাগিয়া থাকিলেই তোমাদের মত ও পথের মহত্ত্ব প্রমাণিত হইবে।

বেশী কথা বলিবার অভ্যাস কেবল কাজেরই ক্ষতি করে না, ইহা কথকের অন্তরের দুর্ব্বলতা পরিচায়ক ও প্রবর্দ্ধক। কি ধর্ম্ম-সাধনা, কি রাজনীতি, সকল পথেই প্রকৃত শক্তিমানেরা মিতভাষী। ভিতরে যাহাদের দুর্ব্বলতা, গলদ এবং ত্রুটি রহিয়াছে, তাহারাই উহা গোপন রাখিবার জন্য অতিরিক্ত অধ্যবসায় প্রয়োগ করিয়া মুখচ্ছন্দী

ললিত বচনে দুনিয়া ঢাকিয়া দিতে চাহে। তাহারা নিজেদিগকে এতই চতুর মনে করে যে, বিচক্ষণ ব্যক্তিরা যে তাহাদের দুর্ব্বলতাগুলি অলক্ষ্যে লক্ষ্য করিতেছেন, তাহা জানিতেও পারে না। তোমরা প্রত্যেকে মিতভাষী হও এবং প্রকৃত সাধক হও।

দীক্ষা একটা নবজন্ম। যে নেয়, সেও ধন্য, যে দেয়, সেও ধন্য। কিন্তু দীক্ষা দেওয়াও কঠিন, নেওয়াও কঠিন। উভয়তঃ প্রয়োজন শুদ্ধ মনের, শুদ্ধ আগ্রহের, নিষ্কাম নিঃস্বার্থ চিত্তভাবের।

দীক্ষা দিবার পরে দীক্ষাদাতার কর্ত্তব্য দীক্ষিতকে বারংবার সাধন কর্ম্মে উৎসাহিত করা, দীক্ষিতের প্রয়োজন অবিচল নিষ্ঠায় সাধনে লাগিয়া যাওয়া। সাধন করিয়াই সুখ। কেবল দীক্ষা নিয়া কি সেই সুখ আসে? তোমরা প্রতিজনে সাধনে একাগ্র হও।

দীক্ষা দ্বারা পথনির্দ্দেশ মিলিয়াছে। এখন অমিত বিক্রমে চলিতে হইবে, থামিয়া থাকিলে চলিবে না। যে পথ পাইয়াছ, স্নিগ্ধ অন্তরে তাহাতে আস্থা ন্যস্ত কর, দৃঢ় চিত্তে তাহাতে লাগিয়া থাক। সাধন করিয়া নামের অমৃতময় রস আস্বাদন করিয়া কৃতকৃতার্থ হও।

সংসারের সহস্র কর্ত্তব্য নিখুঁত রূপে করিয়াও যেভাবে নিরন্তর ভগবৎ-সাধনা করা যায়, আমার কাছে সেই কৌশলই তোমরা শিখিয়াছ। আমি নিজেও কর্ম্ম বর্জ্জন করিয়া সাধন করি নাই। সাধনকে জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য জানিয়াও আমি কর্ম্ম করিয়াছি। প্রায় প্রত্যেকটী কর্ম্মকে সাধনের সহিত সংযুক্ত রাখিয়া সাধন করা যায় এবং প্রায় প্রত্যেক কর্ম্মকেই সাধনের উদ্দেশ্যের অনুগত রাখা যায়। ইহাতে বিশেষ অসাধারণত্বের প্রয়োজন কিছু হয় না। সাধন করিয়া গৃহীত দীক্ষাকে তোমরা সার্থক কর।

লোককে আমার শিষ্য করিবার জন্য প্ররোচনা দিবে না। ক্যানভাস করিয়া গুরুভাইবোনের সংখ্যাবৃদ্ধি করার কাজটী আমি দোষাবহ এবং লজ্জাজনক মনে করি। তোমরা প্রাণপণে সাধন করিয়া নিজেদের অন্তরের ভাণ্ডার অমৃত-রসায়নে পূর্ণ কর। আপনিই নিখিল বিশ্ব আমার বুকে ছুটিয়া আসিবে।

ধন, যশ, প্রভুত্ব বা প্রতিপত্তি লাভের জন্য নহে, তোমার এবং বিশ্ববাসীর কল্যাণকে সম্মুখে রাখিয়াই তোমাকে দীক্ষা দিয়াছি। আমার প্রয়োজনেও তুমি সাধন কর, তোমার প্রয়োজনেও তুমি সাধন করিও। বিশ্বের কুশলে আমার প্রয়োজন, তোমার কুশলে সেই প্রয়োজনের দাবী আংশিক মিটিবেই মিটিবে। সাধনে একাগ্র হইলে তোমার একার প্রয়াসে সমগ্র বিশ্ব লাভবান্ হইবে।

প্রেম সাধনেরই স্বাভাবিক ফল। সাধন করিতে করিতে প্রেম আসে। সাধনে নিজেকে একেবারে নিঃশেষে ঢালিয়া দিলে অহংকার দূর হইয়া যায়। নিরহঙ্কার নিরভিমান চিত্তে প্রকৃত প্রেমের প্রকটতম প্রকাশ ঘটে। প্রেম হইতে অপার্থিব আনন্দের বিকাশ হয়। আনন্দ হইতে সাধ্য আর সাধকে অভিন্নত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

জীব ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নহে। নিজেকে ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কিছু বলিয়া জানাই অবিদ্যা। জগদ্ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্ম ছাড়া কিছুই নহে। কোনও কিছুকেই ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কিছু বলিয়া জানাই অজ্ঞানতা। সব-কিছুই ব্রহ্ম এবং তুমিও ব্রহ্ম। সুতরাং সব-কিছুই তুমি। আমিও তুমি। জ্ঞানোদয় হইলে গুরুশিষ্যে অভিন্নত্ব-বোধ আসিয়া যায়। চেষ্টা করিয়া এসব হয় না, কেবল সাধন করিয়া যাইতে যাইতে ইহা হয়।

কাহারও এক মুহূর্ত্তে হয়, কাহারও সমগ্র জীবন লাগে, কাহারও কোটি জন্ম সাধন করিতে হয়। যত দিনে, যত যুগে, যত জন্মেই হউক, নিত্য-সিদ্ধ দিব্য জ্ঞানে তোমার সহজাত অধিকার। সাধন কর, ইহা হইতে কেহই তোমাকে বঞ্চিত করিয়া রাখিতে পারিবে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৩ই ফাল্গুন, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

বিশ্বাস এবং নিষ্ঠার অভাবে তোমাদের অধিকাংশ কর্ম্মচাঞ্চল্য কেবল বাহ্য আড়ম্বরে পর্য্যবসিত হইতেছে। বিশ্বাস নাই বলিয়াই নিষ্ঠা নাই। নিষ্ঠা নাই বলিয়াই কাজ ধরিবার প্রায় সাথে সাথে তাহাকে ছাড়িয়া দিতেছ, কাজে লাগিয়া থাকিবার জিদ তোমাদের মধ্যে সৃষ্ট হইতেছে না। কাজ ধরিলে ত' ইহার শেষ না দেখিয়া ছাড়িবে না। অবিশ্বাসী লোকেরা কেবল যুক্তি-তর্ক তোলে, বিশ্বাসীরা নিঃশব্দে কাজ করিয়া যায়। কাজ করিবার মধ্যেই বাহাদুরী, কথার মধ্যে নহে। কাজ কয়জনে কর? অধিকাংশে ত' কেবল কথাই কহিতেছ।

কথা ছাড়া কি কাজ হয়? তাহাও হয় না। কাজ করিবার জন্য যতটুকু কথা প্রয়োজন, তাহা কহিবে। কথাকে অমোঘ অব্যর্থ রাখিবার

জন্য সাধনও করিতে হইবে। ইষ্টের সাধন তোমার ভিতরে শক্তির সঞ্চার করিবে, রসের প্রস্রবণ-মুখ খুলিয়া দিবে। তখন কথা একদিকে হইবে অমৃতমধুর, অন্যদিকে হইবে বজ্রগম্ভীর ঘোর-নিনাদী। যে বাক্য কেহ লঙ্ঘন করিতে পারে না, এমন বাক্য উচ্চারণ কর। কেবল যুক্তি, কেবল তর্ক, কেবল বিচার, কেবল কূট প্রশ্ন আর কূট উত্তর, ইহা দ্বারা কাজ হয় না। দার্শনিক আলোচনায় কাজ অগ্রসর হয় না, দার্শনিক তত্ত্ববোধের প্রয়োজন। তত্ত্বকে সাধনের দ্বারা আয়ত্ত কর। বাক্যকে সংক্ষিপ্ত, সরল, সবল ও ভ্রান্তিহীন কর।

সকলে মিলিয়া কাজ করিবার ভিতরে অপার অসীম অনন্ত এক আনন্দ আছে। সকলের সহিত সকলের মিলনকে সহজ, স্বাভাবিক ও সাবলীল করিবার জন্য সাধন-বলের আশ্রয় লও। তত্ত্ব-বোধের দিক দিয়া এক হও। তাহা হইলেই কূট তর্ক আসিয়া কর্ম্মের পথে বাধার জঞ্জাল সৃষ্টি করিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হইবে না। পথ চলিবই চলিব, থামিব না, ইহাই যাহাদের পণ, তাহাদের চিড়া কথায় ভিজাইয়া নিবার রুচি থাকে না। বাহাদুরী করিয়া জয় করিব সস্তার হাততালি, ইহাই যাহাদের লক্ষ্য, তাহারা যত ইচ্ছা কথা বলুক।

উপস্থিত মুহূর্ত্তে কি তোমরা চাহ এবং দীর্ঘকাল পরে কি তোমাদের লক্ষ্য, এই দুইটী বিষয়ে প্রত্যেকে সযত্নে অবহিত হও। এই দুইটীকে বুঝিয়া লইবার ব্যাপারে যেন কোনও ভ্রম না থাকে, মিথ্যা ধারণা না থাকে। যাহা চাহ, শ্রম তাহারই জন্য কর। যাহা চাই না, তাহারই জন্য দীর্ঘ প্রযত্নে শ্রম করিবার অনেক পরে হঠাৎ একদিন ইহাকে ভস্মে ঘৃতাহুতি বলিয়া গর্হণ করিলে আত্মসমীক্ষা হইতে পারে কিন্তু সেই সন্তপ্ত দীর্ঘনিঃশ্বাসে পথগতি বাড়ে না।

অনুতাপ-বর্জ্জিত চিত্ত লইয়া কি করিয়া লক্ষ্যলাভে সমর্থ হইবে, তাহার চিন্তায় মন দাও। কথা বেশী না বলিয়া বরং চিন্তা বেশী কর। সিদ্ধান্ত লাভের জন্যই চিন্তা। চিন্তা করিয়া করিয়া আকুল, ব্যাকুল, অধীর, অস্থির, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় এবং হতবুদ্ধি হইয়া যাইবার জন্য চিন্তা নহে। চিন্তাকেও বল্‌গাহীনা হইতে দিও না, লাগাম একটু ঢিলা করিতে পার কিন্তু রশি ছাড়িয়া দিও না।

চিন্তা বাক্য ও কর্ম্মের মধ্যে কর্ম্মই তোমার প্রত্যক্ষ অভিলষিত। কর্ম্মকে চিনিয়া লইবার জন্য চিন্তার প্রয়োজন। কর্ম্মকে উদ্দীপনা যোগাইবার মধ্যে বাক্যের সার্থকতা। যে চিন্তা কর্ম্মকে চিনিবার সহায়তা করিবে না, সেই চিন্তা বর্জ্জনীয়। যে বাক্য কর্ম্মকে উদ্দীপনা, চিরস্থায়ী প্রেরণা, একাগ্র আত্মনিয়োজনা যোগাইবে না, সেই বাক্য বর্জ্জনীয়।

মামলা জিতিতে হইলেও লক্ষ্য স্থির রাখিতে হয়, আবোল তাবোল বকিলেই চলে না। কলহে জিতিতে হইলেও সংযতবাক্ পুরুষেরাই তাহাতে সমর্থ হয়, লক্ষ্যহীন বাণ-নিক্ষেপে শক্তিক্ষয় মাত্র হয়। কথাই যদি কহিবে, কর্ম্মের নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যকে সুনির্দ্দিষ্ট রাখিয়া কহিও, নতুবা তোমার বাক্‌চাতুরী কর্ম্মকে গোলক-ধাঁধায় ঘুরাইবে মাত্র। নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মতালিকা এবং তাহার উদ্দেশ্যের প্রতি প্রেম লইয়া কথা কহিও।

সকলে মিলিয়া কাজ কর। একাই সব করিয়া ফেলিবে, এই জিদ করিও না। সকলে মিলিয়া বিজয়ী হওয়ার আনন্দ বৃহৎ।

সকলকে আমার স্নেহ ও আশিস দিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৪ই ফাল্গুন, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইয়া চিন্তিত হইলাম। কি কারণে খ্রীষ্টান লুসাইরা তোমাকে অপহরণ করিয়া নিয়া যাইবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছিল এবং কি কারণেই বা মনাছড়াবাড়ী হইতে ভক্তিরাম রিয়াংকে সহ আরও একুশ জন রিয়াংকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। মিজোরা এখন নাগাদের মতন স্বাধীনতা পাইতে চাহে এবং রাষ্ট্রদ্রোহমূলক আন্দোলন সুরু করিতে উদ্যত, এই সংবাদটী খবরের কাগজে পড়িয়াছি। কিন্তু তাহার সহিত ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্তস্থিত নিরীহ রিয়াং প্রজাদের উপরে হামলা করিবার সম্পর্ক কি?

* * * *

এই সকল বিষয়ে যাহা যাহা সংবাদ তোমাদের জানা আছে, দ্রুত জানাও। কারণ ঐ অঞ্চলই ত' আমার কর্ম্মক্ষেত্র। লুসাই-ত্রিপুরা সীমান্তের মধ্য দিয়াই ত' ত্রিশ চল্লিশ জন লোকে নৌকা ঠেলিয়া গাছ কাটিয়া পাথর সরাইয়া আমাদের গমন-পথ সুগম করে।

এই সকল দুঃসংবাদ শুনিয়া আমি বিন্দুমাত্রও বিচলিত হই নাই। আমার যখন কাজ করিবার সময় হইবে, সহস্র বাধার মধ্যেও কাজ করিয়া যাইব।

গতকল্য আমার পুপুন্‌কী রওনা হইবার কথা ছিল। পরশ্ব রাত্রি

৯টার সময়ে গাড়ীর যন্ত্র-পাতিতে গোলমাল হইল। কাল সারাদিন মেরামত চলিয়াছে। ২২শে ফাল্গুন পুপুন্‌কী পৌছিব।

পুপুন্‌কীতে অনেক কাজ। মঙ্গল-সাগরের ন্যায় অর্দ্ধ মাইল মধ্যেই মমতা-সাগরের পূর্ব্বারব্ধ কাজ এখন মধ্যোদ্যমে শুরু হইয়া গিয়াছে। নভোজলির কাজ শেষ করিবার জন্য পেট্রল-ইঞ্জিন চালিত কংক্রীট মিক্‌চার-মেশিন এবং দালানের ভিত্তিতে কংক্রীট পিটাই করিবার জন্য পেট্রল-চালিত র‍্যামিং মেশিন বা দুরমুজ-কল সংগ্রহ করা হইয়াছে। মূল্য ছয় হাজার টাকা পড়িত কিন্তু নির্ম্মাতার বদান্যতায় ইঞ্জিনের মূল্য দেড় হাজার এবং অন্যান্য খরচ এক হাজার, মোট আড়াই হাজারে দুইটী মেশিন পাইলাম। এখন বাঁধের মাটী দুরমুজ করা, দালানের ভিত্তির কংক্রীট দুরমুজ করা অল্প ব্যয়ে, অল্প শ্রমে, অল্প লোকে ও অল্প সময়ে হইয়া যাইবে। ঢালাইয়ের কংক্রীট মিশাইবার কাজেও এই সুবিধাগুলি হইবে। অধিকন্তু ঢালাইয়ের টাটকা মশলা সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যাইবে। সাড়ে সাত অশ্ব-শক্তি বিদ্যুৎ-চালিত পাম্পটী যে জল তুলিতেছে, ঐ মরুভূমিতে প্রয়োজনের তুলনায় তাহা অতি অল্প। গতকল্য দশ-অশ্ব-চালিত আর একটী বৈদ্যুতিক পাম্প কেনা হইল। ইটের কাদা তৈরীর পাগিং মেশিন কয়েক মাস আগেই কিনিয়াছি কিন্তু এই বৎসর আর সময় নাই বলিয়া এবার আর চিমনীভাটায় হাত দিব না। আগামী কার্ত্তিকের পরে চিমনীভাটার কাজে হাত দিতে চাই, যাহাতে তিন চারি মাসে পঞ্চাশ লক্ষ ইট কাটিয়া দগ্ধ করিয়া ফেলিতে পারি। যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত হাতে তৈরী দেশী ভাটার ইট পাঁচ লক্ষ প্রস্তুত হইয়া দগ্ধ হইয়াছে এবং হইতেছে।

কাজকর্ম্মের পরিচয় আপাততঃ এইটুকুই দিতে পারি।

কাজ যখন ধরিয়াছি, তখন হয় করিব, নতুবা করিতে করিতে মরিব। ধরা আর ছাড়া, ইহা আমার কোষ্ঠিতে নাই। কাজটা যদি নিজের গুণে হঠাৎ মরিয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে আমি জীবিত থাকিলেও কাজ ছাড়া সম্ভব। বোকারো ষ্টীল প্লান্টের প্রয়োজনে নূতন রাশিয়ান কর্ম্মকর্ত্তারা যদি আশ্রম জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়া যায়, রাষ্ট্রদ্রোহে অক্ষমতা হেতু তখন কাজকে মরিতে দিতে হইবে। রাজত্বটা ইংরাজের হইলে এই ক্ষেত্রে কি করিতাম, তাহা বলিয়া লাভ নাই। জীবনের দৈনন্দিন ইতিহাসেই তাহার দলিল স্বাক্ষরিত হইয়া আছে। ইংরাজ-রাজত্বে রাজার তরফ হইতে তুচ্ছ চ্যুতি ঘটিলেও কদাচ আমরা তাহা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখি নাই।

ত্যাগ এবং কর্ম্মশক্তির বলেই পুপুন্‌কীতে আমাদিগকে শক্ত হইয়া বসিতে হইবে। এখানে কাহারো দয়া বা অনুগ্রহের ভরসা রাখিবার প্রয়োজন নাই, অধিকার নাই, ক্ষেত্রও নাই। এই জন্যই তোমাদিগকে তোমাদের পরিপূর্ণ পৌরুষ সহ আমার কর্ম্ম এবং অভীপ্সার পশ্চাতে আসিয়া দণ্ডায়মান হইতে দেখিতে চাহিতেছি। কিন্তু তোমরা এখনও মান্ধাতার যুগের গয়ংগচ্ছ নীতিতে চলিতেছ। ভাবিয়া দেখিতেছ না যে, এখন সময়ের মূল্য কত অধিক।

তোমরা নিজ নিজ সাধ্যানুযায়ী পরিস্থিতি অনুকূল করিবার কাজে লাগিয়া যাও। ঐক্যই শক্তি। ব্যক্তিত্ব অধিকাংশ স্থলে শক্তির উৎস নহে। বড়-ছোট সকলে মিলিয়া কাজ করিবার সামর্থ্যের ভিতরে যে যোগ্যতা রহিয়াছে, বিজয়লক্ষ্মী সর্ব্বদা তাহার সহচরী হইতে ভালবাসেন।

কোনও সহকর্ম্মীকে তুচ্ছ জ্ঞান করিও না। সমুদ্র-লঙ্ঘনে নল, নীল, সুষেণ, অঙ্গদ, হনুমান, জাম্বুমান প্রভৃতি মহাবীরেরা যেমন কাজ করিয়াছিলেন, তুচ্ছ কাঠ-বিড়ালটীও তেমন নিজের সাধ্যানুযায়ী কাজ করিয়া যাইতে ত্রুটি রাখে নাই। হাতীর বলও বল, পিপীলিকার বলও বল। গণ্ডারের বলও বল, চামচিকার বলও বল। যুদ্ধক্ষেত্রে কামান-বন্দুকের যেমন প্রয়োজন, একটি ক্ষুদ্র আলপিনেরও তেমন প্রয়োজন। বাবু, পেয়াদা, অফিসার, কেরাণী, মালিক, দ্বারবান সকলকে এখন যার যার ক্ষেত্রে কাজে নামিয়া যাইতে হইবে।

তোমার অঞ্চলে তুমি পাহাড়ীদের লইয়া কাজ শুরু-কর, যাহারা অজ্ঞ মূর্খ নিরক্ষর কিন্তু প্রাণবান্। আমার অঞ্চলে আমি তাহাদিগকে লইয়া কাজ শুরু করিয়াছি, যাহারা বিদ্বান এবং অক্ষরজ্ঞানে অগ্রসর কিন্তু প্রাণহীন। একই উদ্দেশ্যে তুমি উহাদিগকে জ্ঞান দানের জন্য কাজ ধর আর আমি ইহাদিগকে প্রাণ দানের জন্য কাজ ধরি। তোমার কাজ আমার কাজের অনুপূরক হউক, আমার কাজও তোমার কাজের পরিপূরক হইবে। ওখানে মরুভূমি নাই কিন্তু রহিয়াছে অনাবাদী জঙ্গল। এখানে জঙ্গল দূর হইয়া গিয়াছে কিন্তু পড়িয়া রহিয়াছে তৃষ্ণাতুর মরুভূমি। তথাপি আমি জিদ্ করিয়াছি সাপের আর বাঘের কামড় খাইতে সেখানে যাইব, কাঁকড় আর পাথরের সঙ্গে লড়াই করিবার জন্য পুপুন্কীতেও পাড়িয়া থাকিব। দুবাহু বিস্তারিত করিয়া আমি দুই দিকের কাজ সমানে চালাইতে চাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৫ই ফাল্গুন, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—,

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

পুপুন্কী মালটিভারসিটি বা বিশ্ববিদ্যাকেন্দ্রের কথা জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের কোনও আবশ্যকতা দেখি না। কারণ, উহার জন্য জনসাধারণের কাছে আমরা কদাচ চাঁদা সংগ্রহের জন্য যাইব না। মালটিভারসিটির গৃহ-নির্ম্মাণ-কার্য্য, খাদ্যসরবরাহ কেন্দ্র, অর্থসৃজনের কারখানাবাড়ীগুলি আগে শেষ করিয়া লই। তারপরে ইহার কথা মানুষকে বলিও। মানুষকে পুরুষানুক্রমিক ভাবে সেবা দিয়া যাইবার জন্য ইহার নির্ম্মাণ চলিতেছে, কৌশল করিয়া মানুষের পকেট হইতে চাঁদার টাকা বাহির করিবার জন্য নহে।

এই কথা স্পষ্ট করিয়া মনে রাখিও যে, তোমাদিগকে নিজ নিজ ত্যাগের বলে এই বিরাট সম্ভাবনাময় প্রতিষ্ঠানটী গড়িয়া তুলিতে হইবে। নিজের বন্দুক অপরের কাঁধে চাপাইয়া দিয়া গুলি ছোঁড়া তোমাদের রীতি হইবে না। তোমাদের মধ্যে যে আছ যত ছোট ও যত দরিদ্র, সে আমার চখে তত বেশী আশার পাত্র, তত বেশী ভরসার আধার। কারণ, প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, স্বচ্ছল অবস্থার লোকের চেয়ে দরিদ্রের ত্যাগস্বীকারের শক্তি বেশী।

গহন অরণ্য এবং অত্যুচ্ছ পর্ব্বতের অঞ্চল হইতে বদলি হইয়া

আংশিক সমতল ভূমিতে আসিয়াছ জানিয়া এক হিসাবে সুখী হইলাম। বনবাসে মনটা তোমার কিছুটা দমিয়া গিয়াছিল। এখন তুমি স্বাভিলাষানুযায়ী সমমতাবলম্বী ভ্রাতা এবং ভগিনীদের সহিত মিলিত হইতে পারিবে। কিন্তু পার্ব্বত্যজাতীয় অনগ্রসর খণ্ড-গোষ্ঠীর যেই সকল নরনারীদের সহিত নিত্য তোমার নূতন পরিচয় হইতেছিল, তাহাদিগকে তুমি আলোকের বার্ত্তা শুনাইতেছিলে, অমৃতের আস্বাদন বিলাইতেছিলে। সুতরাং ইহা ভাবিয়া দুঃখিত হইলাম যে, তাহারা এখন আর তোমাকে পাইবে না।

মনে রাখিও, বনে, জঙ্গলে, সমতলে, পর্ব্বতে, সহরে, মরুভূমিতে, স্বর্গে বা পাতালপুরীতে যেখানেই আমরা যখন থাকি, আমাদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্য এক, অনন্য এবং অদ্বিতীয়। বিশ্বের প্রভুকে বিশ্বের প্রতিজনের অন্তরে জ্ঞান-কর্ম্ম-প্রেমের পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়া জাগাইয়া তুলিতে হইবে।

সে কাজ আমরা সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বত্র করিব।

তুমি যে সহরটীতে আসিয়াছ, তাহা পূর্ব্বের তুলনায় আংশিক সমতল হইলেও সংগঠনের কর্ম্মস্থল হিসাবে সত্যই জটিল স্থান। কিন্তু জটিলতা দেখিয়া ভয় পাইলে চলিবে না। নানা অসুবিধার মধ্য দিয়াও তোমাদিগকে কাজ করিয়া যাইতে হইবে। সে কাজ প্রেম সহকারে করিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৬ই ফাল্গুন, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

চিঠিপত্রের স্তূপের নীচে তিনখানা বিষাদান্তক নাটক এতদিন নীরবে কাঁদিয়া মরিতেছিল। কাল তাহাদের উদ্ধার করিলাম এবং আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম। সেই তিন পত্রের উত্তরে যাহা লিখিয়াছি, তাহার নকল রাখা সম্ভব হয় নাই, সঙ্গতও মনে করি নাই।

শিক্ষিত দেখিয়া এবং চরিত্রবান্ জানিয়া পিতামাতা নিজ কন্যাকে একটী বরের হাতে সমর্পণ করিয়াছে। আশা, কন্যা ও বর সুখে থাকিবে। কিন্তু সুখ তাহাদের কপালে ঘটে নাই। বর তার পত্নীকে নিত্য প্রহার করা, অপমান, করা, নির্য্যাতন করা এবং উৎপীড়নে উৎপীড়নে মর্ম্মাহত করাই সঙ্গত বিবেচনা করিয়াছে, আর, কন্যা বরের চরিত্রের উপরে সন্দেহ পোষণ করিয়া প্রতিটি মূহূর্ত্তে জীবন্তে মরিতেছে। দুইটী জীবনই দুঃখ-কবলিত।

অন্যত্র প্রৌঢ় পিতামাতা প্রাণপণ করিয়া পুত্রদ্বয়কে লেখাপড়া শিখাইয়া ভাল চাকুরীতে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন, এখন সংসার-শ্রম হইতে একটু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিবার জন্য পিতা চাহেন পুত্রের উপার্জ্জন হইতে সামান্য সহায়তা, মাতা চাহেন পুত্রদ্বয়কে বিবাহ করাইয়া বধু ঘরে আনিয়া তাহাদের ঘাড়ে হাড়ি-কুঁড়ি-কলসীর ভার কতকটা চাপাইয়া দিয়া একটু আরামে নিঃশ্বাস ফেলিতে। কিন্তু পুত্রদ্বয় কিছুতেই বিবাহ

করিবে না এবং কেন তাহাদের এই ধনুক-ভাঙ্গা পণ, তাহাও ঘূণাক্ষরে প্রকাশ করিবে না।

শেষ নাটকটী জমিয়াছে সব-চাইতে বেশী। নিরভিমান স্বল্পোপার্জ্জক পুত্র অফিসের কো-অপারেটিভ হইতে ধার-কর্জ্জ করিয়া টাকা লইয়া সম্পত্তি কিনিয়াছিল এবং বৎসরের পর বৎসর অনেক ক্লেশ করিয়া টাকাটা শোধ করিবার পরে জানিতে পারিল যে, নিজ নামে সম্পত্তি না কিনিয়া পিতার নামে ক্রয় করাতে পিতা এখন পুত্রকে ঐ সম্পত্তি হইতে বিতাড়িত করিতে চাহিতেছেন। পুত্র পিতার বিরুদ্ধে কোনও সক্রিয় পন্থা অবলম্বন করিতে কুণ্ঠা ও লজ্জায় মরিয়া যাইতেছে কিন্তু জগতে যে তাহার একটু দাঁড়াইবারও স্থান থাকিবে না, এই কথা ভাবিতে ভাবিতে সে অধীর হইয়াছে। চাকুরী গেলে সে স্ত্রীপুত্রকন্যা নিয়া কোথায় গিয়া মাথা গুঁজিবে, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়াছে।

প্রথমোক্ত নাটকের দুঃখিনী নায়িকাকে লিখিয়াছি, অসাধ্য হউক আর অসম্ভব হউক, সেবা দিয়া, অকপট স্নেহ-ভালবাসা দিয়া, অফুরন্ত ক্ষমা ও প্রেম দিয়া স্বামীর ভিতরের দৈত্যটাকে বশ করিতে হইবে। স্বামীকে সন্দেহ করা ছাড়িয়া দিতে হইবে। কেবল পরনারীতে অন্তরে অন্তরে আসক্ত হইলেই যে স্বামীরা নিজ নিজ পত্নীর উপরে ক্ষিপ্ত হয়, তাহাই নহে; অনেক স্থলে শৈশবের শিক্ষা, পরিবেশ এবং প্রতিকূল পরিস্থিতি ভদ্র মনেও অভদ্রতার ছায়াপাত করিয়া রাখে। বাহিরের সমাজে মনের সেই অবচেতন আক্রোশ মিটাইতে সুযোগ না পাইয়া অভদ্র মন শেষে আসিয়া তাহার উপরে রাগ ঝাড়ে, যাহাকে মারিলে

প্রতিবাদ করিবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া কেহ সম্মুখে দাঁড়াইবে না।

এই সকল স্বামীকে গোবর বা গামার কুস্তির আখড়ায় কসরৎ শিখিতে পাঠানো উচিত, অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া বিদেশী শত্রুকে গুলি করিয়া মারিয়া আসার সুযোগ দেওয়া উচিত, নতুবা নিদেনপক্ষে পুলিশ ট্রেনিং-এ অপরাধী শিক্ষার্থীর সাথে পায়ের বুটে দশ সের করিয়া বোঝা বাঁধিয়া তারপরে একাদিক্রমে তিন ঘণ্টাকাল ডাবল মার্চ্চ ও কুইক মার্চ্চ করিতে বাধ্য করা উচিত। এই সকল যদি সম্ভব না হয়, তাহা হইলে নিজের ঘরেই প্রত্যহ দুইবেলা পঞ্চাশটী করিয়া বুকডন করিতে বাধ্য করা উচিত।—এসব করিলে অন্তরের অবচেতন আক্রোশ আপনাতে আপনি ক্ষয়িত হইয়া যাইবে, হিংস্র-স্বভাবের জানোয়ার দেখিতে না দেখিতে ভদ্র-স্বভাবের সজ্জনে পরিণত হইবে। তখন সে, কেবল স্ত্রীকেই নহে, জগতের অধিকাংশ লোককেই ভদ্রভাবে গ্রহণ করিতে এবং ভদ্রভাবে সহ্য করিতে পারিবে।

স্বামীকে সন্দেহ করিয়া কদাচ তাহাকে সৎপথে আনা যায় না। নিতান্ত পশু-স্বভাব স্বামী ব্যতীত অপরকে বিশ্বাস দ্বারাই জয় করা সম্ভব। নারী ও পুরুষের অধিকারের প্রশ্ন না তুলিয়া নারী ও পুরুষের প্রেমময় সম্বন্ধের কথাটাকেই এই স্থলে প্রাধান্য দিতে হইবে। স্বামী স্ত্রীকে যতখানি গভীরতায় ভালবাসিলে স্ত্রী নিজেকে কৃতকৃতার্থা মনে করিবে, স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর প্রতি তার শতগুণ ভালবাসা অর্পণ করিতে হইবে। স্বামীর দোষ দেখিলাম, বিবাহ-বিচ্ছেদ করিলাম, আর একটা স্বামীকে বিবাহ করিলাম,—এসকল হইতেছে অভারতীয় সমাজের

কথা। স্বামীর দোষ দেখিলাম, প্রেমবলে তাহাকে সংশোধিত করিলাম, নিজের জীবনের সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়া স্বামীকে বিপথ হইতে টানিয়া আনিলাম বা আনিতে পারি আর না পারি, সেই উদ্দেশ্যেই হাসিতে হাসিতে জীবন বিসর্জ্জন দিলাম,—ইহাই ভারতীয় জীবনের আদর্শ পত্নীর কথা। আপদ্ধর্ম্মের ব্যবস্থা স্মৃতিতেও আছে, নূতন হিন্দু-বিবাহ-আইনেও দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু আপদ্ধর্ম্ম তখনই ধর্ম্ম, যখন প্রকৃত ধর্ম্মপথ আর অনুসরণ সম্ভব নহে।

ইহাই ত' বাঞ্ছনীয় যে, বিবাহের পূর্ব্বে স্ত্রী কোনও পুরুষে আসক্ত থাকিবে না, বিবাহের পরেও স্বামী ব্যতীত অন্যের প্রতি কোনও অনুরক্তির ভাব তাহার থাকিবে না। স্বামীর পক্ষেও তাহাই। বিবাহের পূর্ব্বে সে কোন নারীতে আসক্ত থকিবে না এবং বিবাহের পরে স্বকীয়া পত্নী ব্যতীত অন্যা নারীর প্রতি তাহার অনুরাগ থাকিবে না। দৈব দুর্ঘটনায় কাহারও যদি বিবাহের পূর্ব্বে এরূপ কোনও দূষ্য ভাব অন্য কাহারও প্রতি থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে বিবাহের পরক্ষণ হইতেই তাহাকে জীবনের সমগ্র অতীতের সহিত সম্বন্ধচ্ছেদ করিতে হইবে। "ডুধও খাইব, টামাকও খাইব" এই নীতি এই ক্ষেত্রে চলিবে না। দুইটী প্রেমকে একটী জীবনে যুগপৎ ঝালাইয়া চলা চলিবে না। দুইটী সম্বন্ধের মধ্যে যেইটী সমাজসম্মত, সমাজের কল্যাণের জন্য, ভবিষ্যদ্ বংশীয়দের কল্যাণের জন্য, একমাত্র তাহাকেই অনুশীলনের মধ্যে রাখিতে হইবে। Companionate Marriage বা পরীক্ষামূলক বিবাহ ভারতে কদাচ ছিল না এবং কদাচ প্রচলিত হইবে না। স্বামি-স্ত্রীর শারীরিক মিলনের কালেও শরীরের ঊর্দ্ধে অবস্থিত এক পরমসত্তার

যে মিলন ঘটে, তাহা অভারতীয়েরা জানিত না বলিয়াই, দেহেন্দ্রিয়ের প্রয়োজনে বা মনের খোশখেয়াল মেটাইবার জন্য বারংবার দেহ-বদল করার প্রথা সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে।

স্বামীকে নিরন্তর সন্দেহ করা স্ত্রীর পক্ষে এক মারাত্মক দোষ। স্ত্রীকেও নিরন্তর সন্দেহ করা স্বামীর পক্ষে অতীব গর্হিত কাজ। সন্দেহের এমন একটা ছন্দ আছে, যাহা সতর্কতারই নামান্তর। স্ত্রীকে অন্যাভিলাষিণী হইতে না দেওয়া স্বামীর কর্ত্তব্য, স্বামীকে অন্যাভিলাষী হইতে না দেওয়া স্ত্রীর কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য পালন করিতে গিয়া মনে যতটুকু সতর্কতা থাকা প্রয়োজন, তাহা যেই স্ত্রী বা পুরুষের নাই, সে নিজের অসর্তকতার দরুণ অনেক সময়ে হাতের মুঠার নীলকান্তমণি অস্থানে হারায়। যে পুরুষকে স্বর্গের অপ্সরারাও বশ করিতে অক্ষম, এমন শক্তিমান পুরুষকে কি কখনো কখনো কুব্জা, ন্যুব্জা, নীচস্বভাবা, হীনবুদ্ধি নারীর কবলিত হইতে দেখা যায় নাই? যে নারীকে দেবরাজ ইন্দ্রও সহস্র ছলনায় মুগ্ধ করিতে অক্ষম, এমন উত্তমা নারীকেও কি কখনো কখনো কদাকার ভৃত্য, নচ্ছার দ্বারবান বা সম্পূর্ণ অপরিচিত কুৎসিত পুরুষের পদানত হইতে দেখা যায় নাই?

পচা শামুকেও পা কাটে। এই কারণেই স্বামীর পক্ষে এবং স্ত্রীর পক্ষে, নিজের দিক হইতে ও অপরের দিক হইতে, সতর্কতা জিনিষটার বিশেষ প্রয়োজন আছে। মানুষ নিজেকে ত' খুব বিশ্বাস করে, তাই বলিয়া নিজের উপরে সতর্কতার দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন কি ফুরাইয়া যায়? নিজেকে পতন হইতে রক্ষা করিবার জন্য নিজেকে যতটুকু সন্দেহ করা সঙ্গত, স্বামীর পক্ষে স্ত্রীকে এবং স্ত্রীর পক্ষে স্বামীকে

পতন হইতে রক্ষা করিবার জন্য ততটুকু সন্দেহ করা সঙ্গত। এই সন্দেহকে সন্দেহ-বায়ু মনে করা অন্যায়।

কিন্তু সন্দেহ-বায়ু পরিত্যাগ করিতেই হইবে।

অধিকাংশ সংসারে সন্দেহ-বায়ু অকারণ দুঃখ সমূহ সৃষ্টি করে।

দ্বিতীয় নাটকটী উপভোগ্য। স্কুলে বা কলেজে ছেলেকে পড়াইয়াছ, কিন্তু সত্যিকারের শিক্ষা কি তাহাকে কিছু দিয়াছ? পিতার সত্য পালনের জন্য রাম বনে গেলেন কিন্তু আধুনিক শিক্ষিতের দৃষ্টিতে তিনি ত' একটা এক নম্বরের বোকা লোক। যৌবরাজ্যে তাঁর বিঘোষিত অধিকার কাড়িয়া লইবার ক্ষমতা কি স্বয়ং রাজা দশরথেরই আছে? রামচন্দ্র সর্ব্বশাস্ত্রই গুরু বশিষ্ঠের আর গুরু বিশ্বামিত্রের কাছে পড়িয়াছিলেন কিন্তু আইন পড়েন নাই। আজকালকার যুগ হইলে পঞ্চাশটা বিলাতফেরৎ ব্যারিষ্টার রামচন্দ্রের পক্ষ লইয়া মামলা দায়ের করিত, দশরথের উপরে ১৪৪ ধারা জারী করিত, প্রজা-সাধারণের ভোটের জোরে দশরথকে গদিচ্যুত করিয়া রামচন্দ্রকে জোর করিয়া সেখানে বসাইত। আর, রামচন্দ্র "প্রজারঞ্জন করিতেছি" বলিয়া দিব্যি দশরথকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া নিজে অযোধ্যার সিংহাসনে বসিয়া পড়িতেন।

কিন্তু রামচন্দ্র তাহা করেন নাই। এইখানেই প্রাচীন যুগের শিক্ষার বিশেষত্ব। পুত্রকে শিখাইয়াছ পড়াইয়াছ অর্থোর্জ্জনের বিদ্যা, কিন্তু তার জন্মটা ত' দিয়াছিলে নিজেদের সুখের জন্য। অত আব্দার এযুগে চলিবে না। পুত্র-বধূ আনিয়া মাকে দাসী উপহার দিবে? কদাচ নহে। পুত্রের উপার্জ্জনের প্রত্যাশা করা এযুগে পাপ।

দ্বিতীয় নাটকের পিতামাতাকে লিখিতে পারি নাই যে, টুঁটি চাপিয়া

ধরিয়া পুত্রকে তোমার ইচ্ছার অনুবর্ত্তন করিতে বাধ্য কর। লিখিয়াছি, প্রতীক্ষা কর, তাহাদের স্বাধীনতায় হাত দিও না, যতক্ষণ বিবাহ করিতে সম্মত না হয়, জোর করিয়া বিবাহ দিও না, কারণ তাহার ফলে তাহাদের দাম্পত্য-জীবন অসুখেরও হইতে পারে। পুত্রের জন্য জীবন ভরিয়া যাহা করিয়াছ, করিয়াছ, তাহার প্রতিদান পাইবার আশা মন হইতে তুলিয়া দাও। ঈশ্বরে নির্ভর কর, ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, ঈশ্বরের নাম নিয়া অন্যনিরপেক্ষ সহজ শান্তিতে জীবনের বাকী দিন কয়টা কাটাও। নিজ প্রাণের প্রেরণায় কর্ত্তব্যবোধে উপার্জ্জক পুত্র যদি সেবা কিছু করে, অপ্রাপ্য পাইয়াছ জানিয়া তাহাতেই পরম পরিতৃপ্ত হইতে চেষ্টা করিও। আশা রাখিও না। আশা ছলনাময়ী। দুরাশা দুঃখ ছাড়া আর কিছু দেয় না। আশা পরিত্যাগ কর, দেখিবে, দুঃখ দূর হইয়া যাইবে।

তৃতীয় নাটকের পুত্রকে লিখিয়াছি, পিতার নামে সম্পত্তি করিয়া এখন যদি পথের ভিখারীই হইতে হয়, তবে সাহসের সহিত সকল দুরবস্থাকে গ্রহণ কর। আফশোষ করিও না, অনুতাপ করিও না আর্ত্তনাদ করিও না। অন্য বাজে লোকে না নিয়া তোমার পিতা তোমার সম্পত্তি নিয়াছেন, ইহার ভিতরেও একটা সান্ত্বনা আছে। পিতার প্রতি রোষ, বিদ্বেষ, অবিচার-জনিত উত্তাপ পরিত্যাগ করিয়া আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখ, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইতে পার কিনা। ক্ষুদ্র একখানা পর্ণকুটীর হইলেই ভগবানের নাম করিতে করিতে পরম সুখে তোমার দিন চলিয়া যাইবে। কিন্তু পিতৃদ্রোহহীনতার এক উজ্জ্বল

আদর্শ জগতে রহিয়া যাইবে। আদর্শের পূজারী হও, রক্তমাংসের দাবীকে আদর্শের পদতলে বলি দাও।

সন্তোষেই সুখ, আসন্তোষে নহে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৬ই ফাল্গুন, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

নিজেদের মধ্যে ব্যক্তিগত মান-অপমানের প্রশ্ন তুলিয়া আদর্শকে মলিন করিও না। সহজ সরল ভাবে প্রতিটি প্রয়োজনীয় কার্য্যে বিনা আহবানে বিনা নিমন্ত্রণে নিজের যোগ্য সেবা দিয়া যাও। চোখ রাঙ্গাইয়া নেতা হওয়া যায় না, সেবা দ্বারাই নেতৃত্ব আসে। নেতা হইবার বাসনা না রাখিয়া সেবক হইবার সাধ জাগাও।

গুরুভ্রাতাদের আয়োজিত সদনুষ্ঠানের সহিত পাল্লা না দিয়া একই দিন একই সময়ে নিজের ঘরে অন্য অনুষ্ঠান না রাখিয়া কাজ করা চলে কি না, ইহা সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিও। তোমার গৃহের অনুষ্ঠানটীতে যদি সকলের সহযোগ চাহ, তাহা হইলে, অন্যান্যের গৃহের অনুষ্ঠানটীতে আবার তোমাকে হাসিমুখে যোগ দিতে হইবে।

একদিন তুমি সকলের চোখে মান্যগণ্য ছিলে বলিয়া আজও সেই মান, সেই প্রতিপত্তির দাবী করিয়া চলিবে, এমন মূর্খতার কদাপি

কবলিত হইও না। "আমি নেতা ছিলাম" বলিলেই লোকে সম্মান পায় না, "আমি চিরকালের সেবক", এই কথাটী কর্ম্মের মধ্য দিয়া প্রমাণিত হইলে সম্মান আপনি আসিবে।

নূতনেরা আসিয়া নিত্য নূতন কর্ম্মে হাত দিতেছে। পুরাতনেরা যদি কেবল পুরাতনের গল্প গাহিয়াই আসর মাৎ করিতে চাহে, তবে সেই পুরাতন সংখ্যা বাড়ায় শুধু মৃতদের। কচি ও কাঁচারা দলে দলে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছে। তোমরা তাহাদের সম্মুখে, দাম্ভিকতার দৃষ্টান্ত নহে, সেবার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত কর।

প্রকৃত কর্ম্মীরা ধ্রুবতারার পানে চাহিয়া তীব্র বেগে ছুটিতেছে। তোমাদের মত আত্মগরবী অতীত নেতাদের মুখপানে তাকাইবার তাহাদের অবসর কোথায়? কর্ম্মক্ষেত্রে নবাগতদের প্রতি ঈর্ষা রাখিও না, ইহাদের প্রতি তোমরা প্রেমোচ্ছল হও।

নবাগতদিগকে হেয় জ্ঞান করিবার মধ্যে তোমার নিজের যে অসীম হীনতার প্রকাশ আছে, তাহা দেখিয়া, বুঝিয়া, আবিষ্কার করিয়া লজ্জিত হও। লজ্জা কেবল নারীরই ভূষণ নহে, দম্ভোদ্ধতের অহমিকা প্রশমনেরও বিশেষ সহায়িকা। নিজেকে মহৎ ও অদ্বিতীয় ভাবিয়া অন্যকে হেয় এবং নিষ্প্রয়োজনীয় জ্ঞান করিবার ভিতরে যে কত দৈন্য, ইহা নির্ল্লজ্জদের চোখে পড়ে না।

নবাগত ভাই-বোনদের প্রতি প্রীতি ও সহৃদয়তার ভাব পোষণ করিতে পারিতেছ না বলিয়াই যে তোমার প্রতিষ্ঠা কমিয়া যাইতেছে, ইহা বুঝিতে সমর্থ হও। নবাগতেরা ধনী বা বিদ্বান না হইতে পারে, ধনে তুমি কুলীন, বিদ্যায় তুমি উঁচু হইতে পার, কিন্তু পরমেশ্বরের সহিত তাহাদের যে সম্বন্ধ, তোমার তাহা হইতে আলাদা কোনও

Collected by Mukhrjee TK, Dhanbad

সম্বন্ধ নাই। যাঁহাকে লইয়া জগতের সকলের সহিত সম্বন্ধ, তাঁহাকে যাহারা অফুরন্ত ভালবাসা দিয়াছে, তাহারা দরিদ্র বা মূর্খ হইলেও মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

অহমিকা বর্জ্জন করিয়া সুবিনীত মনে নিজ জীবনে ঈশ্বর-সাধনার দীপ-শিখা জ্বালাইয়া লও। তাহার আলোকে নিজের প্রকৃত স্বরূপ দর্শন কর। নিজেকে চিনিয়া তাহার ভিতর দিয়া বিশ্বকে চিনিবার চেষ্টা কর। আত্মজ্ঞানবর্জ্জিত মূর্খ হইয়া রহিয়াছ বলিয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় ডিগ্রিগুলি তোমাকে প্রকৃত জ্ঞানী করিতে পারে নাই। জগতে কেহ কেহ জাতির কৌলীন্যে অন্ধ, কেহ কেহ ধনের গৌরবে ক্ষিপ্ত, কেহ কেহ বিদ্যার গৌরবে দিগ্‌ভ্রান্ত, কেহ কেহ যশের তাড়নায় কক্ষভ্রষ্ট। ধন্য মানুষটী শুধু সে, যে বিনীত চিত্তে সাধন করিয়াছে, নিজেকে চিনিয়াছে, নিজের স্বচ্ছ হৃদয়-দর্পণে বিশ্বপতির প্রেমকরুণ মধুরমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছে, তাঁহার কাছ হইতে দিব্য দৃষ্টি লাভ করিয়া স্নেহারুণ নয়নে জগদ্বাসী ছোট-বড় প্রত্যেকের পানে তাকাইয়াছে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৮)

হরি-ওঁ কলিকাতা
১৭ই ফাল্গুন, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

একটু একটু করিয়া তোমরা কাজ করিতেছ আর একটু একটু করিয়া আত্মবিশ্বাস তোমাদের আসিতেছে। কর্ম্মের ইহাই ধর্ম্ম। কাজ না করিয়া কেবল কথা কহিলে এই আত্মবিশ্বাস আসে না। আত্মবিশ্বাস আত্মপ্রসাদের যমজ ভাই। যে কার্য্যে আত্মপ্রসাদ নাই, সেই কার্য্যে আত্মবিশ্বাসের জাগরণ অসম্ভব। কেবল কথা কহিয়া কি জগতে কেহ কদাপি আত্মপ্রসাদ অর্জ্জন করিয়াছে?

দিকের যাহাদের ঠিক নাই, তাহারা যত ইচ্ছা কথা বলুক। দিগ্‌দর্শন যাহাদের মিলিয়াছে, তাহাদের একমাত্র প্রয়োজন রহিল, কাজ করিয়া যাওয়ার। পাঁচ জনে মিলিত হইয়াছ, মনে রাখিও, কথা কহিবার জন্য নয়, কাজ করিবার জন্য। একাকী যে কাজ সাধ্য নয় অথবা একাকী যে কাজ করিলে জন্মযুগ কাটিয়া যাইবে, সেই কাজকে সুসাধ্য এবং স্বল্পকালমধ্যে করিবার জন্যই তোমাদের সভা, সমিতি, সম্মেলন। কেবল সুন্দর-সুন্দর কথা বলিয়া হাততালি পাওয়া অথবা অপরের ভাল ভাল কথা নোটবুকে টুকিয়া নেওয়াই কদাচ তোমাদের আসল উদ্দেশ্য হইতে পারে না। তোমাদের প্রকৃত লক্ষ্য কি, তাহা একটী নিমেষের জন্যও না ভুলিয়া যত অল্প কথায় পার সভা, সমিতি, সম্মেলন চুকাইয়া দাও। সভা সমিতি, সম্মেলনকে আমি অনাবশ্যক বলিতেছি না কিন্তু তোমাদর অন্তরের খাঁটি প্রেম যেন কথার বাহারে নিঃশেষিত হইয়া না যায়। প্রত্যেকে তোমরা এক এক জনে অগাধ প্রেমের এমন অফুরন্ত ভাণ্ডার হও, যেন তোমাদের একটী বাক্য দশটী কর্ম্মের জন্মদান করে, একটী কর্ম্ম একশতটী প্রাণে শান্তির সিঞ্চন ঢালে। সমগ্র বিশ্বের প্রতি অপ্রতিম প্রেম লইয়া করিবে কাজ, কর্ম্মের প্রতি অপরাজেয় অনুরক্তি লইয়া কহিবে কথা, কথার প্রতি লালসা হেতু কাজের ক্ষতি

করিবে না, প্রেমকে মলিন হইতে দিবে না। যে বেশী করিয়া কহে, সে কম করিয়া করে। কথা কত কমাইতে পার আর কাজ কত বাড়াইতে পার,—কি গভীরতায়, কি ব্যাপকতায়, কর্ম্মেকে কত শুভপরিণামী এবং সুনিশ্চিত-সাফল্যগামী করিতে পার, তার দিকে দৃষ্টি দাও।

এবার ত' তোমরা বিভিন্ন মণ্ডলীর উদ্যোগে পর পর কয়েকটা স্থানে সম্মিলিত হইলে। এমন কিছু-কিছু দেখিলে ও বুঝিলে, যাহা আগে দেখ নাই এবং বোঝ নাই। এমন কিছু-কিছুও দেখিলে ও বুঝিলে, যাহার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলে না। এই সকল অভিজ্ঞতা যাহাতে ভবিষ্যতের খাতায় খরচের অঙ্ক না হইয়া জমার অঙ্ক রূপে থাকিতে পারে, সেই দিকেও দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। বক্তৃতা করিলাম আর শুনিলাম, কাজ কিছুই করিলাম না, কেবল ঘুমাইলাম বা তাস-পাশা খেলিয়া সময় কাটাইলাম, ইহা যেন প্রতিনিধি সম্মেলনের চূড়ান্ত ফল না হয়।

তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস-সামর্থ্য বর্দ্ধিত হওয়া প্রয়োজন। একজনকে বিশ্বাস করা যেমন আবশ্যক, অপরের বিশ্বাসের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য প্রয়োজন হইলে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া দেওয়ার সামর্থ্যও তেমন আবশ্যক। ইহার মূল কথা চরিত্রবল। তোমাদের অধিকাংশের চরিত্রের ভিত্তি দৃঢ় কি না, সততার ভিত্তি অচল-প্রতিষ্ঠ কিনা, সত্যানুসরণ ও সত্য-পালনের সঙ্কল্প ও রুচি বজ্রসম উগ্র ও একাগ্র কি না, ইহা এস্থলে বিচার্য্য হইবে। টাকাকড়ি দিয়া বিশ্বাসই বড় কথা নহে, কাজ দিয়া বিশ্বাস করার এবং কাজ পাইয়া বিশ্বাস রাখাও প্রয়োজন। কাজের ভার পাইয়া যাহারা তাহা করে না, তাহারা

ন্যস্ত বিশ্বাসকে হনন করে। টাকা ধার নিয়া যে তাহা ফেরৎ দেয় না, সে যেমন অভাজন, এই ব্যক্তিও তেমনই অভাজন। তোমাদিগকে বিশ্বাসী এবং বিশ্বাসভাজন হইতে হইবে। কিন্তু অপরকে বিশ্বাস করিবার আগে তোমার আত্ম-বিশ্বাস চাই। স্খলিতাদর্শের আত্মবিশ্বাস থাকে না। পরপ্রবঞ্চকের আত্মবিশ্বাস একমাত্র প্রবঞ্চনা-কার্য্যেই লাগে। নিজেকে নিজে সৎ বলিয়া না জানিলে সবই মিথ্যা।

পারি না, পারি না, করিতে করিতে তোমরা চিরকাল অপারগ থাকিয়া যাইতেছ। পারিব, পারিব, বলিতে বলিতে তোমাদের পারঙ্গমতা-শক্তির জাগরণ ঘটিবে। পারিবার চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া কেবল হা-হুতাশ করিয়া মরাকে তোমরা অনেক সময়ে আশ্চর্য্যজনক গুরুভক্তি বলিয়া ভ্রম করিতেছ। আমার সন্তান হইয়াও যাহারা অন্তরে হতাশাকে দিবে স্থান, তাহারা নিতান্তই ভাগ্যহীন।

সর্ব্ব হতাশা পরিত্যাগ কর, দেহমনের অবসাদ ঝাড়িয়া ফেলিয়া দাও, দিগ্বিজয়ের উল্লাস লইয়া কাজে নামিয়া পড়। মনে রাখিও, জগতে তোমরা নূতন ইতিহাস রচনা করিতে যাইতেছ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৯)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৮ই ফাল্গুন ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

Collected by Mukhrjee TK, Dhanbad

খিচুড়ী খাওয়া ও খাওয়ান প্রকৃত কাজ নহে, আসল কাজ অন্যত্র। সেই আসল কাজটাকে ভুলিয়া গিয়া তোমরা অকারণ শ্রমে অধিকাংশ সময় ও অর্থ অপচয়িত করিতেছ কেন? অকাজে ফতুর হইয়া যাইতেছ বলিয়াই কাজের কাজে তোমরা চতুর হইতে পারিতেছ না।

প্রত্যেকটী কাজ কর ভবিষ্যতের ইতিহাসের পানে তাকাইয়া, ভাবীকালের সম্ভাব্য বিবর্ত্তনের মুখ-পানে চাহিয়া। তোমার সাময়িক যশোবৃদ্ধিকে কর্ম্মের উদ্দেশ্য হইতে দিও না। তোমার ও আমার মতন সহস্র জনের কঙ্কালের উপরে গড়িয়া উঠিবে ভবিষ্যতের সৌধমালার চূড়া।

দিগ্বিজয়ীর উল্লাস লইয়া তোমরা কাজে নামো। কাহারো প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ রাখিবার প্রয়োজন নাই কিন্তু কুণ্ঠাহীন আত্মবিশ্বাস এবং দ্বিধাহীন কর্ম্মনৈপুণ্য চাই। No other Dharma Sangha enjoys so great a future possibility as that of yours. তাহার প্রধান কারণ তোমাদের ধর্ম্মনেতার ব্যক্তিগত একলক্ষ্য জীবন এবং তোমাদের ধর্ম্মমতের সরল সুস্পষ্ট কুজ্ঝটিকামুক্ত আদর্শ। তোমাদের ধর্ম্ম-সাধনার দার্শনিক ভিত্তি এত গভীর, এত ব্যাপক এবং এত ঘাতসহ যে, তোমরা এক শতাব্দীতে যাহা করিতে পারিবে, অবতারবাদ-প্রচারকারীরা শত শতাব্দীতেও তাহা করিতে পারিবেন না। উদ্দেশ্য সকলের মহৎ হইতে পারে কিন্তু কিন্তু উদ্দেশ্য মহৎ হইলেই যে দার্শনিক ভিত্তি দুর্ব্বল হইবে না, তাহা কে বলিল?

যে যেই কাজের ভার নিবে, সে সেইটুকু অবশ্যই আদায় করিবে।

ভার নিলাম কাজ করিলাম না, ইহা বড় কলঙ্কের কথা। কাজ করিতে পারিব না বলিয়া ভার নিলাম না, ইহাও কলঙ্কের কথা।

এতদিন প্রশ্ন ছিল, কাছাড় জেলায় হিন্দুরা নিরাপদে থাকিবে কি না। এখন প্রশ্ন দাঁড়াইয়াছে, কাছাড় জেলায় ভারতীয়েরা নিরাপদে থাকিবে কি না।

বারংবার তোমাদিগকে এক একটা করিয়া ভবিষ্যদ্‌বাণী শুনাইয়াছি। সেগুলি দশ বিশ পঁচিশ বছর পরে সত্য ঘটনার রূপও নিয়াছে কিন্তু তোমরা কত আগেই যে ঘটনার আভাস পাইয়া গেলে, তাহার সুযোগ কদাচ গ্রহণ করিলে না। কেবল উপস্থিত সুযোগ-দুর্য্যোগের কড়ি গণিয়া জমাখরচ ঠিক রাখিতেই নিজেদের মধ্যে নিজেরা নিঃশেষিত হইয়া গেলে।

এখনো সময় আছে। কেবল সাবধান হইবার সময় নহে, ঘটনার গতি-পরিবর্ত্তনেরও সময় তোমাদের হাতের মুঠার মধ্যেই রহিয়াছে। মন তোমাদের অবিশ্বাসী, স্বভাব তোমাদের অনেকাগ্র, চেষ্টা তোমাদের সদ্যঃপরিণামী, লক্ষ্য তোমাদের নিতান্ত অদূরে তাই তোমরা কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছ না। কাপুরুষতাকে ধর্ম্ম বলিয়া গণনা করিয়া তোমরা পদে পদে বিভ্রান্ত হইতেছ।

শৌর্য্য-সহায় সত্যশীল আচরণে ভর করিয়া তোমরা সঙ্ঘবদ্ধ হও। তাহার মধ্যে জগতের অকল্যাণ-মূলক একটী তুচ্ছ কামনাও থাকিতে পারিবে না। নিজেদিগকে জগন্মঙ্গল মহাযজ্ঞের সমিধ্ জানিয়া তোমরা প্রস্তুত হও। লক্ষ জনের আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়াই বিশ্বজনের নিঃশ্রেয়স নিরাপদ হইবে।

Collected by Mukhrjee TK, Dhanbad

ধৃতং প্রেম্না

দল, সঙ্ঘ, সম্প্রদায়, জাতি বা নির্দ্দিষ্ট গোষ্ঠীর মানুষ তোমাদের লক্ষ্যস্থল নহে। তোমাদের লক্ষ্য নিখিল বিশ্ব। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১০)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৯ ফাল্গুন, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

মাণিকতলার ছায়া-সিনেমার এই বাড়ীটা একেবারেই নিরাপদ নহে বলিয়া মনে হইতেছে। গত পরশ্ব সন্ধার সময়ে একাংশের ছাদ ভাঙ্গিয়া ঝরিয়া পড়াতে দুইটী কচি শিশু আহত হইয়া হাসপাতালে খাবি খাইতেছে। বাড়ীটার একাংশে কতকগুলি গৃহস্থ-পরিবার আতঙ্কে বিনিদ্র রজনী কাটাইতেছে। অথচ এই বাড়ীটা ছাড়িতে পারিতেছি না। সমস্ত দেশ জুড়িয়া গৃহহীনতার সমস্যা।

আমরা যে অংশে আশ্রম করিয়া আছি, তাহাও নির্ভরযোগ্য নির্ম্মাণ নহে। কিন্তু শীঘ্র স্থানান্তরে যাইতে পারিব, এমন সম্ভাবনা দেখিতেছি না।

তোমার বিস্তারিত পত্রের উত্তর সম্ভব হইলে বারাণসী গিয়া দিব। কিন্তু লম্বা চিঠি লিখিয়া কোনও লাভ নাই। অতি সংক্ষেপে একটী রুক্ষ সত্য উচ্চারণ করিতে হইতেছে যে, আদর্শগত ঐক্য

তোমাদের মধ্যে নাই বলিয়াই কর্ম্মগত ঐক্য আসিতেছে না। আমাকে সম্মুখে দেখিতে পাইলে হঠাৎ তোমরা একটা কর্ম্মগত ঐক্যের চেষ্টা কর। কিন্তু তাহা বালির বাঁধের ন্যায় নিতান্ত সাময়িক ব্যাপারে পরিণত হয়। দুই দিন গেলেই সেই বাঁধ ভাঙ্গিয়া পড়ে। লক্ষ্য এক, আদর্শ এক, তবে ত' পন্থাগত ঐক্য হইবে। বাহিরে ঐক্যের ভান করিলাম, ভিতরের ভাঙ্গন রোধের কোনও চেষ্টাই করিলাম না, ইহা ত' আদর্শ ব্যাপার নহে। তোমরা কি মনে প্রাণে একের উপাসক হইয়াছ, না আমাকে দেখিলেই শুধু তোমাদের একমুখতার উৎস ফাটিয়া পড়ে, আর আমি দূরে সরিলেই বহু দেবতা, বহু প্রভু, বহু উপাস্য তোমাদের হৃদয়-মন-ঠাকুরঘর সব জুড়িয়া বসে? আমার সহিত লুকোচুরি করিয়া তোমাদের লাভ কোথায়? বিবেকের কাছে পরিচ্ছন্ন হও।

ঘরে এক, বাহিরে আরেক। এই মূর্ত্তি সত্যের নহে, খলতার, প্রবঞ্চনার, দুর্ব্বলতার। নিজেরা হাজার রকমের অক্ষমতার সহিত কেবল আপোষ করিয়া বেড়াইতেছ অথচ অন্যের সম্পর্কে তোমাদের অভিযোগের অন্ত নাই। অন্তর হইতে একদিকে দূর করিতে হইবে অসত্যাশ্রিত পূর্ব্বসংস্কারের সহিত আপোষের রুচি, অন্য দিকে দূর করিতে হইবে অনুযোগ ও অভিযোগের ভাব। অন্তর হইতে এই সকল অবাঞ্ছনীয় ভাব নির্ব্বাসিত করিয়া সরল চিত্তে কাজে লাগিয়া যাও। নিজেও সরল হও। অপরকেও সরল হইতে সাহায্য কর। কথাবার্ত্তা কিছুরই মধ্যে কণামাত্র ভান রাখিবে না। যাহা কর নাই, তাহা করিয়াছ বলিয়া ভাব দেখাইবে না। যাহা করিয়াছ, তাহা কর নাই বলিয়া ভাব দেখাইবে না। যাহা অপরে করিয়া যশস্বী হইয়াছে,

তাহা তুমিই করিয়াছ বলিয়া ভান করিবে না। যাহা করিয়া তুমি নিন্দনীয় হইয়াছ তাহা তুমি না করিয়া অপরে করিয়া তোমার ঘাড়ে দোষ চাপাইয়াছে বলিয়া কৈফিয়ৎ দিবে না। কাহারও কোন দোষ-ত্রুটি দেখিলে তাহা ক্ষমা করিবে এবং বারংবার ঐ একই বিষয় নিয়া আলোচনা করিয়া নিজের মনকে বিষাক্ত এবং অপরের কর্ণকে তিক্ত করা হইতে বিরত রহিবে। নিজের আচরণকে অনুরূপ ত্রুটি হইতে মুক্ত রাখিবার চেষ্টায় মন দিয়া অপরকে ত্রুটিমুক্ত হইবার সাহায্য করিবে।

কথা কহিয়া কহিয়া তোমরা এমন কদভ্যাস করিয়াছ যে, কথা না কহিলে তোমাদের চলে না। এজন্যই অনেক সময়ে এমন অনেক কথা বল, যাহা কাজের পক্ষে ক্ষতিকর। তোমার জীবন যাহা নহে, তোমার কথায় যদি তাহার ছটা থাকে, তবে আত্মাভিমান তোমাকে অতলে ডুবাইবে। যতটুকু কাজের লোক তুমি হইয়াছ, কথা মাত্র ততটুকু বল। কাজ করিবার জন্যই কথা বল। নিন্দা-চর্চ্চা-দোষারোপে কাজের কোনও সহায়তা হয় না।

অল্প কথায় কিসে কাজ বেশী হইতে পারে, কর্ম্মী লোকদের সেই দিকেই লক্ষ্য থাকে। অল্প কাজে কি করিয়া বেশী কথা বলা যাইতে পারে, বক্তা লোকদের লক্ষ্য থাকে সেই দিকে বেশী। কর্ম্মী বক্তা হও, বক্তা কর্ম্মী হইও না। অনেক জনসভাতেই সভাপতিত্ব করিতে গিয়া দেখিয়াছি যে, কোনও বক্তাকে পাঁচ দশ বা পনের মিনিট বলিবার সময় দিলে তিনি রুষ্ট হন, দু-ঘণ্টা যে বলিবার সময় পাইলেন না, সেই জন্য "হায় ভগবান" বলিয়া বুক চাপড়াইয়া থাকেন।

কিন্তু কাজ যাহারা করিতে চাহে, তাহাদের সমক্ষে কাজের কথা পাঁচ মিনিট বলিলেই যথেষ্ট। নিজেরা যাঁহারা কাজের লোক, তাঁহারা পাঁচ মিনিটেই অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় গুছাইয়া বলিতে পারেন এবং তাহা মর্ম্মস্পর্শীও হয়। কেবল বক্তৃতা শোনাই যাহাদের সখ, তাহারা সারা রাত্রি বক্তৃতাই শুনিবে কিন্তু কাজ করিবে না। কেবল বক্তৃতা দেওয়াই যাহাদের স্বভাব, তাহারা এক কথাই হাজার বার বলিবে কিন্তু একটী বারও কাজে হাত দিবে না। তাহারা রসনার কসরৎ আর বাক্য-রচনার চতুরালিই শিখিয়াছে, কাজ শিখে নাই।

তোমরা প্রত্যেকে নিজেদিগকে এক একজন সৈনিক বলিয়া জানিও। সৈনিক বসিয়া থাকিলে রাজ্য ছারেখারে যায়। যখন যুদ্ধ থাকে না, তখন নেপোলিয়ানের মতন সম্রাটের হাতে পড়িলে সৈনিকেরা রাস্তা নির্ম্মাণ করে, সহর গড়িয়া তোলে, লাক্সেমবার্গ উদ্যান রচনা করে, হর্ম্ম্যরাজির সৃষ্টি করিয়া পুরাতন জীর্ণ ভগ্ন নগরীর আবর্জ্জনাপূর্ণ উপকণ্ঠগুলিকে প্রাসাদ-শ্রেণীতে সুশোভিত করে। তোমরাও কথায় অনাদর করিও, কাজে লাগিয়া থাকিও। মনে রাখিও, তোমরা আমার সৈনিক।

আমি হাজার রকমে আমার বক্তব্য তোমাদের বলিয়া যাইতেছি। বাক্যে, ভাষণে, পত্রে, কর্ম্মে আমার বক্তব্য আজ সুদীর্ঘ পঞ্চাশাধিক বর্ষ ব্যাপিয়া মুখরিত হইয়া দিকে দিকে ছুটিয়াছে। কেহ কেহ উদ্যানজাত মনোরম কুসুমের পানে তাকাইবার মত মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া তাহা দেখিয়াছ। কিন্তু কাজ করিতেছ কৈ?

যুদ্ধক্ষেত্রের সৈনিক "ফায়ার" অর্ডার পাওয়া মাত্র গুলি ছোঁড়ে।

সেনাপতি মহাশয়ের সুদীর্ঘ একটী বক্তৃতার প্রতীক্ষায় কেহ বসিয়া থাকে না। কিন্তু তোমরা আজ বছরের পর বছর কেবল বন্দুকের কুঁদায় অনাবশ্যক ভাবে বার্ণিশই মাখাইতেছ। কাজ করিতেছ কৈ?

বৃহৎ কিছু ঘটাইতে হইলে সংগঠনকে শক্তিশালী করিবার ব্যাপারে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ভাবে প্রত্যেককে চিন্তা সুরু করিতে হয়। চেতনশীলের ধর্ম্ম চিন্তা, জড়পদার্থের নহে। তোমরা কেন জড়ের মতন চিন্তাহীন, উদ্দেশ্যহীন লক্ষ্যহীন হইয়া রহিয়াছ? ছোট বড় প্রত্যেকে যখন একটী মাত্র বিষয় নিয়া চিন্তায় উদ্বেল হয়, মহৎ বিবর্ত্তনের সূচনা তখনই হইয়া থাকে। তোমাদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া জগতে চিরস্থায়ী মহৎ কিছু ঘটুক, ইহা কি তোমরা প্রার্থনীয় মনে কর না?

শক্তি তিলে তিলে সংগ্রহ করিতে হয়, শক্তি কদাচ এক সঙ্গে এক তালে সংগৃহীত হয় না। শক্তি-সঞ্চয় সাধনা-সাপেক্ষ, কাল-সাপেক্ষ এবং নিষ্ঠা-সাপেক্ষ। এই একটী কথা প্রত্যেকে নিজ নিজ মনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১১)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

২০শে ফাল্গুন, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—,প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সংগ্রামে যাহার ভয় নাই, যুদ্ধজয় তাহারই হয়। তোমরা যাচিয়া যুদ্ধ চাহিও না কিন্তু যুদ্ধকে ভয়ও করিও না। সংগ্রামই জীবন। সংগ্রামের সেখানেই শেষ, জীবনের যেখানে নিঃশেষ। যতকাল বাঁচিবে, সংগ্রাম করিবে এবং জয়ী হইবে।

জীবন ভগবানের কাজের জন্যই পাইয়াছ। পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনদের সেবাও ভগবানের কাজেরই অংশ। ভাই, বোন, অনুজীবী ও উপকার-প্রত্যাশী অনুজনদের সেবাও ভগবানের কাজ ছাড়া আর কিছু নহে। ভগবৎ-সেবা করিতেছ, এই বুদ্ধিতে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিচার রাখিয়া প্রত্যেকের প্রতি নিজ কর্ত্তব্য বিনীত চিত্তে কর।

ভগবানের সহিত তোমার অন্তরের অন্তরে সম্বন্ধ-বোধের যে অনুভূতি, ঐটুকুই তোমার ধর্ম্ম। প্রকৃত ধর্ম্মে লগ্ন থাক। কুসংস্কার বা অনাচারকে ধর্ম্ম বলিয়া ভ্রম করিয়া অমৃত ভাবিয়া মাকাল-ফলের রস পান করিও না।

সত্যিকারের ধার্ম্মিক হও, বল বাড়িবে। ধর্ম্ম বলের আশ্রয়, পৌরুষের আধার, শৌর্য্যের উৎস। যাহা তোমাকে বলহীন বীর্য্যহীন শক্তিহীন ও কাপুরুষ করে, তাহা কদাচ ধর্ম্ম নহে। ধর্ম্ম হইতে আত্ম-প্রসাদ জন্মে। আত্মপ্রসাদ সৃষ্টি করে আত্মবিশ্বাসকে। আত্মবিশ্বাস দেয় মৃত্যুঞ্জয় সৎসাহস। সৎসাহস আর শৌর্য্য একত্র মিলিত হইলে দিগ্বিজয় ঘটে।

যখনি দেখিবে, পরাজিত হইতেছ, এক কথায় বুঝিয়া নিও, ধর্ম্মের নামে অপধর্ম্মের আশ্রয় নিয়াছ। তথাকথিত ধার্ম্মিকদের দ্বারা দেশের মনুষ্যত্ব যখন অতীব নিম্নস্তরে নামিয়া যায়, তখন বুঝিতে হইবে,

ধর্ম্মকে অপব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অনেক ধার্ম্মিকেরা নিজেদের সামাজিক বা রাষ্ট্রনৈতিক আচরণের দ্বারা সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের বা দেশবাসীদের নিদারুণ দুঃখ, কষ্ট, উৎপীড়ন ও অবনতির কারণ হইয়াছেন। সুস্পষ্ট বুঝিতে হইবে, তাঁহারা যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া সরল বুদ্ধিতে মনে করিয়া বসিয়াছিলেন, তাহার সবটুকুই ধর্ম্ম নহে, তাহার মধ্যে নিদারুণ অধর্ম্মের ভেজাল ছিল। ধর্ম্ম যদি ব্যক্তিকে সবল করিতে পারে, জাতিকে কেন পারিবে না? ব্যক্তিবিশেষের ধার্ম্মিকতা তাহার দিগন্তব্যাপী যশের হেতু হইল কিন্তু তাহাই যদি দেশবাসীর অকথনীয় দুর্গতির সেতু হয়, তবে ঐ ধর্ম্মকে অনুসরণ করিব কি করিয়া? গান্ধারী যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্মের জয় হইবে বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন কিন্তু যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব কি যুদ্ধক্ষেত্রে ক্ষণকালের জন্যও পৌরুষ-বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন? অন্যেরা তোমাকে ঠকাইয়া তোমার মায়ের স্তনদ্বয় কাড়িয়া লইয়া গেল আর তুমি ধর্ম্মের মহিমা গাহিয়া ইতিহাসের কীর্ত্তিমান পুরুষ হইবে? ইতিহাস এমন কীর্ত্তিমানকে শত ধিক্কার দেয়, নপুংসক বলিয়া গালি দেয়, দুর্ব্বলচেতা এবং অব্যবস্থিতচিত্ত বলিয়া নিন্দা করে। আপাতত চিতাভষ্মের স্তূপের নীচে সেই নিন্দা চাপা পড়িয়া থাকে কিন্তু এই ভষ্মরাশির উড়িয়া যাইতে অধিক সময় লাগে না।

তোমরা ধার্ম্মিক হও। অর্থাৎ হও তোমরা বীর্য্যবরীয়ান দুঃসাহসী স্থিরসঙ্কল্প ধৃতপ্রজ্ঞ পুরুষ। এইরূপ ধার্ম্মিকদের আমি চাহি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১২)

হরি-ওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী

২৬শে ফাল্গুন, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

মমতা-সাগরের কাজ চালু হইয়াছে। কাল সারাদিন ঐখানেই দাঁড়াইয়া রৌদ্রে দগ্ধ হইয়াছি। সম্পূর্ণ পরিকল্পনা যখন সফল হইবে, তখন ঐ বৃক্ষহীন প্রস্তরময় ভূমিতে অন্যরূপ দৃশ্য ফুটিয়া উঠিবে। একটী মাত্র কামনা, মানুষের দেহে, মনে, প্রাণে, চিত্তে ও আত্মায় প্রশান্তি আসুক, মানুষ প্রকৃত সুখের আস্বাদন লাভ করুক।

তোমার পত্নীর পেট কাটিয়া সন্তানকে বহির্গত করিতে হইয়াছে শুনিয়া উদ্বিগ্ন হইলাম। এতগুলি সন্তান যাহার পূর্ব্বেই নির্ব্বিঘ্নে হইয়া গিয়াছে, এবার কেন তাহার সিজারিয়ান অপারেশন্ করিতে হইল, ভাবিতেছি। আরও একটা কথা মনে হইতেছে। কয়েকটি সন্তান হইবার পরে দৈহিক সম্ভোগের কি বিশেষ কিছু প্রয়োজন থাকে? তোমরা এখন উভয়েই সংযত হইয়া যাইতে পার না? সংযত গৃহীর দৃষ্টান্তের ত' অভাব নাই। তোমরা তাহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি করিতে পার না? তরুণ প্রণয় যত দুর্ব্বার থাকে, বয়স হইয়া গেলে কি তা কিছুমাত্রও শিথিল হয় না? যাহাকে আংশিক দমন করা যায়, তাহাকে সম্পূর্ণতঃ বশীকৃত করা কেন অসম্ভব হইবে? তোমরা ভাল ভাল কথা ত' অনেক শুনিতেছ, কথাগুলি নিজেদের জীবনে পালন করিবার চেষ্টা

কেন নাই? পুঁথির মধ্যে ভাল কথা লেখা থাকিলেই কি একটা জাতি ভাল হইয়া যায়? জীবনে তাহার অনুশীলন কি চাহি না।

কৃত্রিম উপায়ে সন্তান-নিবারণ চেষ্টা হিসাবে ত' রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা পাইয়াছে কিন্তু ইহা মানুষের ভিতরের দেবত্বকে বিকশিত করিবার পক্ষে মোটেই অনুকূল নহে। তোমরা নিজেদের দেবত্বের বিকাশের দিকে লক্ষ্য দাও। এতকাল ভোগসুখ করিয়াছ, একবার ত্যাগসুখ আস্বাদন করিয়া দেখ। তোমার জিনিষ, তোমার অধিকার, তোমার দাবী সব তোমারই থাকিবে, কেহ আসিয়া তাহাতে বাধা দিতে পারিবে না বা চাহিবেও না। কিন্তু প্রণয়কে যোনি-কূপ হইতে তুলিয়া আনিয়া অনন্ত উদার আকাশসম বিরাট হৃদয়ের সামগ্রী কর। ইহা কঠিন হইতে পারে কিন্তু অসাধ্য নহে। কঠিন বলিয়াই ইহাতে সফলতা অর্জ্জনের মধ্যে গৌরব আছে। যে যুগে লাম্পট্য নেতৃ-চরিত্রেও হেয়তা সম্পাদন করে না, সে যুগে তোমরা কিছু নরনারী ব্যতিক্রমস্থল হও।

সৎপ্রয়াসের সফলতা-বিফলতার কথা পরে চিন্তানীয় কিন্তু শুধু প্রয়াসটুকুর মধ্যেই একটা শৌর্য্য আছে, একটা কৌলীন্য আছে, যাহা বিফল-প্রযত্ন পুরুষ-নারীকেও মহিমায় মণ্ডিত করে। বিশ্বের প্রতি প্রেম লইয়া নিজের প্রেমময়ী পত্নীকে বুকের কাছে টানো, অভ্যাসের দাসত্ব বশতঃ নহে।

অদ্য দিনটুকু আর রাত্রির নয় দশ ঘণ্টা এখানে আছি। তার পরেই রওনা হইব বারাণসী। শেষ রাত্রিতে গাড়ী ছাড়িব। পথিমধ্যে কোথাও খিচুড়ী ভক্ষণ করিয়া লইব। একটা ইটের পাঁজা আমার

লিখিবার ঘরের সামনেই সাজান হইতেছে। এইটাতে আগুন আজই দিতে হইবে। এক একবার কাজের স্থানে যাইতেছি, ফিরিয়া আসিয়া চিঠির জবাব দিতেছি।

ফুলবীজের পার্শ্বেলগুলি প্যাক করিতে স্নেহময় বারাণসী হইতে আসিয়াছে। সেও আমার সঙ্গে যাইবে। অঞ্জন কাল চলিয়া গিয়াছে কালনা। আহারীয় প্রস্তুতের ভার স্নেহময়ের উপরে।

কাশ্মীর হইতে আনীত আলুবখরা ও ডুমুরের কলমগুলি স্নেহময় বারাণসী হইতে অর্দ্ধেক পরিমাণ তুলিয়া আনিয়াছে। সেগুলির অবস্থা এখন পর্য্যন্ত ভালই দেখা যাইতেছে।

কলিকাতা হইতে ২২শে ফাল্গুন রওনা হইয়াছিলাম। পথে একটা পাটের কলে আগুন লাগাতে আমাদের অনেক ঘুরিয়া রাত্রি নয়টায় ধানবাদ পৌঁছিতে হয়। সাধনাকে কলিকাতায় টেলিগ্রাম করিয়া জানাইয়াছিলাম যে নিরাপদে পৌঁছিয়াছি। আজ সাধনার টেলিগ্রামে জানিলাম, সে তাহা পায় নাই। কি যে আরজকতা চলিয়াছে ডাক ও তার বিভাগে, ভাবিতে লজ্জাবোধ হয়।

তোমাদের কাছে ঝুড়ি-বোঝাই চিঠি লিখি,—"মালিক নাই" মন্তব্য সহ কত পত্র ফেরৎ আসে। পরে দেখা যায়, মালিক ঠিক ঐ ঠিকানায়ই জীবিত অবস্থায় ছিল। কাকে দোষ দিব? অদৃষ্টকে? না স্বাধীনতা-লাভকে?

আজই বিকালে র‍্যামিং মেশিন বা দুরমুজের যন্ত্রটী পরিচালন-পদ্ধতি এখানকার একটী শ্রমিককে শিক্ষা দিব। অতঃপর যে-কোনও রাস্তা বাঁধের নূতন পাড় অথবা দালানের ভিত্তির নীচের কংক্রিট আদি

দুরমুজ করিবার কাজে ব্যয়-সঙ্কোচ, সময়-সংক্ষেপ ও শ্রম-হ্রাসের সুবিধাটুকু পাইব। যন্ত্র যদি মানুষের প্রভু না হয়, দৈত্য যদি বশম্বদ ভৃত্যই থাকে, তবে ইহার চেয়ে সুবিধার ব্যাপার আর কি আছে। পাওয়ার-ইঞ্জিন মানুষে চালাইবে, অমানুষে নয়, তবেই যন্ত্র সার্থক।

তোমার ভিতরের কাম এমনি একটী ইঞ্জিন। তাহাকে তুমি যদি তোমার বশে রাখ, কি না তুমি করিতে পার? নিজের অসাধ্য সাধনক্ষমতা সম্পর্কে আত্মশ্রদ্ধী হও। নিজেকে শ্রদ্ধা করিতে পার না বলিয়াই ত' অভ্যাসের দাস হইয়া ঠিক তাহাই ঘন ঘন কর, যাহা করিতে সত্য সত্য তুমি প্রবল ভাবে আগ্রহী নহ। তোমার কামকে তুমি বিশ্বপতির চোখের সম্মুখে আনিয়া দাঁড় করাও, তাঁর নয়নের স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে যখন বুঝিবে অনুমোদন, কামকে কেবল তখনই কর্ম্মে নিয়োগ কর। অকাজে আর কুকাজে কামকে ব্যবহার করার অর্থ ত' শুধু ধারাল ছুরির ধার নষ্ট করা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৩)

হরি-ওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী

২৬শে ফাল্গুন, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—,প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তুচ্ছ কাজ আর তুচ্ছ থাকে না, যখন তাহাতে সহস্র হস্তের

স্পর্শ লাগে। তুচ্ছ দান আর তুচ্ছ থাকে না, যখন তাহাতে প্রেমের সুরভি মাখান থাকে। তুচ্ছ কথা আর তুচ্ছ থাকে না, যখন তাহা উচ্চারিত হয় সুস্থির সত্য সঙ্কল্প ও নিঃস্বার্থ নিষ্কাম হিতৈষণা নিয়া। তুচ্ছকে কি করিয়া মহৎ করা যায়, তাহার শিল্প তোমরা শিক্ষা কর।

তুচ্ছ মানুষ আর তুচ্ছ থাকে না, যখন মহাভাবের সে আশ্রয় লয়, যখন মহাভাবের সে আধার হয়। তোমরা কদাচ কেহ তুচ্ছ থাকিও না।

কদাচ হতাশ হইবে না, বিমর্ষ হইবে না। আত্মবিশ্বাস রাখ, ঈশ্বরে বিশ্বাস কর। প্রতি কর্ম্মের সহিত অন্তরের মহাভাবকে সংশ্লিষ্ট কর, আশ্লিষ্ট কর। কর্ম্মকে ভাবময় এবং ভাবকে কর্ম্মময় কর। ক্ষণিককে শাশ্বত কর, শাশ্বতকে চিরচঞ্চল ক্ষণিকের মধ্যে অবতরণ করাও। প্রেমে ডগমগ হইয়া যাও। ক্ষণিকের জন্যও প্রেমহীন হইও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৪)

হরি-ওঁ

বারাণসী

২৯শে ফাল্গুন, ১৩৭১

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

রক্তচক্ষুর শাসনে নহে, প্রেমের আকর্ষণে আমি তোমাদিগকে পরিচালিত করিব। প্রেমময় স্বভাবটী লইয়া তোমরা প্রতিজনে পরম

Collected by Mukhrjee TK, Dhanbad

প্রেমময়ের সেবার লক্ষ্যে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত কর। তোমাদের সকল কামনা বাসনা ঐ একজনকে পরিতুষ্ট করিবার মধ্যে সার্থক হউক।

যে শুদ্ধ চিন্তার পরিচয় তুমি দুই চারি পংক্তির পত্রে দিয়াছ, তাহা তোমার শতাধিক-বর্ষ-ব্যাপী সুদীর্ঘ জীবনে প্রতিফলিত হউক। তোমার প্রতি বাক্যে, প্রতি কর্ম্মে, প্রতিটী অধ্যবসায়ে প্রেমেরই অনুরণন হউক।

নশ্বর জীবনকে অতি-দীর্ঘস্থায়ী জ্ঞান করিলে কর্ম্মের দ্রুততা আসে না। যে-কোনও সময়ে মৃত্যু ঘটিতে পারে, ইহা ধারণায় থাকিলে, স্বল্প সময়ে অধিক কাজ সারিয়া ফেলিবার প্রবৃত্তি আসে। তোমরা ঈশ্বর-প্রেমিকও হও, দ্রুত-কর্ম্মাও হও।

জীবনে ঠকিয়া যাইবার মূল কারণ অস্বাভাবিক প্রত্যাশা। যতটুকু দিবে, তার বেশী পাইবার দাবী রাখিও না। অতি-প্রত্যাশা পরিহার কর। জগজ্জনের জন্য কিছুই দিলে না, সকলের কাছ হইতে প্রশংসা আর করতালি আদায় করিয়া লইলে,—ইহা তাহাদিগকে প্রতারণা করা ছাড়া আর কিছুই নহে। জগতের সকলকে সব-কিছু দিব, প্রতিদানে কিছুই পাইবার বুদ্ধি রাখিব না, এমনকি যশ পর্য্যন্ত পাইবার অভিসন্ধি থাকিবে না,—ইহাই প্রকৃত ত্যাগীর, যথার্থ দাতার, খাঁটি কর্ম্মীর, অকপট সেবকের লক্ষণ।

জ্ঞানের ভাণ্ডার ধ্যানের জগতে, পুঁথির জগতে নহে। ধ্যানকে দাও ধ্বান, বাক্যকে দাও মৌনতা, কর্ম্মকে দাও অচঞ্চল সমাধি, সমাধিকে দাও অনির্ব্বাণ কর্ম্মরূপ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৫)

হরি-ওঁ কলিকাতা

১২ই চৈত্র, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। বিরক্ত হই নাই।

আমি হিন্দুর ছেলে, মুসলমানের ছেলে, খ্রীষ্টানের ছেলে, বৌদ্ধের ছেলে এবং ইহুদীর ছেলেকে দীক্ষা দিয়াছি। দিয়াছি অখণ্ড-মতে। আমি লোক-প্রচলিত বৈষ্ণব, তান্ত্রিক, শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য আদি মতের অনুবর্ত্তীও নহি, প্রচারকও নহি। আমি অখণ্ড-মতের প্রচারক।

প্রচারক কথাটীর মানে এক্ষেত্রে এই যে, আমি নিজ জীবনে অখণ্ড-মতের অনুশীলনকারী। আমার আচারে ও আচরণে অখণ্ড-মতের ছাড়া অন্য মতের প্রতিফলন নাই। সুদূর প্রতিফলন কিছু থাকিলেও তাহা আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে।

এই অর্থেই আমি অখণ্ড-মতের প্রচারক। নতুবা, আমি আমার সেই মতকে বাহিরের লোকের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কদাচ কোনও চেষ্টা জীবনে করি নাই। অখণ্ড-মতবাদের ব্যাখ্যা দিবার জন্য আজ পর্য্যন্ত আমি কোনও সভামঞ্চে ভাষণ দেই নাই। আমার নিজ আচরণের দিকেই আমার লক্ষ্য, বাহিরের প্রচারণার দিকে আমার লক্ষ্য নাই।

তথাপি যে আমার কোনও কোনও শিষ্য আমার উপদেশবানী পাঠ করিয়া করিয়া নানা স্থানের লোককে শুনায়, তাহার তাৎপর্য্য

এই যে, আমার সেই শিষ্যগণের নিজ মতের প্রতি ঐকান্তিকী নিষ্ঠা সংরক্ষণের জন্য চতুর্দ্দিকের বাতাবরণ, অনুকূল করা আবশ্যক। বিরুদ্ধ আবহাওয়ার মধ্যে নিজ নিষ্ঠা অনেক সময়ে দুর্ব্বলতার প্রবণতা পায়। আত্মরক্ষার জন্যই বাতাবরণ বিশুদ্ধ করা প্রয়োজন।

আমার শিষ্যরা যদি উদ্যম-সহকারে আমার মত প্রচার করিত, তাহা হইলে তাহাতে কোনও দোষ হইত না। এমন কি আমি নিজেও যদি নিজের মত প্রচার করিতাম, তাহাতেও দোষ হইত না। যীশু, শঙ্কর, মহম্মদ, নানক, চৈতন্য আদি প্রত্যেকেই নিজ নিজ মত প্রচার করিয়াছেন, ইহাতে দোষ হয় নাই। তথাপি আমি যে আমার নিজস্ব মতকে বিশেষ করিয়া ধরিয়া প্রচার করি না, তাহার কারণ এই যে, অপরকে তার মতে পূর্ণ শ্রদ্ধা লইয়া চলিবার অধিকার দিতে আমি সম্মত। আমি যাহা প্রচার করি, তাহা সকলের পক্ষে গ্রহণীয় শুদ্ধ সংযত সত্যময় সরল পথ, নৈতিক শুদ্ধতার পথ, সচ্চরিত্রতার পথ। আমি যাহা প্রচার করি, তাহা ঈশ্বর-বিশ্বাসের পথ, ঈশ্বরকে ভালবাসিবার পথ। ঈশ্বর সম্পর্কে তোমার ধারণার সহিত আমার ধারণার পার্থক্য থাকিতে পারে। সেই পার্থক্য বিদূরণের জন্য আমার কোনও মাথাব্যথা নাই। ঈশ্বর সম্পর্কে তোমার ধারণা যাহাই হউক, তুমি তাঁহাকে ভালবাসিলেই আমি খুশী। আমার ধারণার অনুযায়ী ধারণা তোমার নাই বলিয়া আমি তোমার জন্য অনন্ত নরকের ব্যবস্থা করিব না। এই জন্যই আমার পক্ষে অকাতরে বলা সম্ভব হইয়াছে—"জগতের সকল সম্প্রদায় আমার, আমি জগতের সকল সম্প্রদায়ের।" অন্যের পক্ষে ইহা বলা সম্ভব হইত কি না ঈশ্বরই জানেন।

তুমি অনেকগুলি প্রশ্ন করিয়াছ। একটী পত্রে তাহার উত্তর দেওয়া সম্ভব নহে। তবু সংক্ষেপে লিখিতেছি।

সতীত্বের দুইটা দিক্ আছে। একটা শারীরিক দিক্ অপরটা মানসিক দিক। মনে মনেও কোনও নারী দ্বিচারিণী না হউক, ইহাই ভারতীয় জীবনের আদর্শ। সেই আদর্শের অনুসরণে আনুকূল্য বিধানের উদ্দেশ্যে বিধি হইয়াছে, একটী নারীর দেহ শুধু একটী পুরুষের দেহ সম্পর্কেই গণ্ডীবদ্ধ থাকিবে, ভোগ-ক্রিয়ার জন্য ইহা স্থানে স্থানে ব্যবহৃত হইবে না। যেই সকল আচরণ (যথা—চুম্বন, আলিঙ্গন প্রভৃতি) পরিণামে ভোগ-ক্রিয়ার প্ররোচক, সেগুলি সম্পর্কেও এই একই কথা। ভারতীয় নারীরা সাধারণ ভাবে এই বিধি পালন করিবার জন্য যুগে যুগে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন।

কিন্তু দেহ আছে, ভোগের লিপ্সা আছে, সামাজিক-বর্গের পূর্ণ অনুমোদন আছে অথচ ভোগের উপায় নাই। হয় স্বামী মৃত বা ক্লীব, অথবা অন্য কোনও গুরুতর সমস্যা দাম্পত্য জীবনকে বিষাক্ত করিয়াছে। এইরূপ স্থলে আপদ্ধর্ম্ম হিসাবে বিধবার বিবাহ এবং সধবার পত্যন্তর ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। বহু শাস্ত্র ইহার অনুমোদন করিয়াছেন, কখনো বা দেশের আইন উদার হইয়া ইহা বিধিবদ্ধ করিয়াছে। সদ্ভাবে জীবন-যাপনের উদ্দেশ্যে এই অনুমোদন বা বিধির সুযোগ গ্রহণ করিলে সেই জীবনকে অশ্রদ্ধা করিবার কিছু নাই। এই কারণে, আপদ্ধর্ম্মের অনুবর্ত্তিনীদিগকে সতী বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে, অসতী বলিয়া তাহাদের ঘৃণা করা অনুচিত। তাহাদের অতীত ভুলিয়া গিয়া বর্ত্তমান পরিস্থিতি অনুযায়ী তাহাদিগকে বিচার করিতে হইবে।

অমুকে সতী আর তমুকে অসতী, এই ভাবে নারীর দিকে দৃষ্টি দিতে যাইও না। কেন না, এইরূপ দৃষ্টি অধঃপতন আনে। নিজের পত্নী ব্যতীত প্রত্যেকটী নারীকে নিজের মায়ের মত, ভগিনীর মত, কন্যার মত দেখিবে। কন্যা ও কনিষ্ঠা ভগিনীর প্রতি মানুষের মন থাকে স্নেহানুগত। এই স্নেহকে কলুষের পথে যাইতে না দিলে, কন্যা-ভাব বা ভগিনী-ভাব মানুষের মনকে পবিত্র রাখিবার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু স্নেহ নানাবিধ আচরণের প্রশ্রয়ে কখনো কখনো এমন হইয়া যায় যে, কন্যা-ভাব বা ভগিনীভাবটী একটা বহিরাবরণ বা ভান রূপে মাত্র থাকে। এই কারণে মাতৃ-ভাব পোষণ অধিকতর লাভজনক। প্রীতিপ্রদও বটে।

আমার একটা গানে আছে,—

"যেদিকে ফিরাই রে আঁখি
কেবল আমার মাকেই দেখি,
মা যে যে আমার বিশ্বজোড়া
ব্যাপিত সব জল-স্থল,
মায়ের মতন অমন মধুর
তিন ভুবনে কে আর বল্?"

জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ভাব আর মাতৃভাব এই দুইটীর মধ্যে মাতৃ-ভাবই অধিকতর মধুর, অধিকতর প্রশস্য, অধিকতর নিরাপদ। স্ত্রীজাতির মধ্যে যাহাদিগকে যাইতে হইবে, থাকিতে হইবে, কাজ করিতে হইবে, মাতৃ-ভাবের চর্চ্চা তাহাদের অক্ষয় কবচ বা দুর্ভেদ্য বর্ম্ম। অবশ্য, মা বলিয়া ভাবিলেও আচরণে চটুলতা বর্জ্জন করিতেই হইবে। চঞ্চল

ও উচ্ছৃঙ্খল আচরণ কখনো কখনো মাতৃ-মর্য্যাদাকে লঙ্ঘন করিবার প্ররোচনা দেয়। কাহাকেও মা বলিয়া জানিয়াছ ত' মাতৃ-ভাবটুকুকে নিয়ত পরিপুষ্ট করাই তোমার কর্ত্তব্য, বাহ্য আড়ম্বরে বা সন্তানত্বের দাপটে অনর্থক বাড়াবাড়ি করিয়া সেই ভাবটুকুর মহিমা খর্ব্ব করিও না।

নারীদের সম্পর্কে যেমন পুরুষদের মাতৃ-ভাব পোষণ করা প্রয়োজন, পুরুষদের সম্পর্কেও নারীদের তেমন দিব্যভাব পোষণ আবশ্যক। পুরুষ মাত্রকেই পিতা বলিয়া ভাবিতে গেলে সেই পুরুষ সম্পর্কে নারীর নিজে মনে বিকার আসার সম্ভাবনা কম কিন্তু পুরুষমাত্রকেই নিজ পুত্র বলিয়া বিবেচনা করিতে পারিলে বিকার সৃষ্টির সম্ভাবনা একেবারেই অসম্ভব। এই কারণে নারী মাত্রেরই কর্ত্তব্য নিজ স্বামী ব্যতীত অন্য সকল পুরুষকেই নিজ পুত্র বলিয়া জ্ঞান করা। কিন্তু আচরণের দিক্ দিয়া বাহুল্য, আড়ম্বর, বাড়াবাড়ি বর্জ্জন করিয়া চলিবার আবশ্যকতা সমানই রহিয়া গেল। পুরুষেরা কেবল নিজেরাই পবিত্র থাকিবে না, সমগ্র নারী-জাতিকে পবিত্র রহিবার সহায়তা দিবে। নারীরা শুধু নিজেরাই পবিত্র থাকিবে না, সমগ্র পুরুষ জাতিকে পবিত্রতায় সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিতে সাহায্য দিবে।

"মাতৃবৎ পরদারেষু",—ইহা ভারতবর্ষের অনেক কালের পুরাতন উপদেশ। এখনও ইহা পালনের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। ভবিষ্যতেও অনন্ত কাল ইহার আবশ্যকতা থাকিবে। পুরুষ-মাত্রের পক্ষেই নিজ পত্নী ব্যতীত অন্য নারীকে মাতৃজ্ঞান করা উচিত, নারী মাত্রের পক্ষেই নিজ পতি ব্যতীত অন্য পুরুষকে সন্তান জ্ঞান করা উচিত। অন্তরে

Collected by Mukhrjee TK, Dhanbad

জ্ঞানের প্রদীপটী কি ভাবে জ্বলিবে, উপরে তাহারই নির্দ্দেশ দিলাম। কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে তোমরা সুষ্ঠুতার সীমা লঙঘন করিও না। নিজের মাকে যে খাইতে দেয় না, সে যখন অন্যের স্ত্রীকে মা ডাকিয়া অর্থের অপব্যায় করে, তখন বুঝিতে হইবে, এই মাতৃভাবে বড়বাজারী ভেজাল আছে। নিজের কন্যার প্রতি যে প্রত্যাসন্ন কর্ত্তব্যগুলি পালন করে না, সে যখন অপরের স্ত্রী, মাতা বা কন্যাকে নিয়া অর্থব্যায়ের ফুলঝুরি ছুটায়, তখন বুঝিতে হইবে, ইহার মধ্যে ভানুমতীর খেলা রহিয়াছে। এই সকল ক্ষেত্রে সাবধান ইহবার প্রয়োজনীয়তা অতীব গুরুতর।

তোমার প্রশ্নগুলির ভঙ্গীতেই বুঝিতেছি, আমার দৃষ্টিকোণ আর তোমার দৃষ্টিকোণ এক নহে। যেই তথ্য হইতে আমি যেই সিদ্ধান্তে আসিতেছি, তুমি ঠিক সেই তথ্য হইতেই বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছ। বীজগুলি যত্ন করিয়া বপন করিলে গাছ ভাল ওঠে, কিন্তু আরজালা গাছগুলিও কখনো কখনো সতেজ হইতে দেখা যায়, এই তথ্য হইতে তুমি সিদ্ধান্ত করিয়াছ যে, যত্ন করিয়া বীজ বপনের প্রয়োজন নাই, আরজালা গাছেই অসীম বলসম্পন্ন মহীরুহ মিলিবে। তথ্য বিচার করিবার কালে তুমি এই একটী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্যই দাও নাই যে, যত্ন করিয়া বীজ বপন করিলে স্বল্পশক্তি ক্ষীণবল বীজও অনেক সময়ে অঙ্কুরিত হয়, পূর্ণবল পূর্ণশক্তি বীজ ত' অঙ্কুরিত হয়ই হয়। পরন্তু আরজালা গাছ একমাত্র শক্তিশালী বীজ হইতেই শক্ত হইয়া জন্মিয়া থাকে, অন্য বীজগুলি যত্নের অভাবে পচিয়া শুকাইয়া নষ্ট হয়, অঙ্কুরিত হয় না। যে-কোনও তথ্য হইতে সিদ্ধান্তে

পৌঁছিতে হইলে তথ্যগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করিতে হইবে। তথ্য-বিচারে ও তথ্য-বিন্যাসে ভুল থাকিলে সিদ্ধান্ত হয় হইবে ভ্রান্ত, নয় হইবে অসম্পূর্ণ।

কিন্তু তোমার দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত আমার মিল নাই বলিয়া আমি তোমার প্রতি দ্বেষভাব পোষণ করিব না। প্রতীক্ষা করিব সেই শুভক্ষণের, যেই সময়ে তুমি তোমার দৃষ্টিবিভ্রমের কবল হইতে মুক্ত হইবে। আমার সহিষ্ণুতা সাধারণ স্তরের বলিয়া মনে করিও না। বিরুদ্ধ ভাব, বিরুদ্ধ প্রভাব, বিরুদ্ধ আবহাওয়া আমাকে কদাচ টলাইতে পারে না। সকল বিরুদ্ধতার মধ্যে আমি আমার সুযোগগুলিকে খুঁজিয়া বাহির করি এবং দীর্ঘ প্রতীক্ষার বলে বিরুদ্ধতাকে কাজে লাগাই। সংগ্রাম আমি অপছন্দ করি না, সংগ্রামে ভয়ও পাই না কিন্তু অকারণ ও লাভহীন সংগ্রাম বর্জ্জ ন করি, ধৈর্য্য অবলম্বন করি।

হিন্দু বলিয়া নিজেকে কোনও তালিকার অন্তর্গত করিতে আমি ব্যগ্র নহি। যীশুখ্রীষ্ঠ ইহুদীর পুত্র ছিলেন কিন্তু তাঁহার অনুবর্ত্তীরা ইহুদী নহে। নানক হিন্দুর ছেলে ছিলেন কিন্তু তাঁহার শিষ্যগণ শিখ,— প্রচলিত অর্থে হিন্দু নহে। বুদ্ধ হিন্দুর ছেলে ছিলেন কিন্তু তাঁহার অনুবর্ত্তীরা নিজেদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচিত করে না, তাহারা বলে, তাহারা বৌদ্ধ। জোর করিয়া বৌদ্ধদিগকে হিন্দু আখ্যা দিলেও তাহারা নিজেদিগকে হিন্দু বলিয়া স্বীকার করে না। আম্বেদকরের বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রহণের পর হইতে ভারতের অনেক স্থানের বৌদ্ধরা ত' হিন্দুদের প্রতি মারমুখী হইয়া উঠিয়াছে। পশ্চিম ভারতে হিন্দুর বহু শোভাযাত্রা ইহারা সেই উন্মাদনা নিয়া আক্রমণ করিয়াছে, এক সময়ে কোনও

কোনও স্থানের মুসলমানেরা যে উন্মাদনা নিয়া হিন্দুর দেবদেবী ও শোভাযাত্রা আক্রমণ করিত।

"হিন্দু" "হিন্দু" বলিয়া চীৎকার করিয়া উন্মাদ হইয়া যাইও না। প্রকৃত হিন্দুর যাহা জীবনাদর্শ, সেই ব্রহ্মচর্য্যকে জীবন হইতে নির্ব্বাসন দিয়াছ, বিশ্বহিতে তনুধারণের ব্রত তোমাদের শিকায় উঠিয়াছে, পিতৃ-মাতৃ সেবার মঙ্গলময় অনুশীলন তোমরা ভুলিয়াছ, বিপদ দেখিলে অনায়াসে প্রাণ বাঁচাইবার জন্য অবিশ্বসনীয় শত্রুরও চরণ-তলে অবাধে আশ্রয় নিতে তোমাদের দ্বিধা নাই, স্বজাতির অনিষ্ট-বিধায়ক মৈত্রীতে তোমাদের লজ্জা নাই, বরং গর্ব্বই দেখা যায়,—কিসের তোমরা হিন্দু? বাজে চীৎকার বন্ধ করিয়া আগে মানুষ হইতে চেষ্টা কর। মানুষের মতন হউক সরল তোমাদের মেরুদণ্ড, মানুষেরই মতন হউক উদার ও সর্ব্বালিঙ্গনকারী তোমাদের বক্ষপট, জীবনে মনুষ্যত্বকে প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিবার জন্য মৃত্যুভয়কে পদাঘাতে দূর করিয়া দিবার হউক তোমাদের দুঃসাহস,—তবেই তোমরা একটা সার্থক সৃষ্টি হইলে। নতুবা বিশ্বস্রষ্টার সুরম্য ভুবনে এক গাদা আবর্জ্জনার মতন হিন্দুনামধারী তোমরা অনাদরে এক কোণে পড়িয়া থাকিবে।

অপরের মত-পথের উপরে বিন্দুমাত্র আক্রমণ-বুদ্ধি না রাখিয়া চারি দিকে কেবল সদ্‌ভাব প্রচার করিয়া যাইতে আমি চাহি। তোমার বা আমার সঙ্ঘের পরিপুষ্টি ঘটিল কি না ঘটিল, ইহাতে কি যায় আসে? প্রত্যেকটী মানুষের মনে সদ্‌ভাবের প্রবেশলাভ ঘটিলে, ইহা যে হইল সমগ্র জগতের এক পরম লাভ। তোমার বা আমার যে সঙ্ঘের সহিত ঘনিষ্ঠতা, সেই সঙ্ঘগুলির পরিপুষ্টি-সাধনই জগতের সব চেয়ে সেরা কাজ নহে। তোমার বা আমার সংস্পর্শে যত নরনারী

আসিয়া থাকে, তাহাদের প্রত্যেকের মনে স্বচ্ছ চিন্তার বিকাশ-সাধনের পন্থাবলম্বনই জগদ্বাসীর শ্রেয়ঃসাধনের পথ। কেন নিজেদিগকে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার আধার করিয়া রাখিব? কেন প্রতিক্ষণ এই চিন্তাটী করিতে পারিব না যে, তুমি-আমি প্রত্যেকে দেব-মানব, অতএব বিশ্বমানব। বিশ্বদেবতার সহিত তোমার আমার আত্মার আত্মীয়তা, বিশ্ববাসী প্রতিজন তোমার আমার আপন জন। যে যেই সম্প্রদায়েরই হউক, আমার পর এই ধরিত্রীতে একটী মানুষও নয়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৬)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৩ই চৈত্র, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

ঈশ্বরকে চোখে দেখা যায় না, অন্তর দিয়া অনুভব করা যায়। তখন চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহবা-ত্বক মিলিয়া একটা মাত্র ইন্দ্রিয় হইয়া যায়। তখন তিনি দ্রষ্টায় ও দর্শকে একাকার হইয়া যান। এই অবস্থা ভাষাতীত এবং অবর্ণনীয়।

বিবেক রূপে তিনি নিয়ত তোমাকে আমাকে সদসৎ বিচারে সহায়তা করেন। তিনি জীবের সহিত ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন, আবার অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন।

মৃত্যু জীবমাত্রেরই পক্ষে অবশ্যম্ভাবী। ইহাকে ঈশ্বরের করুণা বা অভিসম্পাত কোনটাই বলা চলে না। তবে মনের ভঙ্গী অনুযায়ী এক এক জনের নিকটে মৃত্যু এক এক রূপে প্রতিভাত হয়। মৃত্যু যখন অবশ্যম্ভাবী, তখন তাহাতে শোক না করাই কর্ত্তব্য।

প্রকৃত অনুতাপ চরিত্র-গঠনে সহায়তা করে। ফলে, অনুতপ্ত ব্যক্তি পরবর্ত্তী আচরণে সতর্ক হয়। অনুতাপ এই জন্যই অশেষ লাভজনক।

কেহ নিয়তই তোমার অনিষ্ঠ করিবে বলিয়া তুমিও তাহার অনিষ্টই করিবে, ইহা সন্নীতি নহে। সকলের হিতসাধনের চেষ্টাই উচিত। কিন্তু আত্মরক্ষার প্রয়োজনে অনিষ্টকারীর প্রতি খড়্গহস্ত হইলে কোনও দোষ নাই।

যে কাজই যখন কর, জীবমাত্রেরই প্রতি প্রেম রাখিয়া করিও। ডাক্তার যখন রোগীর ফোঁড়া কাটে, তখন সে কি রাগে কাঁপিতে থাকে? ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৭)

হরি-ওঁ

বারাণসী
১৯শে চৈত্র, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

কাজ যাহা করিবার, এখনি করিবে, আজই করিবে। কল্যকার

জন্য কিছুই ফেলিয়া রাখিবে না। অর্থাৎ কল্যকার জন্য কিছুই ফেলিয়া রাখিবার প্রয়োজন যাহাতে না পড়ে, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিবে। একটু গুছাইয়া, একটু চিন্তা করিয়া, অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে সম্বন্ধের শৃঙ্খলটীকে একটুখানি দেখিবার চেষ্টা করিয়া কাজ করিলে অল্প সময়ে অনেক কাজ করিতে পারিবে। একটু স্থিরচিত্ততা সহকারে কাজ করিলে অল্পশক্তি কর্ম্মীরাও অনেক প্রভূত-বলসাধ্য কাজ করিয়া ফেলিতে পারিবে। বিশ্বাস এক মহৎ সম্বল। ইহাকে কদাচ হস্তচ্যুত হইতে দিও না। সময় এক পরম সম্পদ, ইহাকে ছুটিয়া যাইতে দিও না। সময়ের আগে আগে চল, সময়ের পিছে পিছে দৌড়াইয়া হয়রান হইও না।

পুনরায় বলি, যাহা করিবার, আজই কর। কাল তোমরা কি করিবে না করিবে, তাহার ভাবনায় বসিয়া বসিয়া গোঁফে তেল দিতে আমি কিন্তু রাজি নহি।

তোমাদের ভিতরে কত শক্তি, তাহার সন্ধান আমি পাইয়াছি। কারণ, আমি আমার নিজের ভিতরে পরব্রহ্মকে দেখিয়াছি। আমার কর্ম্মের ভিতরে ব্রহ্মের সাধনা করিয়াছি। আসক্ত জীবের বিমূঢ় বন্ধন দশায় পড়িয়া আমি কর্ম্ম করি নাই। আমি কর্ম্ম জীবন্মুক্তির সোপান, আমার কর্ম্ম সমাধিস্থ যোগীর প্রত্যক্ষ ব্রহ্মদর্শনের দিব্যালোকে জ্যোতির্ম্ময়। ভান করিতে চাহি না—কর্ম্মের ভিতর দিয়া সমাধি আস্বাদন করা যায়, ইহা আমার অপরোক্ষ অনুভূতি। আমার কর্ম্মী, ইহাই কি আমার পক্ষে চূড়ান্ত কথা হইল? কর্ম্মকে ব্রহ্ম জানিয়া আমি তাহার অনুশীলন করিয়াছি। অন্যেরা মালা জপিয়া, ধ্যান জমাইয়া যে সিদ্ধি

অর্জ্জন করিয়াছেন, আমি কোদাল মারিয়া, কুড়াল চালাইয়া, শাবল দাগাইয়া, হাতুড়ি পিটিয়া সেই সিদ্ধিকে করামলকবৎ ধরিয়া রাখিয়াছি। কর্ম্মের সম্পর্কে আমার উপদেশে তোমাদের বিশ্বাস থাকা সঙ্গত, কর্ম্ম-সম্পর্কে আমার নির্দ্দেশ তোমাদের পালন করা উচিত।

সকলে মিলিয়া কোনও কাজে হাত দিলে তাহার মধ্যে মহোৎসবের আনন্দ উল্লসিত হয়। কর্ম্মকে ব্রহ্ম জানিয়া কেন তোমরা এখনও সকলে মিলিয়া একটী কর্ম্মে যুগপৎ আপতিত হইতে অগ্রসর হইতেছ না? বাধা তোমাদের কি? কুণ্ঠা তোমাদের কোথায়? অতিরিক্ত ব্যক্তিত্ব-বোধই কি তোমাদের বিঘ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে? নিজের গুণ-গরিমার প্রতি কিছু কম মূল্য দিয়া অপরের গুণাবলীকে একটু বেশী মূল্য দিতে অভ্যাস কর। দেখিবে, এই অপরাধী ব্যক্তিত্ববোধ দূরে পলায়ন করিবে। একা একজনে যেটুকু কাজ করিতে সমর্থ হইবে, দশ জনে এক যোগে একটী কাজে হাত দিলে তাহার ত্রিশ চল্লিশ পঞ্চাশ গুণ কাজ করিতে পারিবে। আমার এই কথা বিশ্বাস করিও। আমার জীবনে আমি অনেক ভাঙ্গিয়াছি অনেক গড়িয়াছি, কর্ম্মের আমি ক্রীতদাস নহি, কর্ম্মের আমি শিল্পী। আমার নির্দ্দেশের অভ্রান্ততায় তোমরা বিশ্বাস রাখিও, লাভবান্ হইবে। সকলে মিলিয়া কাজে হাত দিলে তোমাদের অপকট আগ্রহ পরস্পরের মধ্যে এমন এক সম্প্রীতিবোধের সৃষ্টি করিবে, যাহা হইবে অপূর্ব্ব এক সংহতি-শক্তির জনক এবং যাহার দুর্ব্বার বিক্রম অপরাজেয় হইবে। ইতি

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৮)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী মঙ্গলকুটীর
৩০শে চৈত্র, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

পুপুন্‌কীর কাজ এখন গুরুত্বপূর্ণ অবস্থায় পড়িয়াছে। পাঁচলক্ষ ইষ্টক দগ্ধ হইয়াছে, আরও সত্তর হাজার অগ্নিসংযোগের প্রতীক্ষায় আছে। তবে, বিশেষ কারণে প্রতীক্ষমান ইষ্টকগুলি প্রত্যাসন্ন বর্ষন-সম্ভাবনার দিকে তাকাইয়া মনে মনে বিব্রত রহিয়াছে। অষ্টাবিংশ জোড়া মৃত্তিকা-খনক ও খনিকা কার্য্যের জরুরিত্ব স্বত্বেও দুই দিন হয় অন্যত্র অন্নসংগ্রহের চেষ্টায় চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে। কলিকাতা, বারাণসী ও পুপুন্‌কী এই তিন স্থানে আমি চরকীবাজীর মত ঘূর্ণ্যমান রহিয়াছি। অতএব আশা করিও না যে, প্রত্যেকেরই পত্রের এখন উত্তর দিতে পারিব।

তুমি উত্তর চাহও নাই। আমার শ্রমের দিকে তাকাইয়া তুমি আমাকে পত্রলিখন হইতে বিরত হইতেই অনুরোধ করিয়াছ। তোমার এই সানুনয় প্রার্থনার মধ্যে কি যে সুগভীর প্রেম রহিয়াছে, তাহা অনুভব করিয়া মুগ্ধ হৃদয়ে কতিপয় পংক্তি আশীর্ব্বাদ প্রেরণ করিতেছি।

সম্মিলিত চেষ্টাই চেষ্টা, কারণ, পটভূমিকাবর্ত্তী দার্শনিক চিন্তাধারা বহুজনের মধ্যে সম্প্রসারিত হইবার ও করিবার ইহা এক অসাধারণ উপায়। যার কর্ম্মেচ্ছা নাই, তাহাকেও তোমরা তোমাদের কর্ম্মের

সাথে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিও। ইহার দ্বারা অনেক উদাসীনের ঔদাসীন্য এবং অনেক অলসের আলস্য বিদূরিত হইবে।

চেষ্টা কর, আরও কর্ম্মী বাহির হইবে। যাহাদিগকে আপাততঃ একান্তই অপদার্থ বলিয়া মনে হইতেছে, তাহাদের মধ্যেও ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিবৎ উজ্জ্বল ও প্রদীপ্ত-প্রাণ অনেক রহিয়াছে। এই জন্যই আমি তুচ্ছাতিতুচ্ছদিগকেও সসম্মান সম্বর্দ্ধনা দিয়া থাকি। আমার চোখে কেহই ছোট নহে, কেহই হেয় নহে। তোমাদের চোখ আমার চোখের মতন হউক। গাধা দিয়া ঘোড়ার কাজ, চড়াই পাখী দিয়া গরুড়ের কাজ যদি সম্ভব না হইত, তাহা হইলে আমি জীবনে কোনও কাজই বোধ হয় করিতে পারিতাম না। চিরকালের ছোটরাই আমার ভরসার স্থল, কাপুরুষকে আমি জীবনোৎসর্গের সাহস দিয়াছি, কুঁড়ের বাদশাহকে দিয়া আমি কোথাও কোথাও গুরুত্বপূর্ণ কার্য্য সমাধা করিয়াছি। কেহই যে ছোট নহে, ইহা আমার দার্শনিক ধারণা নহে, কবিজনোচিত উদার কল্পনাও নহে, প্রত্যক্ষ কর্ম্মীর নিত্যদিনের নানা সমস্যার মধ্যে পড়িয়া পড়িয়া প্রত্যক্ষ অনুভূতি।

ধর্ম্মবিষয়ে আজকালিকার লোকের রুচি নাই, ইহা সত্য। আবার যাহাদের বা রুচি দেখা যায়, তাহাদের অনেকে আমাদের যুক্তিবাদ সহ্য করিতে পারেন না, ইহাও সত্য। কিন্তু আমার কাছে ধর্ম্ম একটা অন্ধ বিশ্বাসের জিনিষ নয়। আমার ধর্ম্ম আমাকে বিনাশ হইতে ধরিয়া রাখিবে শাশ্বত অমৃতত্বে, আমার ধর্ম্মকে আমি ধরিয়া রাখিব আমার ও জগদ্বাসীর পরিপূর্ণ অভ্যুদয় এবং আত্মবিকাশের উপায় রূপে। সুতরাং আজ যাহারা পছন্দ করিবে না, কাল তাহারা আমার

নিকটে আসিবে। লোকের অজ্ঞতা ও অজ্ঞানতা-জনিত বিরুদ্ধতা, বিরূপতা মোটেই গ্রাহ্য করিও না।

সমবেত উপাসনায় অনেকে শেষ দিক দিয়া আসে বলিয়া দুঃখিত হইও না। তবু ত' আসে। ভাগ্যবানেরা আসিবেই। প্রাণবানেরা আসিবেই। আগে বা পরে আসিল বলিয়া দুঃখ করিও না। ভক্তি লইয়া আসিলেই হইল।

স্তোত্রপাঠের সুরের গোলমাল ব্যক্তিগত অহংবুদ্ধির কলুষে আরও ঘোরতর বিশৃঙ্খলায় পরিণত হয় জানিয়া ব্যথিত হইলাম। তোমাদের সুর শিক্ষার অসম্পূর্ণতা বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক ধ্বনিযন্ত্র সমূহের সহায়তায় দূর করিবার চেষ্টায় আমি রহিয়াছি। কিন্তু আমি ত' ধনবান নহি যে, যখনি যাহার প্রয়োজন হইবে, তখনি তাহা পাইয়া ফেলিব। যদিও পুপুন্‌কীর স্থানীয় চারিজন রাজমিস্ত্রীর মধ্যে দুই জনকে আর্থিক কারণে বিদায় দিয়াছি, তথাপি কার্য্যের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া বারাণসী হইতে আরও চারিটি দক্ষ রাজমিস্ত্রী না আনিয়া পারি নাই। একাজ ত' বন্ধ রাখিতে পারি না, তাই মাটিয়ালদের বিদায় দিয়াও ইহাদের কাজ চালু রাখা সম্ভব কি না, তাহার ব্যবস্থায় চেষ্টিত আছি। সমস্ত দিন প্রখর রৌদ্রে মাঠের মধ্যে খাটি, অর্দ্ধেক রাত্রি ঝিমাইতে ঝিমাইতে সকলের কাছে পত্র লিখি। উপাসনার বিশুদ্ধ সুরশিক্ষা দানের সুযোগ গুলি করিতে পারিতেছি না। এখনো এ কণ্ঠে মাধুর্য্য রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু সময় অতি দ্রুত চলিয়া যাইতেছে।

উপাসনায় বসিয়া নিজেদের সুরজ্ঞানের অহঙ্কার প্রত্যেকের ত্যাগ করা উচিত।

বেলা ১১টা ৩৫ এ এই পত্র লিখিতেছি, দুইটায় যাইব ধানবাদ, রাত্রি সাড়েদশটায় পৌঁছিব কলিকাতা। কাল করিব নববর্ষ। এই পত্রেই তোমাদিগকে নববর্ষের আশিস জানাইতেছি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৯)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১লা বৈশাখ, ১৩৭২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, নববর্ষের প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

নববর্ষ তোমাদিগকে সফল কর্ম্মী রূপে আত্মপ্রকাশের সুযোগ দান করুক, এই আশীর্ব্বাদ করি। কিন্তু নববর্ষই তোমাদিগকে সুযোগ দান করিবে ইহাই যেন শেষ কথা না হয়। তোমরা প্রচণ্ড পৌরুষের বলে নিজেদের সুযোগ সন্ধান করিয়া নিবে। সুফল হইবে না, জানিয়াও যাহারা দুঃসাহস করিয়া কাজে নামে, তাহারই প্রকৃত কর্ম্মী। এই রূপ কর্ম্মী যখন কাজে হাত দেয়, তখন দুর্য্যোগগুলিও সুযোগে পরিণত হয়, কাঁটার মালা কোহিনুরের মুকুট হয়।

স্বাধীন চিন্তার তোমাদের স্ফুরণ হউক কিন্তু অপরের সঙ্গত স্বাধীনতায় তোমরা হস্তক্ষেপ করিও না। তোমাদের নিজেদের স্বাধীনতারও তোমরা সদ্ব্যবহার করিও।

চিন্তায় তোমরা অহিংস হইও, তাহা হইলে আচরণ তোমাদের সর্ব্বদা শুদ্ধ থাকিবে। শল্য-চিকিৎসক কি রোগীর পৃষ্ঠাঘাতে অস্ত্রোপচার

করে না? কিন্তু অন্তরে তাহার হিংসা থাকে না, উপচিকীর্ষা থাকে?

ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার হাতের যন্ত্রটুকু হইয়া নির্ভয়ে জীবনের প্রতিটি কর্ত্তব্য পালন কর। নববর্ষে তোমাদের প্রতিজনের প্রতি ইহাই আমার অনুজ্ঞা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২০)

হরি-ওঁ

মঙ্গলকুটীর পুপুন্‌কী

৬ই বৈশাখ, ১৩৭২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

কাল বিকাল চারিটায় কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছি। কিন্তু রাত্রি দুইটার আগে পুপুন্‌কী পৌঁছিতে পারি নাই। আজ দিনটুকু পুপুন্‌কী থাকিয়া কালই ভোর পাঁচটায় মহুদায় ট্রেণ ধরিব। গন্থব্যস্থান খড়্গাপুর হইতে বিশ বাইশ মাইল দূরে মদনমোহনচক্। এ অঞ্চলে পূর্ব্বে কখনো যাই নাই।

আজ আর পত্র লিখিবার অবকাশ নাই। ছয়টী রাজমিস্ত্রী ঝড়ের গতিতে কাজ করিয়া যাইতেছে। আগামী কয়েক দিনের কাজ তাহাদিগকে নির্ভুল রূপে বুঝাইয়া দিতে হইবে। ইহারা অনুগত। অতএব, কাজ বুঝিয়া নিতেও চেষ্টা করিবে, আমি আসার আগে ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করিয়া রাখিবারও চেষ্টা করিবে। কিন্তু তোমরা?

এতদিনেও ত' কেহ বুঝিলে না যে তোমাদের কাজটুকু কি? যে বা হয় ত' বুঝিয়াছ, তাহার ত' কর্ত্তব্য উদ্‌যাপনের দিকে লক্ষ্য নাই। আগ্রহ নাই, প্রাণের কোনও দৃষ্টিগোচর প্রেরণা নাই, উল্লেখযোগ্য কোনও হৃদয়াবেগ নাই।

এভাবে কি কাজ অগ্রসর হয়?

যত মত তত পথের দেশে সাম্প্রদায়িকতার ভূত এমন ভাবে মানুষগুলির ঘাড়ে চাপিয়াছে যে, স্বর্গত মহাপুরুষেরা ঠাকুরঘরে বসিয়া কেবল ঘুমাইতেছেন, আর চেলারা তাণ্ডব করিতেছে। জীবিত মহাপুরুষেরা অনেকে ত' দেশটার এক এক অংশকে নিজেদের জমিদারী-বিশেষ বলিয়া জ্ঞান করিতেছেন। একজনের জমিদারীতে আর কাহারও প্রবেশাধিকার নাই। প্রবেশ করিলে অশান্তি হইবে। এতজ্জাতীয় অশোভন পরিস্থিতি সেই দেশে কি শোভা পায়, যেই দেশে সহস্র সহস্র ঈশ্বরকল্প পুরুষের আবির্ভাব ঘটিয়াছে বলিয়া আমরা অত গৌরব করি এবং এই সকল মহাপুরুষেরা সর্ব্বজীবের হিতার্থে জীবনপাত করিয়া গেলেন বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

আমি যে কত কত স্থানে কোনও ভ্রমণ-তালিকা আদৌ করি না বা করিতে আগ্রহী হই না, তাহার অন্যতম কারণ ইহা। ধর্ম্ম লইয়া সোল-এজেন্সি-প্রথা চলিতে থাকিলে দেশের তাহাতে কুশল কি না, তোমরা বিবেচনা করিতে থাক। আমি কিন্তু এমন অঞ্চলে কাজ করিতে ভালবাসি, যেখানে কলহ-কোন্দল নাই, গুরুগিরি লইয়া ঈর্ষ্যাবিদ্বেষ নাই, এক গুরুর শিষ্যদলের সহিত অন্য গুরুর শিষ্যদলের বিবাদ, বিসম্বাদ, সংঘর্ষ নাই। জগতের সকলে নিজ নিজ ধর্ম্মপ্রচার করিয়া যাইবার পরেও এমন হতভাগ্য যাহারা পড়িয়া রহিল, যাহারা

লোকোত্তর-চরিত এই সকল মহাপুরুষদের একজনকেও গ্রহণ করিল না, তেমন হতভাগ্যদের মধ্যেই আমি কাজ করিতে চাহি। আমি অন্য কাহারও অধিকৃত ভূমিতে গিয়া অশান্তি সৃষ্টি করিতে চাহি না।

সুতরাং তোমাদের প্রস্তাবিত ও আকাঙ্ক্ষিত স্থানটীতে আমার ভ্রমণ-তালিকা হইবার সম্ভাবনা আপাতত দেখিতেছি না। তবু যে আমার চিন্তাগুলির প্রসার চতুর্দ্দিকেই কামনা করিতেছি, তাহার কারণ এই যে, চেষ্টা ত' করিতেছি স্বচ্ছ ভাবে জীব-কল্যাণের চিন্তা করিতে। আমার কোনও ক্ষুদ্র একটী চিন্তা দৈববশাৎ বা ভগবৎকৃপায় কোথাও কাহারও অন্তরে বৃহত্তর ও মহত্তর চিন্তার স্ফুরণে যদি সহায়তা করে, তবে তাহার সুফল আমি স্বচক্ষে দেখিতে না পাইলেও জনগণকে লাভবান্ করিবে। সকলের লাভেই আমার লাভ। আমার নিজের লাভকে আমি গণনীয় বস্তু বলিয়াই মনে করি না।

সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি হইতে নিজেকে নিয়ত বাঁচাইয়া চল। সর্ব্বজীবে প্রেম তার সহজে আসে না, যার দৃষ্টি গোষ্ঠীগত চিন্তায় আচ্ছন্ন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২১)

হরি-ওঁ

মদনমোহনচক্ (মেদিনীপুর)

৭ই বৈশাখ, ১৩৭২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সূর্য্যোদয়ের পরই ছাড়িয়াছি পুপুন্‌কী আশ্রম। সন্ধ্যার সামান্য পূর্ব্বে এখানে পৌঁছিয়াছি। এখানকার বিদ্যালয়ে বালকেরা প্রায় বারো মাইল কাঁচা রাস্তা কোদাল মারিয়া সমতল করিয়াছে। এই দারুণ গ্রীষ্মের দিনে ছেলেগুলি এই অসাধারণ উদ্যম প্রকাশ না করিলে খড়্গাপুর হইতে ট্যাক্‌সি আমাদিগকে এখানে পৌঁছাইয়া দিতে পারিত না। এসব দৃষ্টান্ত অন্তরের উৎসাহ বর্দ্ধন করে। এরূপ যুবক-সমাজের নিকটে দেশ অনেক কিছুই প্রত্যাশা করিতে পারে।

পারিব না, পারিব না, বলিয়া চতুর্দ্দিকে যে রব উঠিয়াছে, তাহা তোমরা তোমাদের প্রদীপ্ত কর্ম্মের প্রবুদ্ধ প্রেরণা দিয়া স্তব্ধ করিয়া দাও। প্রত্যেকের ভিতরে শক্তির সঞ্চার কর। ছোট-বড় ভেদাভেদের প্রয়োজন নাই,—প্রত্যেককে কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে উদ্দীপিত কর। প্রত্যেকের হাতে কাজ দাও।

প্রত্যেকের হাতে দাও কাজ, প্রত্যেকের প্রাণে দাও প্রেম। প্রেম ছাড়া কাজ অকাজ হয়।

প্রত্যেকের হাতে দাও কাজ আর প্রত্যেকের মননে দাও জ্ঞান। জ্ঞানহীনের কর্ম্ম অপকর্ম্ম হয়।

জ্ঞানে প্রেমে সমুচ্ছল সুন্দর জীবন নিয়া প্রতিজনে প্রতিটি পদবিক্ষেপ করুক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২২)

হরি-ওঁ

শ্রীকৃষ্ণপুর (খড়গপুর)
১০ই বৈশাখ, ১৩৭২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

এতদিন আমার এক সংশয় ছিল, খড়গপুর ও উপকণ্ঠের ছেলেরা কাজ করে কি? না, কেবল বসিয়াই থাকে আর বারংবার পত্র লেখে, বাবামণি, আমাদের এখানে প্রগ্রাম করুন। কিন্তু দেড়টী মাত্র দিন, তার ভিতরে কর্ম্মসাফল্যের প্রশংসনীয় প্রকাশ তাহাদের দেখিয়াছি। প্রত্যেকে তোমরা কাজে লাগিয়া থাক। যে কাজে একবার হাত ছোঁয়াইয়াছ, প্রাণ গেলেও সমাধা হইবার আগে আর তাহা ছাড়িবে না। বুলডগের মত নিষ্ঠা লইয়া তোমরা কাজ কর।

কাজ করিলেই তার ফল আছে। কাজ না করিলে আবার কিসের ফল? কাজ না করিয়া ফলপ্রত্যাশাকে ত' চোরা কারবার বলে। পরিশ্রম না করিয়া যে পারিশ্রমিক, তার নামই ত' কালো টাকা।

একটু পরেই কলিকাতা রওনা হইব। মাত্র চারি ঘণ্টা কলিকাতা থাকিয়া ফিরিব পুরুলিয়া হইয়া পুপুন্‌কী। তার পরেই সম্মুখে আমার রৌদ্রদগ্ধ বিরাট প্রান্তর, যাহার মরুপ্রকৃতির পরিবর্ত্তনে আজ হাত দিয়াছি আটত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে। সাম্প্রদায়িক রোষ, প্রান্তিক বিদ্বেষ, অজ্ঞানতার রূঢ় কৃতঘ্নতা—এই সকলের মধ্য দিয়াই ত' আমার আযৌবন পাদসঞ্চালন, আমি কদাচ কোনও পরিস্থিতিতেই চঞ্চল হই না, কোনও অবস্থাতেই অধীর হই না। লাগিয়া থাকিব কাজে, পরমেশ্বর

যেই দিক্ দিয়া যতটুকু আনুকূল্য সৃষ্টি করিয়া দেন, তাহার করিব প্রকৃষ্ট সদ্ব্যবহার। কর্ত্তব্য পরিহার করিয়া একটী নিমেষের জন্যও সুখনিদ্রা উপভোগ করিয়াছি, এ অপবাদ আমার নিকট অসহ্য। তাই আমাকে তোমরা বিশ্রাম করিতে বলিও না, তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে নিজ নিজ যোগ্য ছোট বা বড় কাজ হাতে নাও। তাহাতেই আমার তৃপ্তি, আনন্দ ও আত্মপ্রসাদ।

তোমাদের অঞ্চলে আমাকে নহে, আমার আদর্শকে প্রচারিত করিবার জন্য একটুকু উদ্যম দেখা যাইতেছে বলিয়া শুনিয়াছি। শুনিয়া সুখী হইয়াছি। আমি কে? এক দৃষ্টিতে আমি অদ্বিতীয় প্ররব্রহ্ম, আমার প্রচার কাহারও করিবার প্রয়োজন নাই, আমার প্রচার আমারই নিজ মহিমায় আপনি প্রসারিত হইবে। সুতরাং আমাকে প্রচারের চেষ্টা নিষ্প্রয়োজন। অপর দৃষ্টিতে, কাল-সমুদ্রের আমি একটী তুচ্ছ ছোট্ট ঢেউ, আমাকে প্রচার করা আর না করায় লাভ সমান, কারণ, কাল নিরবধি আর আমি তোমাদের মধ্যে থাকিব মাত্র কয়েকটি চোখের পলক। এমন সীমাবদ্ধ, খণ্ডিত, সাধারণ একটা তরঙ্গকে নিয়া লীলায় মত্ত হইবার কোনও সার্থকতা নাই।

আমার চিন্তা, কর্ম্ম, আদর্শ তোমাদের স্বচ্ছ বিবেকে যেখানে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ও অনিন্দনীয় হইয়া ধরা পড়িয়াছে, সেইখানে তোমাদের প্রচারভূমি। এই সহজ সরল কথাটা তোমরা কেহ কেহ বুঝিতেছ না। তবে, এই বিষয়ে আমি বিশেষ ভাগ্যবান্ যে, সমকক্ষখ্যাতিশালী ব্যক্তিরা যে-ভাবে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় নিজেদিগকে ঈশ্বর, ঈশ্বরাবতার প্রভৃতি বলিয়া প্রচারিত হইতে দিতেছেন, আমার অনুকক্ষ অনেক অখ্যাত

ব্যক্তিরাও যে ভাবে নিজ নিজ পূজাকে জগতে প্রতিষ্ঠিত করাকেই ধর্ম্ম জগতে এক সুমহতী কীর্ত্তির সংস্থাপনা বলিয়া মনে করিতেছেন, আর, তাঁহাদের অনুগামিবর্গের মধ্যে এই কাজটী করিবার জন্যই সর্ব্বশক্তি নিয়োগের যে দৃষ্টান্ত সমূহ দেখা যাইতেছে, আমাতে বা আমার অনুবর্ত্তীদের মধ্যে তাহার সগোত্র কোনও আচরণ বা প্রচেষ্টা নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তোমাদের মধ্যে উগ্রমনা দুই চারি জনে অতীব নির্দ্দোষ কাজগুলির মধ্যেও ব্যক্তিপূজা খুঁজিয়া বাহির করিয়া ভক্তিমানগণের চিত্তে বিক্ষোভ সৃষ্টি করিয়াছ এবং করিতেছ। ইহা তোমাদের প্রখর ব্যক্তিত্ব-বোধেরই পরিচায়ক, সাধনে অনুরাগের পরিচায়ক নহে। সাধনে বসিয়া কাহার মনে কোন ভাবের আস্বাদন জাগে, তাহাত তাহার নিজস্ব ব্যাপার। তোমরা কেহ কেহ অকারণে তাহাদের হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশকে সভাসমিতির সম্মুখে আনিয়া অবগুণ্ঠনমুক্ত করিতেছ। বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছ না, নিজেদের যুক্তিবাদের বাহাদুরী-বোধ তোমাদিগকে ধৃতরাষ্ট্রের রাজসভায় কুল-ললনা দ্রৌপদীর বস্ত্রাকর্ষণের মত কুৎসিত কার্য্যে লিপ্ত করিতেছে। যেখানে মানুষ নিজেরাই সতর্ক আছে, সেখানেও রাতদুপুরে পাহারাওয়ালাদের হৈ-চৈ চীৎকার অনেক সময়ে যে মদ্যপ মূর্খের মাতলামি বলিয়া গণ্য হইতে পারে, এই বিষয়ে তোমাদের লক্ষ্য নাই কেন?

নূতন কথা লোককে শুনাইবার আগ্রহ ভাল কিন্তু সেই নূতন কথাটী সৎকথা হওয়া চাই।

হজরত মহম্মদকে অস্বীকার করিবার পরেও কেহ মুসলমান থাকে

কি? খ্রীষ্টকে অস্বীকার করিয়াও কেহ খ্রীষ্টান থাকে কি? নানককে অস্বীকার করিয়াও কেহ শিখ থাকে কি?

মতপ্রবর্ত্তককে অস্বীকার করিয়া আবার তাঁহারই মতের দোহাই দিয়া যে বচন-চাতুরী তোমরা কেহ কেহ দেখাইতেছ, তাহা তোমাদের সংহার আনয়ন করিবে। ইহাকে মহাভারতের মুষলপর্ব্ব বলিয়া জানিও।

"আমি বাবামণিকে যাহা বুঝিয়াছি এবং যাহা ব্যাখ্যা করিতেছি, শতকরা একশশতাংশ তাহাই বাবামণির মত এবং পথ, এখন যদি বাবামণি স্বয়ং আসিয়া ইহার সহিত হুবহু না মিলে, এমন উপদেশ করেন, তবে আমি বাবামণিকেও মানিব না, কেন না তিনিই ত' তাঁহাকে না মানিবার অধিকার আমাদের দিয়াছেন",—এই জাতীয় যুক্তি-বিচার জ্ঞানার্জ্জনের ফল নহে, ঘোরতর অজ্ঞানতার ফল। অজ্ঞানতা দর্প রূপে, অহঙ্কার রূপে, আস্ফালন রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বাবামণি তাঁহাকে অস্বীকার করিবার অধিকার তোমাকে নিশ্চয়ই দিয়াছেন, অস্বীকার করিবার মত যোগ্য কারণ যদি তোমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকে এবং অস্বীকার না করিলে যদি তোমার নিঃশ্রেয়স লাভ না হয়, অস্বীকার করিবেই ত'! এই অধিকার পৃথিবীর কোনও আচার্য্য তাঁহার শিষ্যকুলকে দেন নাই। বাবামণি দিয়াছেন। কিন্তু যাঁহাকে বহ্বাস্ফালন করিয়া অস্বীকার করিবে, যাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবে বলিয়া বহ্বাস্ফোটন করিয়া বাগ্মিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছ, এই আস্ফালন এবং এই আস্ফোটনের পরেও কি তুমি তাঁহারই ধ্বজাতলে দাঁড়াইয়া থাকিবার অধিকার পাইতেছ? তোমার হাত হইতে তাঁহার ধ্বজা কাড়িয়া নেওয়া প্রয়োজন। তুমি উন্মুক্ত

উদ্দাম স্বাধীনতা পাইয়াছ, দূরে সরিয়া গিয়া এই স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার কর। তুমি গুপ্ত শত্রুর মত মিত্রসেনাদলের ইউনিফরম দিয়া চরিত্র ও উদ্দেশ্যে ঢাকিয়া রাখিয়া অস্ত্রাগারে অগ্নি-বারুদ-সংযোগ করিবে? এমন কুকার্য্য করিতে তোমাকে দেওয়া হইবে না। স্বাধীনতা লইবার পরে তোমাকে স্বাধীনই থাকিতে হইবে, গুপ্তচর বা অন্তর্ঘাতী ব্যক্তিদের মত তোমাকে অবস্থান করিতে দেওয়া হইবে না।

আমার শিষ্য হইয়া তুমি দ্রোহ করিবার অধিকার পাইয়াছ, দলত্যাগের অধিকার পাইয়াছ, এবং সেই অধিকারের বলে আমার বিরুদ্ধতা করিতেছ, এজন্য আমি বা আমার মতাবলম্বীরা একজনেও তোমার নিন্দা করিব না। কিন্তু দলের ভিতরে থাকিয়া তুমি তোমার স্বাধীন চিন্তার দাবীতে অন্যান্যের নিষ্ঠাভঙ্গ করিতে থাকিবে, এই অধিকার তোমাকে কে দিল? আমি তাহা দেই নাই এবং কদাচ দিব না।

লোককে নূতন কথা শুনাইতে হইবে বলিয়া অ-কথা কু-কথা শুনাইও না। লোককে নূতন কথা শুনাইবার যোগ্যতা সকলের হয় না। কিন্তু লোককে হিতকথা ও সৎকথা শুনাইবার সুযোগ, যোগ্যতা ও আবশ্যকতা প্রত্যেকের আছে। নূতন কাজ করিতে হইবে বলিয়া তুমি জনাকীর্ণ রাস্তার চৌমাথায় দাঁড়াইয়া মূত্রত্যাগ করিতে পার না। নূতন কথা কহিতে হইবে বলিয়া মানুষের স্বাভাবিক ভাব-ভক্তির উৎসাদন-কারী ক্ষোভোৎপাদক বাক্য তুমি উচ্চারণ করিতে পার না। উচ্চ উচ্চ তত্ত্বের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে না পারিয়া প্রকাশ্য সভাস্থলে তুমি আসিয়া বদ্‌গন্ধ-নিঃসারণকারী উদ্‌গার করিতে পার না। তুমি যাহা বলিতেছ, তুমি নিজে তাহা ঠিক ঠিক বুঝিয়াছ কিনা, তাহার হিসাব আগে লও।

বেশী কথা কহিবার অত্যুগ্র বাসনা লোককে দিয়া অপকথা উচ্চারণ করায়। তোমরা বেশী কথা বলিও না। কিন্তু সৎকথা বলিতে চেষ্টা করিও। এমন নির্ব্বিরোধ সৎকথার অভাব জগতে নাই, যাহা শুনিলে অপরের লাভ, শুনাইলে তোমার লাভ। কথাটী সুরু করিবার আগেই মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করিও, ইহাতে লাভ কি? লাভ যদি না হয়, তবে এমন কথা কদাচ কহিও না। সম্মেলনে সকলে মিলিত হইয়াছ লাভবান্ হইবার আশায়, এমন স্থলে লোকসানের কারবার করিয়া নানা দেশের নানা লোক আফশোষ করিতে করিতে ঘরে ফিরিবে ইহা অতীব মর্ম্মদাহকর। তোমাদের বাক্য বা আচরণ লোককে লাভের ঘরে লোকসানের অঙ্ক লিখিতে বাধ্য করিবে, এরূপ জানা থাকিলে তোমার ঐ তেজোদৃপ্ত ভাষণ শুনিবার জন্য একটী প্রাণীও হয় ত' গাঁটের কড়ি খরচ করিয়া ঘর ছাড়িয়া রওনা হইত না। অথচ, তাহাদের লোভ ছিল, ঐক্যের সঙ্কল্প করিয়া যাইবে, ত্যাগের প্রতিজ্ঞা করিয়া যাইবে, সংযত জীবনের প্রেরণা নিয়া যাইবে, পরস্পরের প্রতি অগাধ প্রীতির পসরা সাজাইয়া ঘরে নিয়া যাইবে এবং সকলকে বলিবে,— "এই দেখ্ কি দামী জিনিষ আনিয়াছি।"

পত্রখানা শ্রীকৃষ্ণপুরে শেষ করিতে পারি নাই। ট্রেণে বসিয়া অধিকাংশ ছত্রগুলি লিখিলাম। হাওড়া পৌছিয়া গিয়াছি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৩)

হরি-ওঁ

বাঘাস্তি (মেদিনীপুর)
২০শে বৈশাখ, ১৩৭২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। সকলকে স্নেহ ও আশিস দিও।

অল্প সময়ের সংবাদে বাঁকুড়ায় তোমরা বেশ ব্যবস্থা করিয়াছিলে। ইহা তোমাদের কর্ম্মসামর্থ্যের পরিচায়ক। দুই একটা অনুষ্ঠানে এভাবে সাফল্য অর্জ্জন করিলে তোমরা কর্ম্মে অধিকতর রুচি পাইবে। অনেকের যথেষ্ট সামর্থ্য থাকে কিন্তু কাজে রুচি নাই। অরুচি লইয়া কাজে নামিলে কাজ জমে না, কাজে আনন্দ আসে না, কাজ হইতে কোনও সুমহৎ সুফল উপজাত হয় না।

আমার নির্দ্দেশ যে এক কথায় তোমরা মানিয়া লইয়াছ, শোভাযাত্রা করিয়া রাস্তায় রাস্তায় আমাকে লইয়া নানারূপ অনুষ্ঠান যে তোমরা কর নাই, ইহাতে আমি বড়ই তুষ্ট হইয়াছি। নির্দ্দেশ না মানিয়া যদি উহাই তোমরা করিতে, তাহা হইলে তোমাদের আসল কাজগুলি একেবারে পণ্ড হইয়া যাইত। আড়ম্বরের চাপে যে জগতের প্রকৃত প্রয়োজনীয় কাজগুলি নিষ্পেষিত হইয়া নষ্ট হইয়া যাইতেছে, তাহার প্রতি খুব অল্প লোকেরই লক্ষ্য আছে। হুজুগ, হৈ-চৈ মাত্র সেখানেই সার্থক, যেখানে সকল মানুষ নিষ্প্রাণ, যেখানে অধিকাংশ প্রাণীই জাগ্রত অবস্থায় নাই, যেখানে প্রবল একটা আঘাত দিয়া সুপ্ত প্রাণকে হঠাৎ চমকিত করিয়া দেওয়া প্রয়োজন।

কাজের কাজীরা এজন্যই হুজুগ পছন্দ করেন না। তোমরাও কাজের কাজী হইও।

আর একটা কথা মনে রাখিও যে, আমি সাধারণ বিচারে নীতি ও ধর্ম্মের প্রচারক হইলেও প্রকৃত দৃষ্টিতে আমি একজন দুর্দ্ধর্ষ সেনাপতি। রণবাহিনী পরিচালনাই আমার কাজ, লোকের পুষ্পমাল্য গ্রহণ, অভিনন্দন আহরণ, আর স্তুতির শেফালী-বর্ষার নীচে শিরঃসঞ্চালন আমার কাজ নহে। জীবন-মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া দলে দলে সৈন্যবাহিনী আত্মবিসর্জ্জনের পথে আগাইয়া চলিতেছে, এই দৃশ্যই আমার নিকটে নয়ন মনোহর। যুদ্ধের সেনাপতিদিগকে সৈন্যরা যদি কেবল করতালি আর জয়ধ্বনি দিয়াই বিব্রত রাখে, তাহারা তাহা হইলে সৈনাপত্য করিবে কখন, যুদ্ধ-পরিচালনা করিবে কিরূপে?

তিন শত বৎসরের পরের পৃথিবীর দিকে তাকাইয়া আমি প্রতিটি কাজ করিতেছি, এই কথাটি তোমরা শ্রদ্ধার সহিত প্রত্যেকে বিশ্বাস করিও। সুতরাং কাজের মধ্যে অকাজ আনিয়া ঢুকাইও না। আমি তোমাদের কাছে সম্বর্দ্ধনা, সম্মান, শোভাযাত্রা, লাজবর্ষণ, মাল্যার্পণ আদি কিছুই চাহি না, আমি চাহি আমার কাজে তোমরা হস্তার্পণ কর। হাজার বছর ধরিয়া আত্মনাশে লিপ্ত জাতির মধ্যে আত্মগঠনের প্রেরণা জাগাইয়া তুলিতে হইবে। হতাশ মনগুলিতে আশার ঝঙ্কার বাজাইতে হইবে। অবসন্ন প্রাণগুলিতে প্রচণ্ড উদ্দীপনার বিদ্যুৎ-সঞ্চার করিতে হইবে। নিজেরা জাগ্রত হও এবং প্রতিজ্ঞা কর যে, একটী মুহূর্ত্ত সময়কে অপচয়িত হইতে দিবে না। প্রত্যেককে জাগরিত কর এবং প্রতিটি নিমেষ সময়কে কাজে লাগাইতে তাহাদিগকে প্রবুদ্ধ

কর। যার যেখানে সুযোগ, যার যতটুকু সাধ্য, কাজ ধর। আর কালক্ষেপ নহে। ইহাই তোমাদের কাছে আমার প্রত্যাশা ও প্রার্থনা। কেন জীবনের ক্ষীণতম একটুখানি অংশকেও মিথ্যা হইয়া যাইতে দিবে? জীবন বা তার অতি ক্ষুদ্র একটী অংশ, ইহাদের কোনটাই তুচ্ছ বস্তু নয়।

মহৎ কর্ম্মে যাহারা ব্রতী হইতে চাহে, তাহাদের যে কত সদ্‌গুণের প্রয়োজন, তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? দিগন্তবিস্তৃত দূরদৃষ্টি চাই, অতীত শতাব্দীসমূহের শিক্ষাটুকু অধিগত থাকা চাই, নিমেষের মধ্যে সমগ্র শক্তি একমুখ করিয়া যে-কোনও সময়ে হঠাৎ এক বিরাট কর্ম্মোৎসব সুরু করিয়া দিবার মত কর্ম্মকুশলতা চাই, সুদীর্ঘকাল ধরিয়া একই উদ্দেশ্যে নীরবে শক্তি-সংগ্রহ করিয়া যাইবার ধৈর্য্য ও নিষ্ঠা চাই, কোথায় বা কে তোমার ব্রতোদ্‌যাপন-পথের শত্রু, তাহাকে কটাক্ষের মধ্যে চিনিয়া ফেলা চাই, নিজেকে কপট বন্ধুদের পাঞ্জার পাল্লার বাহিরে সর্ব্বদা নিরাপদ রাখিয়া কাজ করিবার দক্ষতা চাই, বারংবার বিফল মনোরথ হইয়াও ভগ্নমনোরথ না হইবার মতন দুরন্ত জেদ চাই, ঝোঁক চাই, দুঃসাহস চাই।

এই সকল সদ্‌গুণের তোমরা অনুশীলন কর। উৎসব, খিচুড়ী-ভক্ষণ এবং অন্যান্য প্রচারমূলক ধর্ম্মকর্ম্ম কয়েক শতাব্দী ধরিয়াই এদেশে হইয়াছে। কিন্তু সমগ্র জনসমাজকে একমুখ, একলক্ষ্য, একপ্রাণ ও একাত্ম করিয়া মহৎ মঙ্গলে মনোযোগী এ যাবৎ করা হয় নাই। স্বীয় গুরুদেবকে অবতার বলিয়া প্রচার করিবার জন্য যত অধ্যবসায় নিয়োজিত হইয়াছে, এই দেশে সর্ব্বমানবের কুশলের দিকে তাকাইয়া গোষ্ঠী সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ ভাবে প্রত্যেককে জগজ্জনকল্যাণ কর্ম্মে যোগ

দিবার জন্য উদাত্ত আহবান জানাইতে তাহার এক-শতাংশ কর্ম্মশক্তিও ব্যয়িত হয় নাই। এই মৌলিক বিভ্রান্তি তোমাদের ধর্ম্মান্দোলনগুলিকে নিতান্ত শিশুভুলান ছড়া গাওয়া আর ছেলেভুলান মোয়া খাওয়ার পর্য্যায়ে নিয়া ফেলিয়াছে। ধর্ম্মান্দোলন তোমরা করিয়াছ কিন্তু জাতি সবল হয় নাই, ধর্ম্মের আলোচনা বাড়িয়াছে কিন্তু নিখাদ, নির্ভেজাল, যুক্তিসঙ্গত, সর্ব্বজনের সহিত মৈত্রী-প্রতিষ্ঠাকারী ধর্ম্মীয় আচরণ তোমরা অবলম্বন কর নাই। অনেক নূতন নূতন মঠ, মন্দির, আশ্রমাদির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে কিন্তু চিরপুরাতনের মধ্যেও যিনি নিত্যনূতন, তাঁহার সম্পর্কে তোমরা দৃঢ়লক্ষ্য হও নাই, তোমাদের দৃষ্টি তাঁহারই নামের দোহাই দিয়া শত শত ভিন্নতাবিধায়ক বিচ্ছিন্নতাকারক বিভ্রান্তিকর আলম্বনে ছুটিয়া বেড়াইয়াছে। ধার্ম্মিকতার গৌরবে তোমরা আত্মপ্রসন্ন হইয়াছ কিন্তু তোমাদের ধর্ম্ম তোমাদের পারত্রিক কুশলের সহিত ঐহিক কুশলকে প্রাণবন্ত বন্ধনে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। ইহকালের অভ্যুদয় হইতে পরকালের তাত্ত্বিক সুখোপলব্ধিকে বিরহ-দণ্ডে দণ্ডিত করিয়া ধর্ম্মের যে অঙ্গহীন ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহার কুফল হইতে বাঁচিবার চেষ্টা তোমাদের নাই। ইহকাল পরকাল হাত ধরাধরি করিয়া চলিবে, তবে ইহার নাম ধর্ম্ম।

এই সকল বিষয় ভালভাবে বিবেচনা করিয়া তোমরা নিজেদিগকে সর্ব্বতোভাবে দোষমুক্ত এবং গুণযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা কর। তাহার ফল শুভময় হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৪)

হরি-ওঁ

কদমা, জামশেদপুর
২৮শে বৈশাখ, ১৩৭২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

এই কয়টা দিন কেবল ভাষণ দিয়া ঘুরিতেছি। মানুষের শুনিবার আগ্রহ প্রবল, তাই কথা বলিতে হইতেছে। ছত্রিশ বৎসর পরে বাঘাস্তি আসিলাম, এখনো কেহ ভোলে নাই। সবাই বলে,—কিছু বলুন। বাঁকুড়া, বাঘাস্তি, হিজলী, লক্ষণ্ণাথ, দাঁতন বিরাট বিরাট জনতার সম্মুখে অনেক কথাই ত' বলিলাম। কিন্তু আসল কথা ত' মাত্র একটী,— "নিজেকে চিন, মানুষ হও। তোমার ভিতরে ব্রহ্ম বিরাজিত, নিজেকে হেয় জ্ঞান করিও না, নীচ কর্ম্ম দ্বারা নিজেকে হেয় করিও না।" শ্রীমতী সাধনা প্রাণ উজাড় করিয়া কথা কহিয়াছে। সকলের ঘন ঘন করতালি ধ্বনি দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, তার কথা লোকে পছন্দ করে। কিন্তু পছন্দ করিলেই ত' হইল না, কথা অনুযায়ী কাজ করা চাই। কথাই শুনিতে ভালবাসিলাম, কাজ করিতে রুচি হইল না, ইহা এক মারাত্মক দুরবস্থা। এ অবস্থা চলিতে দেওয়া কদাচ উচিত নহে।

সাধারণ মানুষের ভিতরেও অনেক অসাধারণ উপাদান রহিয়াছে। সাধারণ মানুষের গৃহের চারিদিকে অনেক অসাধারণ উপকরণ ছড়াইয়া পড়িয়া আছে। এই উপাদান আর এই উপকরণের সদ্ব্যবহার প্রয়োজন। কাহাকেও তুচ্ছ জ্ঞান না করিয়া প্রত্যেকের জন্য সুযোগের সিংহদ্বার খুলিয়া দিতে হইবে। ইহাই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য।

মানুষ অজ্ঞান, তাই নিজের শক্তি জানে না। মানুষ অলস, তাই নিজের শক্তি জাগাইতে পারে না। কিন্তু অজ্ঞান, সজ্ঞান সবল আর দুর্ব্বল, প্রত্যেকেরই ভিতরে এমন এক প্রেমধন আছে, যাহা নিয়ত অপব্যয়িত হইয়া যাইতেছে তুচ্ছ লালসায়, ক্ষুদ্র ভালবাসায়। কখনো কখনো এই প্রেমধন সজ্জনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশে, অনাথ নিরাশ্রয়ের প্রতি স্নেহানুকম্পায় রূপবন্ত হয়। জন্মলব্ধ এই সম্পদের দিকে তাহার দৃষ্টি নাই, কিন্তু সহজাত প্রেমসম্পদ তাহাকে দিয়া অজ্ঞান অবস্থায়ও কত সৎকাজ করাইয়া লয়, দুর্ব্বল অবস্থায়ও কত দর্ব্বলতরের সেবায় তাহাকে নিয়োজিত করে। মানুষের ভিতরে নিত্যবিদ্যমান এই প্রেমকে তাহার ন্যায্য মূল্য দিতে হইবে। প্রত্যেকটী মানুষকে প্রেমোদ্দীপিত করিতে হইবে।

সম্প্রদায়বুদ্ধির হীন গণ্ডী হইতে মানুষের মনকে বাহির করিয়া আনিতে না পারিলে তাহার প্রেম নীচ বিদ্বেষে রূপান্তরিত হয়। সকলকে সকলের জন্য বাঁচিতে ও মরিতে হইবে, এই সৎসঙ্কল্প আজ সর্ব্বত্র পরিবেশিত হওয়া প্রয়োজন। "আমরা আমাদের দল বাড়াইব",—ইহাকে মূলমন্ত্র না করিয়া "মানুষের সহিত মানুষের প্রাণের মিলনকে আমরা সহজতর করিব",—ইহাই আমাদিগকে মূলমন্ত্র করিতে হইবে। জ্ঞানের যেখানে বিকাশ নাই, সেখানেও প্রেমের পথে আমরা একাজ করিতে পারি। যাহা করিতে পারি, তাহা করিব না, কেবল কথাই বলিব আর কথাই শুনিব, এই পরিস্থিতিকে স্থায়ী থাকিতে দিলে চলিবে না।

বাঘাস্তির শ্রীমান্ মৃত্যুঞ্জয় জানা স্বামী নিগমানন্দ পরমহংস দেবের শিষ্য। কিন্তু বিগত ছত্রিশটা বৎসর ধরিয়া সে অসাম্প্রদায়িক

দৃষ্টিভঙ্গী নিয়া কাজ করিয়া আসিয়াছে। এবার বাঘাস্তিতে আমরা তাহার আরও প্রমাণ পাইলাম। মহাপুরুষদের শিষ্যদের ত' কত স্থানে কত রকম দেখিলাম, কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ের মত আর এখানকার তার গুরুভাইদের মত শিষ্যদের বোধ হয় অন্যত্র দেখি নাই। ইহারা দীর্ঘজীবী হউক, দীর্ঘজীবী হউক ইহাদের উদারতার আদর্শ। ধর্ম্মের অছিলায় যেখানে রেষারেষি নাই, কাজ করিতে সেখানে বড় আনন্দ।

তোমরা জীবকে দাও কেবল জ্ঞান, প্রেম আর আনন্দ। বিলাও সমত্ব, মমত্ব, আর আনির্ব্বাণ উৎসাহ। ঘরে ঘরে ছড়াইয়া দাও সুদীপ্ত উদ্দীপনা, অতন্দ্র জাগৃতি আর আত্মোৎসর্গের অনলস প্রেরণা।

এখন আমরা খণ্ড খণ্ড ভ্রমণই করিব। সব দিকের কাজ সমান ভাবে চালু রাখিতে হইলে সুদীর্ঘ ভ্রমণ এখন সম্ভব নহে, সঙ্গতও নহে। কিন্তু যখনি যেখানে যাইব, মানুষকে আমার দাসত্ব করিবার জন্য ডাকিব না, আহবান জানাইব নিজেকে প্রভুত্বে প্রতিষ্ঠিত করিবার যোগ্যতা আহরণে। মানুষ কত বড়, ইহা যদি সে জানিত, মানুষের সম্ভাবনা সমূহ কত বিরাট ও ব্যাপক, ইহা যদি সে বুঝিত, তাহা হইলে সে নিজের উদ্যমেই জগতে কত যে কীর্ত্তিস্থাপন করিত, বলিবার নহে।

লক্ষণ্নাথে ছেলেমেয়েদের মধ্যে অফুরন্ত উদ্দীপনা দেখিলাম। আসামের অসমিয়াভাষী ছেলেদের চেয়ে ওড়িষ্যার ওড়িয়াভাষী ছেলেদের মধ্যে আমাদের চিন্তা ও আদর্শ দ্রুততর প্রসার পাইতেছে মনে হইল। অসমিয়াতে আমার দুই একখানা গ্রন্থের অনুবাদ বাহির হইয়াছে, ওড়িয়াতে একখানারও অনুবাদ প্রকাশিত হয় নাই। তথাপি এই

পার্থক্যটুকু লক্ষ্য করিবার মত। আসাম ভারতের একটা প্রান্তে গিয়া পড়ায় বহুল-প্রচারিত ভাষাভাষীদের মধ্যে একমাত্র বঙ্গ-ভাষাভাষীরাই প্রধানত আসামবাসীদের প্রতিবেশী। ওড়িষ্যার ভৌগোলিক অবস্থান এমন যে, বাংলা হিন্দি তেলেগু আদি কয়েকটা বহুল-প্রচারিত ভাষাভাষীরাই ওড়িষ্যাবাসীদের প্রতিবেশী। তবে, সচ্চিন্তা কোনও নির্দ্দিষ্ট ভাষার সঙ্কীর্ণতা মানিয়া চলে না। সকল ভাষাতেই সচ্চিন্তার অবাধ অধিকার। আমরা ভাষার প্রশ্নে জোর না দিয়া চিন্তার স্বচ্ছতা, সততা, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরতার দিকে যদি দৃষ্টি দেই, তাহা হইলে নূতন করিয়া আর কোনও টাওয়ার-অব-ব্যাবেল বা পারস্পরিক বুঝা-বুঝির অভাব ঘটিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। আসাম, অন্ধ্র, উড়িষ্যা, বিহার প্রভৃতি সকল প্রান্তেই আমরা মানবের ব্রহ্মত্ব-বিকাশক সত্যচিন্তা পরিবেশন করিয়া যাইব। এর চেয়ে ছোট কথাগুলি ভাবিবার আমাদের প্রয়োজন নাই, অবসরও নাই।

কাল সকালে পুরুলিয়া যাইব, দুপুরে বা সন্ধ্যায় পুপুন্‌কী। জানিনা কংক্রিট ঢালাই করিবার ও ইষ্টক গাঁথিবার সব চেয়ে দামী উপকরণগুলি আশ্রমকর্ম্মীরা ইতিমধ্যে সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে কি না। সিমেন্ট যখন থাকে না, তখন চূণ-বালির কাজগুলি করি, চূণ-বালিও যখন থাকে না, তখন মাটি খুঁড়ি, পাথর ভাঙ্গি। কাজের আমাদের অভাব নাই, অভাব একমাত্র সময়ের। সময় এবং সুযোগ বড় দ্রুততালে চলিয়া যাইতেছে। যাহা যায়, তাহা আর আসে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৫)

হরি-ওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
৩১শে বৈশাখ, ১৩৭২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

জামশেদপুর হইতে প্রাতে রওনা হইয়া, পুরুলিয়া ঘণ্টা চারি বিশ্রাম করিয়া গত কল্য অপরাহ্ণে পুপুন্‌কী আশ্রমে পৌছিয়াছি। স্তূপীকৃত পত্র পাইলাম। দেখিয়া আনন্দ হইল। পত্রগুলির মধ্য দিয়া তোমাদিগকেই পাই। কিন্তু বিষাদও হইল, এত পত্রের শতকরা দশখানারও জবাব দেওয়া সম্ভব নহে। ভাবিতেছিলাম, সময়ে কুলাইবে না। কারণ, রৌদ্রে দাঁড়াইয়া কুলী-কামিন-রাজমিস্ত্রীদের খাটাইতে ত' হইবে। ঊনত্রিশটী লোক যদি ঘণ্টায় দুই মিনিট করিয়া কাজে ফাঁকি দেয়, তাহা হইলে দৈনিক জন প্রতি সাত ঘণ্টা হিসাবে ধরিলে একটা লোকের ছয় শত ছিয়ানব্বই মিনিট অর্থাৎ এগার ঘণ্টার উপরে ফাঁকি হইয়া যায়। আবার মনোযোগ সহকারে কাজ করিবার ফলে এবং উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের গুণে ইহারা যদি একঘণ্টার কাজ ঊনষাট মিনিটে সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে অনায়াসে একটী লোকে প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার কাজ বেশী দিতে পারে। কাজ করাই কৃতিত্ব নহে, কাজ করানোও একটা শিল্প। জীবন-মরণের চিন্তা আমার নাই, কাজেই আমার আনন্দ।

কাল মটরযান হইতে অবতরণের সময়ে ধারণাও করি নাই, শরীর আমার পীড়িত। আজ সকালে দেখিলাম, এমন দারুণ গ্রীষ্মেও

স্নানে আমার রুচি নাই। বেলা আটটায় কুলী-কামিনেরা কাজে আসিলে দেখিলাম, একটা সেকেণ্ডের জন্য রৌদ্রে আমার যাইতে ইচ্ছা হয় না। অধিকাংশ সময়েই রৌদ্রে দগ্ধ হইয়া দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে কাজ করিয়া যাইতেছি। কাজে আমার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, অরুচি নাই, অনিচ্ছা নাই। আজ ইহা কি হইল? বুঝিলাম, স্তূপীকৃত পত্রের উত্তরদানে আমাকে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। যখন শারীরিক শ্রমে অপটু হইয়া পড়ি, তখন মানসিক শ্রমে লাগিবার অবসর। আজ একটা জরুরী ঢালাই হইল। লোহা, সিমেণ্ট, কংক্রিট, কুলী কামিন, মিস্ত্রীতে এক হাজার টাকার ঊর্দ্ধে খরচ হইল কিন্তু একটা মিনিটের জন্য কাজের জায়গায় যাইতে পারি নাই। অর্থাৎ পত্রের উত্তর পাইবার জন্য যাহারা ব্যাকুল প্রতীক্ষায় থাকে, আজ তাহাদের আনন্দ করিবার দিন। আজ আমি এক শতের অধিক পত্রের উত্তর দিব।

ঢালাইটা হইল নভোজলীর বা ওয়াটার টাওয়ারের। পাম্প করিয়া জল তুলিয়া রাখিবার নভোজলীটাকে একাধারে আমি একটী পঞ্চতল প্রাসাদ এবং জলের আধার রূপে নির্ম্মাণ করিয়া তুলিতেছি। ঐ পঞ্চতলের এক তালার আজ ছাদ ঢালাই হইবে। নভোজলীর জন্য আটটী ১৮ ইঞ্চি × ১৮ ইঞ্চি রি-ইন্‌ফোরর্সড্ কংক্রিটের স্তম্ভ ত' আমাকে করিতেই হইত, আমি তাহা করিয়া সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবর্ত্তী স্থানগুলিতে ইটের দেওয়াল ও প্রয়োজন মত দরজা-জানালা দিয়া যাইতেছি। ইহার ফলে এক দিকে আমার নভোজলীর যেমন নির্ম্মাণ হইয়া গেল, অন্য দিকে তেমন কতকগুলি নিতান্ত প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার্য্য ঘরও পাইয়া গেলাম। এককাজে যেখানে দুইটী ফল পাই, সেখানে সে

সুযোগ ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নহে। একা ক্রিয়া দ্ব্যর্থকরী প্রশস্তা, আম্রাশ্চ সিক্তাঃ, পিতরশ্চ তৃপ্তাঃ।

ইট, কাঠ, লোহা, সিমেণ্ট ও পাথরের কাজ বিপুল উদ্যমে চলিয়াছে। কলিকাতা হইতে তোমাদের গুরুভ্রাতা শ্রীমান্ বিনয় ভূষণ আর্য্য আসিয়া সাপটগ্রাম হইতে আনীত স্তূপীকৃত কাঠ লইয়া কাজে লাগিয়া গিয়াছে। স্থানীয় দুইটী সূত্রধরকে তাহাকে সহযোগ দিবার জন্য নিয়োগ করা হইয়াছে। বিনয় গুরুসেবা করিতে আসিয়াছে। সত্যই সে গুরু সেবাই করিতেছে। এমন একনিষ্ঠ পরিশ্রম, এমন অক্লান্ত কর্ম্মশীলতা খুব কমই দেখা যায়। অন্তরে ভক্তি থাকাতে বিনয় ইহা করিতে সমর্থ হইতেছে। অভক্তের পক্ষে ইহা অসাধ্য হইত। পৃথিবীতে ভক্তিমান্ কর্ম্মীরই জয়জয়কার। অনিচ্ছুক বা লুব্ধ কর্ম্মীর শ্রমে কবে কোথায় মহৎ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে? এবার তোমরা নানা স্থানে কয়েকজন করিয়া উৎসাহী ও ভক্তিমান কর্ম্মী প্রতিধ্বনির অনুকূলে কাজ করিয়াছ। আমাকে অদ্য বাধ্য হইয়া বারাণসীতে টেলিগ্রাম করিতে হইয়াছে যেন আষাঢ় সংখ্যা হইতে প্রতিধ্বনি নয় হাজার করিয়া মুদ্রিত হয়। ভক্তিমান্ কর্ম্মী কম আছ বলিয়াই তোমরা প্রত্যেকে এবং প্রতি স্থানে কাজ করিতে আগ্রহী হও নাই কিন্তু কোনও কোনও স্থানে কিছু কিছু ভক্তিমান্ কর্ম্মী থাকায় এবং তাহারা আগ্রহ করিয়া কাজ করাতে এবার প্রতিধ্বনি নয় হাজার করিয়া ছাপিতে হইতেছে। ভক্তিমান্ কর্ম্মীর সংখ্যা যদি বাড়ে এবং স্থানে স্থানে নহে পরন্তু প্রত্যেক স্থানেই যদি প্রতি জনে কাজে নামে, তাহা হইলে আগামী সন তোমরা বিশ হাজার গ্রাহক করিতে পারিবে। সর্ব্বত্র ভক্তি এবং পরিশ্রমেরই জয়জয়কার।

Collected by Mukhrjee TK, Dhanbad

ভক্তির ভানে কিছুমাত্র লাভ আসে না। আলস্যের ফলে কোনও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জিত হয় না। বিনয়ের ভক্তিপূর্ণ সেবার উল্লেখে প্রসঙ্গক্রমে এই কথাগুলি আসিয়া গেল।

ইট-কাঠ-লোহা-সিমেণ্টের কাজ ত' সাধ্যমত চূড়ান্ত উদ্যমে চলিতেছে, কেবল মাটি কাটার কাজটাই ভাল ভাবে ধরিতে পারি নাই। মঙ্গল সাগরের জল পাম্প করিয়া কমাইবার জন্য বিদ্যুচ্চালিত পূর্ব্বের সাড়ে সাত ঘোড়ার পাম্পটী যথেষ্ট নহে। পুনরায় আর একটী দশ ঘোড়ার বৈদ্যুতিক পাম্প কিনিয়াছি। দারুণ গ্রীষ্মে মঙ্গল-সাগরের তীরে তীরে জলনিমজ্জিত প্রচুর মৃত্তিকা দিকে দিকে জাগিয়া উঠিয়াছে। এখনই মাটি কাটিয়া মঙ্গলসাগরের জলধারণের ক্ষমতা বর্দ্ধিত করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। আষাঢ় মাসের বিশ তারিখের আগে এখানে উল্লেখযোগ্য বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা নাই। এই সময়টুকুর মধ্যে যাহা মাটি কাটিলাম, এবার তাহাই কাটিলাম। কিন্তু বিশেষ কারণে যেই মাটিয়ালগুলিকে বিদায় দিয়াছি, তাহাদের অধিকাংশকেই কাজে পুনর্নিয়োজিত করা সম্ভব হয় নাই। সময় চলিয়া যাইতেছে, কাজ করিতে পারিতেছি না অথচ শ্রম করিয়া ক্লিষ্ট হইয়া পড়িতেছি।

এই ক্ষেত্রেই এ কথাটি মনে জাগে যে, তোমাদের মধ্যে অধিকাংশেই সাধন-ভজন কর না। সাধনশীল মন এক নূতন বাতাবরণে বাস করে। ভজনশীল প্রাণ বিশ্বপ্রাণের সহিত যোগ সংস্থাপিত করে। যাহারা প্রকৃতই সাধন করে, ভজন করে, তাহারা কদাচ একমাত্র নিজেদের প্রয়োজন-অপ্রয়োজন-বিচারের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে নিজেদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। বিশ্বের যেখানে কুশল, বিশ্ববাসীর যাহাতে মঙ্গল, তাহা হইতে প্রকৃত সাধক নিজেকে দূরে সরাইয়া

রাখিতে পারে না। তোমাদের মধ্যে শতকরা আটানব্বই জন দূরেই সরিয়া রহিয়াছ। ইহা সাধনহীনতার ফল ছাড়া আর কি হইতে পারে?

শিষ্যেরা সাধন না করিলে গুরুর গুরুত্ব কলঙ্কিত হয়। তোমাদিগকে শিষ্য করার ফলে প্রাপ্তি যদি আমার হয় কলঙ্ক-সঞ্চয়, তাহা হইলে বলিতেই হইবে যে, তোমরা দলে দলে হুজুগ করিয়া দীক্ষাগৃহে প্রবেশ না করিলেই মঙ্গল হইত। কেন তোমরা সাধনে রুচিশীল হইতেছ না? যে ভগবানের নাম নিয়া দীক্ষিত হইয়াছ, তাঁহার প্রতি তোমরা অনুগত হও। আমাকে তোমরা ভুলিয়া যাও, ইহাতে কোনও ক্ষতি নাই কিন্তু তোমরা পরমেশ্বরকে ভুলিয়া যাইও না। বহুকাল অবহেলা করিয়াছ, ভগবানের নামে আর অবহেলা করিও না। নাম করিয়া একবার দেখ যে, কত নিবিড় শান্তি ইহা হইতে পাও। নাম না করিলে শুধু বাক্যালোচনায় ইহা কি করিয়া পাইবে? রসগোল্লা মুখে দিলে তবে বুঝা যায়, ইহা কত মিষ্টি। রসগোল্লার দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া কেবল যুক্তি-তর্ক করিলেই তাহার স্বাদ পাওয়া যায় না। তোমরা যুক্তি তর্ক ছাড়িয়া, বৃথা বচন-বিন্যাস পরিহার করিয়া, কে কত বড় বাগ্মী তাহার প্রতিযোগিতায় না নামিয়া একনিষ্ঠ মনে একতান প্রাণে ভগবানের নামের সাধনায় লাগিয়া যাও। নাম করিতে করিতে তাহাতে ডুবিয়া যাও, মজিয়া যাও। নাম করিবার সময়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আর সকল চিন্তা ভুলিয়া যাও। একদিনে এই সামর্থ্য অর্জ্জিত না হয় ত' অভ্যাস করিতে করিতে কালক্রমে এই যোগ্যতা তোমাদের আসিবে। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিয়ত আশাশীল হইয়া কাজ কর। মন হইতে দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূর কর।

বলিবে, সময় পাও না। ইহা মিথ্যা কথা। বাড়ীতে কলেরা

লাগিলে রোজ রোজ দিনে তিনবার করিয়া ডাক্তারের বাড়ী যাইবার সময় করিয়া লইতে হয় না? ঘরে আগুন লাগিলে দোকানের কাজ ফেলিয়া রাখিয়া বালতি হাতে পুকুরে ছুটিয়া যাও না? ভূমিকম্প শুরু হইলে সিনেমা হলের মনোরম চিত্রপ্রদর্শনী হইতে দ্রুত বেগে বাহির হইয়া পড় না? বাড়িতে ডাকাতে পড়িলে আত্মরক্ষা করিবার জন্য জানালার শিক ভাঙ্গিয়া বাহিরে পড়িয়া লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া নিরাপদ স্থানে যাও না? তখন সময় হয় কি করিয়া? পরমেশ্বরকে ভুলিয়া তোমরা যে কত বিপন্ন, এই কথাটি তোমরা কখনো ভাবিয়া দেখ নাই। এই জন্যই তোমাদের মুখে অবসরাভাবের মিথ্যা ওজুহাত।

সময় তোমরা যথেষ্টই পাও কিন্তু সেই সময়টুকুর অপব্যবহার কর তাশ-পাশা খেলিয়া, পরনিন্দা করিয়া, আলস্যে, অবসাদে, কল্পিত দুর্ব্বলতায় শয্যাশ্রয় করিয়া। বলস্বরূপ ভগবানের শরণ লও, দুর্ব্বলেরও বলসঞ্চার হইবে। বীর্য্যস্বরূপ ভগবানের শরণ লও, নির্বীর্য্যের মধ্যেও অকল্পনীয় উৎসাহ জাগিবে। সত্যস্বরূপ ভগবানের শরণ লও, তোমার উপর হইতে অসত্যের অধিকার চিরতরে বিলুপ্ত হইবে।

কথা শুনিতে ভালবাস, কথা ত' কহিলাম। গুরুবাক্য পালন করিতেও কি ভালবাস? তাহা হইলে ত' আমার সকল শ্রম সার্থক হইয়া যায়। লিখিয়া থাক, "পত্র দাও, উপদেশ দাও।" কিন্তু কৈ, "সেই উপদেশ আমরা আবশ্যই পালন করিব" এই প্রতিশ্রুতি কয় জনে দাও? কথা বলা আর কথা শোনা কি একটা ফ্যাসানের পর্য্যায়েই থাকিয়া যাইবে? ইহার কি আর কোনও উন্নততর সার্থকতা নাই? কথা বলা আর কথা শোনা কি একটা বিলাস মাত্রেই পরিণত হইবে? কোনও মঙ্গলময় শাশ্বত ভাব ইহা দ্বারা জমাট বাঁধিবে না? কোনও

ভাব কি ইহা দ্বারা মানুষের মনে স্থায়ী ভাবে বসিবে না? এতকাল অকপটে তোমাদের হিতচিন্তা করিয়াছি, আমার সকল কথা কি শেষ পর্য্যন্ত অরণ্যে রোদনই হইবে?

হউক, তথাপি আমি ততকাল কথা কহিব, যতকাল আমার অন্তরদেবতা সর্ব্বজীবকল্যাণে কথা বলিতে আমাকে প্রেরণা দিবেন। বটগাছের সবগুলি বীজ হইতেই কি চারা হয়? না হউক, তথাপি বটবৃক্ষ সেই মহাবীজই উৎপাদন করিয়া যাইবে, সর্ষপতুল্য শরীরে যাহার একযোজনব্যাপিয়া ছায়াদানের ক্ষমতা লুক্কায়িত আছে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৬)

হরি-ওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র অনেক দিন হয় পাইয়াছি কিন্তু জবাব তোমাকে না দিয়া অন্যত্র দিয়াছি। কারণ, কাজ বা অকাজ যাহা করিবার, তুমি করিয়া ফেলিয়াছ; এখন ইহার প্রতীকার যাহাদের হাতে, আগে আমার তাহাদেরই সহিত যোগাযোগ করা আবশ্যক।

আশ্রমের খাজনা মকুব করিবার চেষ্টা আমার মতে অন্যায় হইয়াছে। আমার আশ্রমের কর্ম্মীদের এত অলস হওয়া উচিত নহে যে, তাহারা উৎপাদিত ফসল হইতে জমির ন্যায্য খাজনা চালাইতে

পারিবে না। আশ্রমটী পল্লী অঞ্চলে, ভূমির পরিমাণও খুব তুচ্ছ নহে। শাক-সব্জী, ফল-পাকুর, ধান, পাট সবই কিছু কিছু উৎপাদিত হইতে পারে এবং সব জিনিষেরই বাজার আছে। এমতাবস্থায় ধর্ম্মীয় সংস্থা বা লোক-কল্যাণ প্রতিষ্ঠান বলিয়া সরকারের খাজনা ফাঁকি দেওয়ার মধ্যে কোন্ সার্থকতা আছে, আমি বুঝিলাম না। আমি আলস্যের সমর্থক নহি। আমার প্রতিষ্ঠিত কোনও আশ্রম কোনও দেশেই জমির খাজনার দায় হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছে দেখিলে আমি লজ্জা অনুভব করি। মঠ, মন্দির, বিদ্যালয়, পাঠাগার, হাসপাতাল ইত্যাদি ধর্ম্মীয় ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠান দুনিয়ার সমস্ত খরচ চালাইয়া যাইতে পারিবে, এমনকি বার্ষিক উৎসবের দিন কেহ খেচরান্ন মহাপ্রসাদ বিতরণ, কেহ সমস্ত দিন সানাই বাজাইবার আয়োজন, কেহ আড়ম্বর করিয়া নাট্যরঙ্গ বা যাত্রাগান পরিচালন প্রভৃতি ব্যয়বহুল কার্য্যগুলি করিতে পারিবে, পারিবে না কেবল জমির খাজনাটুকু চালাইতে, ইহা আমার কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। আমি আবাল্য স্বাবলম্বনের উপাসক। যাহার যাহা প্রাপ্য, তাহাকে তাহা না দিবার বুদ্ধিকে আমি প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখি না। গুরু নানক বলিয়াছেন,—"বাবরকো বাবরে দো,"—অর্থাৎ রাজার প্রাপ্য রাজাকে দাও, সে মোগল বাদশাহ হইলেও আপত্তি নাই। যতক্ষণ রাজদ্রোহ করার প্রয়োজন বোধ না করিতেছি, এবং কর বন্ধ করিয়াই রাজদ্রোহ করিতে হইবে, এই স্থির সিদ্ধান্তে আসিয়া উপনীত না হইতেছি, ততক্ষণ ধর্ম্মের নামেও রাষ্ট্রের প্রাপ্য হইতে রাষ্ট্রকে বঞ্চিত করিতে পারি না, জনসেবার নামেও না। ইহা অতীব সঙ্গত বিচার।

আমার এই সকল মতামত তোমাদের হয়ত পছন্দ হইবে না, তবু নিজের মত অকপটে প্রকাশ করিলাম। রাষ্ট্র যদি এমন পরিমাণ কর ধার্য্য করেন, যাহা দেওয়া অসম্ভব এবং যাহা সত্যই অসঙ্গত, কর হইতে বাঁচিবার চিন্তা তখন করা বৈধ হইবে। নতুবা কেহ সকাল সন্ধ্যায় নামাবলি গায়ে দিয়া করতাল ঠুকিয়া বিগ্রহের সম্মুখে হরিনাম কীর্ত্তন করেন বলিয়াই তাঁহাকে জমির খাজনা হইতে মুক্তি দিতে হইবে, কেহ কয়েকটী শয্যা-রচনা করিয়া কিছু রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়াই, তাঁহার প্রতিষ্ঠান খাজনা দিবেন না, ইহা খুব একটা স্বাস্থ্যকর নীতি নহে। রাজকোষে অর্থ যায় প্রজাবর্গের মধ্যে তাহা নানা ভাবে বিতরিত হইবার জন্য। রাজশক্তির অধিকারীরা সেই কার্য্য যোগ্য ভাবে না করিলে তাহার প্রতীকার-চেষ্টা করার বৈধ অধিকার প্রত্যেকের রহিয়াছে কিন্তু আমি বা তুমি একটু ধর্ম্ম করি বা একটু জনসেবা করি বলিয়া আমার বা তোমার প্রতিষ্ঠান রাজকোষে জমির খাজনা দিবে না, ইহা খুব কাজের কথা হইল না।

অত্যন্ত জরুরী কথা হইতেছে এই যে, প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তব্য সর্ব্বশক্তি দিয়া স্বাবলম্বী হওয়া। স্বাবলম্বী হইতে হইলেই, যাহার যাহা প্রাপ্য, তাহা তাহাকে কুণ্ঠাহীন মনে দিতে হয়। মনে প্রাণে স্বাবলম্বী হইতে পারিলে প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চোরা কারবারের প্রবেশ-পথ সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়। সরকারের খাজনা দিবে না অথচ প্রতিষ্ঠানের প্রভুরা মিথ্যা ভাঁওতার সৃষ্টি করিয়া নানা আপত্তিজনক বিলাসে প্রতিষ্ঠানের বিত্ত নষ্ট করিবে, ইহা স্বাবলম্বনহীন প্রতিষ্ঠানেই সহজতর। যে হাসপাতালে রোগীর প্রাপ্য ঔষধ-পথ্য রোগীকে বঞ্চনা করিয়া কালো

বাজারে চলিয়া যায়, তাহার জমির খাজনা মকুব করিয়া সরকার কার কতখানি উপকার করিলেন? প্রত্যেকটী প্রতিষ্ঠান কি করিয়া নিজের আয়ে নিজের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারে, ভিক্ষাটনের দিকে দৃষ্টি না দিয়া কি করিয়া চলিতে পারে, ইহাই আমার লক্ষ্য। আমার জীবনের কর্ম্মনীতি এবং উপলব্ধিগুলির সহিত মিল রাখিয়া তোমাদের প্রতিপদে কর্ত্তব্য-নির্ণয় করা উচিত।

সামান্য কয়েকটাকা খাজনা মকুব করিবার জন্য তোমরা কত জায়গায় গিয়া নতকন্ধর হইয়াছ। ইহার কোনও প্রয়োজন ছিল না। গভর্ণমেণ্টের খাজনা গভর্ণমেণ্টকে দিয়াই যে আমার প্রতিষ্ঠিত আশ্রম সুচারু রূপে চলিতে পারে, এই দৃষ্টান্তটীকে আমি উজ্জ্বল রাখিতে চাহি।

আশ্রমটীর চতুর্দ্দিকে শতকরা একশত জনই বাঙ্গালী বাস করেন। দেশ-ব্যবচ্ছেদের পূর্ব্বেও ওখানে বাঙ্গালীই সংখ্যাধিক ছিল। পূর্ব্ববঙ্গের দুর্ভাগা হিন্দুদের মধ্যে যাহারা পূর্ব্বপুরুষের বাস্তভিটার মায়া পরিত্যাগ করিয়া চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে আসিয়া নূতন করিয়া বাঁচিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহারা আসিবার পরে চতুর্দ্দিকের তোমার প্রতিবেশীরা শতকরা একশত জনই বঙ্গভাষী এবং হিন্দু। তথাপি তুমি আশ্রমটীর প্রতি জনসাধারণের সপ্রেম দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পার নাই। তাহার একমাত্র কারণ এই যে, তুমি তোমার গুরুদেবের স্বাবলম্বনের আদর্শকে মনে প্রাণে গ্রহণ কর নাই। স্বাবলম্বনের ভান আর স্বাবলম্বন এক কথা নহে। মনে মনে আংশিক পরপ্রত্যাশা থাকিবার দরুণ তোমার অন্তরের তেজ কমিয়া গিয়াছ। তেজ কমিয়া যাওয়ার জন্য তোমার প্রেমও ক্ষীণাতিক্ষীণ হইয়াছে।

প্রেম আর তেজ যে একই জিনিষের দুইটী রূপ, ইহা তোমরা বুঝিতে পারিতেছ না। ভগবান প্রেমস্বরূপ, ইহা কে না জানে? কিন্তু গীতায় বলা হইয়াছে,—"তেজস্তেজস্বিনামহম্"—ভগবান্ তেজস্বী পুরুষদের তেজ। যে তপস্বী, সে-ই প্রেমিক হইতে পারে, যে প্রেমিক, সে-ই তেজস্বী হইতে পারে। অপ্রেমিকের তেজের নাম ক্রোধ,—ক্রোধ মানুষের শত্রু। অতেজস্বীর প্রেমের নাম কাম,—কাম মানুষের শত্রু।

আমার অনেক কথাই প্রচলিত লোকদের কথাবার্ত্তার নমুনায় রচিত নহে। প্রেমই যে তেজ আর তেজই যে প্রেম, ইহা যুক্তি দ্বারা নাও বুঝিতে সমর্থ হইতে পার। কিন্তু নিজে সত্য সত্য তেজস্বী হইলে ইহা বুঝিতে পারিবে। নিজে সত্য সত্য প্রেমিক হইলে ইহা বোধগম্য হইবে। বর্ত্তমানে ক্রুদ্ধ হইয়া দাপাদাপি করাকে তেজ বলিয়া ভুল করা হইয়া থাকে, লালসান্ধের মাতলামিকে প্রেম আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে।

আর একটা মন্তব্য শুনিবে? বর্ত্তমানে প্রাপ্তবয়স্ক মাত্রকেই ভোটের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বিচার করা আবশ্যক যে প্রাপ্তবয়স্ক মাত্রেরই ভোটের যোগ্যতা আছে কিনা। প্রশ্নটা দাঁড়ায় এই যে, যাহাদের ভোটাধিকার আছে, তাহারাই ভোটের যোগ্যতা পাইয়াছে কি না। যাহাদের ভোটের অধিকার থাকা সঙ্গত, তাহারা যদি সে অধিকার না পায়, তাহা হইলে ইহা অন্যায় হয়। তেমনি আবার যাহাদের ভোটের অধিকার থাকা সঙ্গত নহে, তাহারা যদি সেই অধিকার পাইয়া বসে, তবে ইহাও অন্যায় হয়। যাহারা রাষ্ট্রের কুশলের সহিত প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষভাবে বিজড়িত, রাষ্ট্রনিয়ামকদের নির্ব্বাচন করিবার কাজে তাহাদেরই মতামত মূল্যবান্। যাহারা রাষ্ট্রের অনুগ্রহজীবী মাত্র, রাষ্ট্রবাসীদের কল্যাণের জন্য কিছু

করিবে না কিন্তু তাহাদের দয়ার উপরে জীবন কাটাইবে, তাহাদের মতামতের সার্থকতা এখানে কোথায়? ভিখারীরা ভোট দিবার অধিকার পাইবে, ইহা আমার মতে সঙ্গত নহে।

তোমরা আর যাহাই হও, এক জনেও ভিখারী হইও না। ভিক্ষার পথে নহে, পৌরুষের পথেই তোমাদের প্রত্যেক সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। সুভাষবাবু বলিয়াছিলেন, ভিক্ষাস্বরূপে দয়ার দানে স্বাধীনতা তিনি চাহেন না। তাঁহার এই পৌরুষ-প্রদীপ্ত উক্তিকে আমি প্রশংসা করি। স্বাবলম্বন জাতির মেরুদণ্ডকে শক্ত করে। আমরা শক্তিমান্ জাতিই গড়িতে চাহিতেছি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৭)

হরি-ওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী

২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও অশিস জানিও।

নানাস্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া তুমি এখন আমারই একটা আশ্রমে আসিয়া ঢুকিতে মনস্থ করিয়াছ জানিয়া উদ্বিগ্ন হইলাম। আশ্রম-প্রবেশ ত' করিবে না, আশ্রমে উৎপাত-বৃদ্ধি করিবে, আশ্রমের সম্ভ্রমহানি ঘটাইবে, আশ্রমের শান্তি নষ্ট করিবে, আশ্রমে পরনিন্দা, পরচর্চ্চার অনুশীলন সুরু করিবে, কেমন করিয়া নির্ল্লজ্জ ভাবে আলস্যের

অন্ন ধ্বংস করিয়া উদরের মেদ বর্দ্ধিত করিতে হয়, তাহার দৃষ্টান্ত-স্থাপন করিবে। ধূমকেতু দর্শনে যেমন সাধারণ লোকেরা চঞ্চল হইয়া ওঠে, পুনরায় তোমার আশ্রম-প্রবেশের সঙ্কল্প জানিয়া আমিও তেমন চঞ্চল হইয়াছি। সুতরাং উল্লিখিত আশ্রমের বর্ত্তমান অধ্যক্ষকে আমি এক কথায় এই অনুমতিপত্র লিখিয়া দিতে পারি না যে, তোমাকে আশ্রমে নেওয়া হউক। তবে বর্ত্তমান অন্নকষ্টের দিনে তুমি যে কোনও স্থানেই সমাদরের অন্ন লাভ করিতে পার নাই এবং সেই জন্যই যে আবার আশ্রমমুখী হইয়াছ, তোমার এই সঙ্কটকালীন দুরবস্থাটুকু আমি বুঝিতে পারিয়াছি। এই জন্য উক্ত আশ্রমের বর্ত্তমান অধ্যক্ষকে আমি নির্দ্দেশ দিলাম যে, স্থানীয় আশ্রমহিতৈষী কতিপয় বিচারবান্ ব্যক্তির সহিত পরামর্শ করিয়া তোমার দ্বারা আশ্রমের কোনও হিত সাধিত হইতে পারিবে বলিয়া যদি মনে করা যায়, তবে তোমাকে যেন সাময়িক আশ্রয় দেওয়া হয়। আমার আশ্রমগুলি স্বর্গীয় হরিহর গঙ্গোপাধ্যায়ের অতিথি শালা নহে যে, যে-কেহ আসিবে, দিনের পর দিন মাসের পর মাস বসিয়া বসিয়া অন্নব্যঞ্জনে পরিতৃপ্ত হইবে, যদিও ঐ পুণ্যশ্লোক মহাপুরুষেরই আমি পৌত্র। আমার আশ্রমে যে-ই আসুক, নিজের অন্ন নিজ অর্জ্জন করিয়া খাইতে হইবে। আমি যেমন ভিক্ষা সংগ্রহ করি না, তেমন আমি অপরকে ভিক্ষান্নে পুষ্ট দেখিতেও ভালবাসি না।

তোমার অতীত স্মরণ কর। যতবার আমার যে আশ্রমে আসিয়াছ, বিনা অনুমতিতেই আসিয়াছ। যতবার আমার যে আশ্রম ত্যাগ করিয়াছ, বিনা অনুমতিতে করিয়াছ। যখনই আমার যে আশ্রমের কাজে মন

দিয়াছ, কদাচ কাহাকেও আয়ব্যয়ের হিসাব জানিতে দাও নাই। মস্তকে দৈনিক সিকি শিশি করিয়া ভৃঙ্গরাজ তৈল মর্দ্দন ব্যতীত উল্লেখযোগ্য কোনও দেশসেবা কর নাই। সকলকে না জানাইয়া আশ্রমের গরু মহাশ্রাদ্ধী ব্রাহ্মণকে বিক্রী করিয়াছ। আশ্রমের ধান্য-বিক্রয়ের অর্থ কি করিয়া কোথায় গিয়া কাহার ব্যক্তিগত নামে সম্পত্তি রূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে, তাহা চৌর্য্য-অন্বেষক ধুরন্ধর ব্যক্তি ছাড়া আর কেহ ধরিতে পারে নাই। ইহার অতিরিক্ত সুনামও তোমার কিছু কিছু আছে, যাহা লিখিয়া লেখনীকে অসম্মান করিতে চাহি না। তুমি কি করিয়া প্রত্যাশা করিতে পার যে, আশ্রমে তুমি তোমার শেষ জীবনের কর্ম্মহীন দিনগুলিকে অপরের কষ্টার্জ্জিত অন্নের ভরসায় কাটাইতে থাকিবে? বিপন্নের প্রতি আমার অশেষ দয়া থাকিলেও অলসের প্রতি এক কণা করুণাও নাই।

তুমি তোমার স্বভাব যদি পরিবর্ত্তিত করিতে পার, তবে তোমার সম্পর্কে কোনও দিক দিয়াই আমার কোনও আপত্তির কারণ নাই। কিন্তু স্বভাব-পরিবর্ত্তন কথাটার প্রকৃত অর্থ হইতেছে চরিত্রগঠন। তুমি কি নিজের ভিতরে চরিত্রগঠনের তাগিদ অনুভব করিতেছ? তুমি কি তোমার জীবন-কাহিনীতে রূপান্তর সাধনের জন্য ব্যগ্র হইয়াছ? এই প্রশ্নটাই এখন সর্ব্বপ্রধান। যে জীবনে রূপান্তরই হইতেছে বাঞ্ছিত, যাহার জীবনে যুগান্তর-সাধনই একমাত্র কাম্য, অলস আশ্রয়প্রার্থীর নিরুপায় কাতরতা যাহার সম্বল নহে, সম্বল যাহার নিজের জীবনের সমস্ত দোষ-ত্রুটির পরিপূর্ণ সংশোধনের অভীপ্সা, তাহার সম্পর্কে আমার মত উদারচেতা ব্যক্তি জগতে আর কেহই নয়।

তুমি তোমার প্রকৃত অভিপ্রায়কে আগে বুঝিয়া লও। তারপরে আমাকে পুনরায় পত্র লিখিও। শ্রীকৃষ্ণ শিশুপালের একশত অপরাধ ক্ষমা করিয়াছিলেন, আমি তোমাদের এক হাজার অপরাধ ক্ষমা করিতে রাজি। কিন্তু শুধু ক্ষমার জন্যই ক্ষমা হইতে পারে না, আমার ক্ষমা তোমার জীবনে দিব্য রূপান্তর আনিবে, তবেই ক্ষমা সার্থক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৮)

হরি-ওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্কী

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

পত্নীকে তুমি বাগে আনিতে পারিতেছ না, সে তোমার সাধন-ভজনে সহযোগিনী হইতে প্রস্তুত নহে, সে তোমার সংসারের শান্তি বর্দ্ধিত করিবার দিকে আগ্রহী নহে, সে তোমাদের পুত্রকন্যাদের প্রতি মনোযোগিনী নহে, ইত্যাদি বিষয় জানিয়া সত্যই সন্তপ্ত হইলাম। সুখী বিবাহিত জীবনের দৃষ্টান্ত ইহা নহে। অথচ বিবাহ মানুষেরা সাধারণত সুখের লোভেই করে।

এমন দুই চারিটি বিবাহ এই জগতে আছে, যাহার উদ্দেশ্য সুখলাভ নহে। দুই একজন এমন মনে করিয়াছেন যে, নারী ও পুরুষকে পরস্পরের অনুপূরক রূপে যে ভগবান সৃষ্টি করিলেন, তাহা কি কেবল দেহের মাপে না আত্মার ওজনে, ইহা পরীক্ষা করিয়া শেষফল

আহরণ করিতে হইবে এবং বিষ ঘাটিতে ঘাটিতে অমৃত পাইয়া গেলে জীবকল্যাণে তাহা দুঃখী মানুষগুলিকে বিতরণ করিয়া গরল ফেলিয়া অমৃত সেবন করাইতে হইবে। কেহ কেহ জৈব বিজ্ঞানের যৌন দিকটা সম্পর্কে অপরের মুখশ্রুত অভিজ্ঞতার অপেক্ষাও অধিকতর নির্ভরযোগ্য প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিবার প্রেরণায়ও বিবাহ করিয়াছেন। ইঁহারা স্ত্রীর মন-মেজাজ হইতে জ্ঞান আহরণ করেন, সুখদুঃখ বা তজ্জাতীয় অপর কিছু নহে। এই কারণে স্ত্রীর প্রতি ইঁহাদের আভ্যন্তর মনোভাব একান্তই অনাসক্ত। এই অনাসক্তির দরুণ স্ত্রীর মনোভাবের বিপর্য্যয়ে ইঁহারা ভাঙ্গিয়া পড়েন না।

তোমার কথা স্বতন্ত্র। তুমি সুখ চাহিয়াছিলে, পাও নাই, পাইতেছ না, পাইবার আশাও করিতেছ না। তোমার এই হতাশা-পীড়িত বিষাদান্ধকারচিত্তে আমি আশার কিরণ ছড়াইতে চাহি। তুমি তোমার স্ত্রীর উপরে দাবীর ভাবগুলি পরিহার করিয়া তার প্রতি অনুকম্পা-পরায়ণ হও। হয়ত তাহার মস্তিষ্কের গঠনে কোনও ত্রুটি আছে। দুর্ব্বৃত্ত অবাধ্য পুত্র রুগ্ন হইয়া মরণাপন্ন হইলে পিতা যেমন স্নেহপরায়ণ করুণার্দ্র মনটী লইয়া তাহার শিয়রে আসিয়া বসে, তুমি তোমার মনটীকে তেমন কর।

নিজের মনোভঙ্গীর এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতির রূপান্তর ঘটিবে। স্ত্রীরূপধারিণী যে লতাটী তোমাকে আশ্রয় করিয়া অনন্ত নভোনীলে নিজের শাখা-প্রশাখা ছড়াইয়া দিবে বলিয়া হয়ত একদা কল্পনা করিয়াছিল, কেন সে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া মাটিতে পড়িয়া হামাগুড়ি খাইতেছে, তখন তাহা বুঝিতে পারিবে। তখন তাহার প্রতীকার সম্ভব হইবে, সহজ হইবে।

হতাশা ছাড়িয়া দাও। নুতন আশায় বুক বাঁধ।

পরমেশ্বরের মঙ্গলময় নামে কদাচ অবহেলা করিও না। অবিরত নামের সেবা কর। চেষ্টা রাখ, যাহাতে প্রায় প্রতিটি নিঃশ্বাসে ও প্রশ্বাসে ভগবানের মঙ্গলমধুময় সর্ব্বালিঙ্গনকারী প্রেমাশ্রয় নাম করিয়া যাইতে পার। নামে প্রেম জাগিবে, প্রেম জাগিলে সঙ্কট কাটিবে। স্ত্রীকে যৌন ভোগ-সম্ভোগ দিয়া কদাচ পরিতৃপ্ত করা যায় না, পরিতৃপ্তি আসে প্রেম হইতে। প্রেম না উপজিলে কি করিয়া তুমি জানিতে পারিবে যে প্রেমের শক্তি কি? সূর্য্য না উঠিলে কি করিয়া তুমি বুঝিতে পারিবে, অরুণালোকের মহিমা কি? একাগ্র চিত্তে একান্ত প্রাণে নামের আশ্রয়ী হইয়া সর্ব্বাগ্রে অন্তরের প্রেমকে জাগাও। প্রেম আমমাংসপ্রিয়া রাক্ষসীরও ক্ষুধা মিটাইয়া দিতে পারে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৯)

হরি-ওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী
৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭২

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার বিস্তারিত পত্র পাইলাম। এখানকার খবর জানিতে আগ্রহী হইয়াছ। বলিতেছি। নভোজলী বা ওয়াটার টাওয়ারের ভূপৃষ্ঠের উপরে একতলা তৈরী হইয়া গেল। শুধু জলাধারই নহে, ইহার অতিরিক্ত

ইহা একটী চতুস্তল দালান হইবে, যাহার প্রত্যেকটী তল নানা কাজে ব্যবহৃত হইতে পারিবে। যে ঘরটীকে কলঘর করিব ভাবিয়াছিলাম, তাহার নূতন নাম হইয়া গেল "অধ্যয়ন"। এমন সুদৃশ্য একটী মজবুদ গৃহ ঘানি, আটাকল আর ডালকলের জন্য দেওয়া যায় না। দ্বিতল হইবে। এক দিকের সিঁড়ি হইয়া গিয়াছে, অন্য দিকের সিঁড়ি আজ বা কাল ধরা হইবে। কাজ দ্রুত চলিতেছে। আমার ত' কাগজে কলমে নক্সা করার রেওয়াজ নাই, আমি আটত্রিশ বৎসর আগে মনে মনে যে নক্সা করিয়া রাখিয়াছি, তাহাই এখন নির্ভুল ভাবে আস্তে আস্তে কর্ম্মে রূপ নিতেছে। কিন্তু কাগজে কলমে নক্সা-রচনারও প্রয়োজন আছে। যোড়হাটের শ্রীমান্ সতীশ বন্দ্যোপাধ্যায় এই কাজটী করিবার জন্য সম্প্রতি এখানে আসিয়াছে এবং প্রচণ্ড পরিশ্রম করিতেছে। এটী বর্ত্তমানের একটী দামী খবর।

প্রায়-একেবারে দক্ষিণ অঞ্চলে, মঙ্গলকুটীর হইতেও দুই ফার্লং দূরে একটী সেতু নির্ম্মিত হইতেছে। অদ্য ভিত্তিতে পাথর ফেলা হইতেছে, কাল হইতে নূতন র‍্যামিং মেশিন বা পেট্রল-চালিত দুরমুজকল ব্যাঙ্গের মত লাফাইয়া লাফাইয়া পিটাইতে পিটাইতে দুই ফুট উচ্চ পাথরের গাদাটীকে পাতালের সঙ্গে এক করিয়া দিবে।

ইত্যাদি করিয়া খবর অনেকই আছে, লিখিবার অবসর নাই, লিখিয়া লাভও নাই। কয়েকমাস আগে যাহা দেখিয়া গিয়াছ, তাহা হইতে বর্ত্তমান দৃশ্যের উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

এখন তোমার আসল কথাটায় আসি। তুমি অকপটে এমন সব কথা লিখিয়াছ, যাহা মেয়েদের পক্ষে লেখা সম্ভব নহে। সত্যই সহস্র

সহস্র সতী-সাধ্বী নারী বাংলার ঘরে ঘরে অকথনীয় লাঞ্ছনা সহ্য করিতেছে। পণ্যা নারীর দেহের ন্যায় স্বামীরা তাহাদের নিজ নিজ পত্নীর দেহকেও বড় অপমানজনক ভাবে বেপরোয়া হইয়া ব্যবহার করিতেছে। সংসারের অন্য দশ পাঁচটা অশান্তিজনক নির্য্যাতনের সহিত এই পাশবিক আচরণটা নিতান্ত ভক্তিমতী পত্নীর মনেও প্রচ্ছন্ন দ্রোহ এবং অসহিষ্ণু ক্ষোভ সৃষ্টি করিতেছে। এসব কথা আমি জানি। তুমি একটী কণাও মিথ্যা লেখ নাই।

কিন্তু মা, তোমার হতাশ হইবার কারণ নাই। আজই আমি অন্য এক স্থানের একটী বিবাহিতা মেয়ের পত্র পাইয়াছি, যে তার স্বামীর ভিতরের পশুটাকে প্রেম ও সঙ্কল্পের বলে জয় করিয়া ফেলিতে সমর্থ হইয়াছে। তুমি অন্তরের রুষ্টতা কমাও, হৃদয়ের প্রেম বাড়াও। প্রেমে এবং কামে রূপের দিক দিয়া সৌসাদৃশ্য থাকিলেও গুণের দিক দিয়া পার্থক্য আছে। স্বামী যত বড় পাষণ্ডই হউক, তুমি প্রেমহীনা হইও না। মুখের ভাষায় নহে, অন্তরের প্রেমের অদৃশ্য স্পর্শ দিয়া তাহাকে অভ্যাসের দাসত্ব হইতে বাঁচাইতে হইবে। সে কামাচ্ছন্ন অবস্থায় আততায়ী শত্রুর মূর্ত্তি ধারণ করিলেও যাহা-কিছু করিয়া যাইতেছে, তাহার উৎস তাহার অতীত অভ্যাস। কামোত্তেজনায় কেহ স্ত্রীর সমীপস্থ হইলে কামসম্ভোগের পরে আংশিক হইলেও একটা তৃপ্তির আস্বাদন সে পাইবে, যাহা নিতান্ত অনুপাদেয় এবং হেয় হইলেও তাহার মনে কামোদ্যমের সার্থকতার বিষয়ে একটা ক্ষণিক আত্মপ্রসাদ আনিয়া দেয়। কিন্তু অভ্যাসের দাসের সে বালাই নাই। অভ্যাস-বশে সে কামক্রিয়ায় উদ্যত হয়, অভ্যাসবশে সে ক্লান্ত হয় এবং তৃপ্তি,

প্রসন্নতা ও সার্থকতা-বোধ হইতে একেবারে বঞ্চিত থাকিয়া যায়। এই সকল স্বামীরা এমনই হতভাগ্য যে, যাহাতে তৃপ্তি পাইল না, শান্তি হইল না, অভ্যাস-বশে সেই অলাভজনক অধ্যবসায়ে কয়েক ঘণ্টা পরে পরে বা কয়েক দিন পরে পরে পুনরায় লিপ্ত হয়।

ইহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ না হইয়া ইহাদের প্রতি করুণা-পরবশ হইতে হয়। তুমি অন্তরের ক্ষুব্ধতা অচিরে দূর কর। তারপরে বাকী সব আপনা আপনি হইয়া যাইবে। মঙ্গলময় ভগবানের নাম ভুলিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩০)

হরি-ওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার স্ত্রীর সংযম-বিষয়ে অনুরাগ কতটা দৃঢ় হইয়াছে, তাহা পরীক্ষার জন্য তুমি তোমার স্ত্রীকে মাঝে মাঝে বিরক্ত কর, তোমার এই সাফাই শুনিয়া অবাক্‌ও হইলাম, উদ্বিগ্নও হইলাম। এরূপ পরীক্ষার মধ্যে কোন্ সুফল আছে? পরীক্ষা করিতে যাইয়া অনেক পরীক্ষকের নিজেরই যে সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায় ইহা কি তুমি জান না?

সংযমের ব্রত নিয়া তারপরে উহা কতদূর দৃঢ় হইল, তাহা পরীক্ষার

ব্যাপারে আর আগ্রহী হইও না। এরূপ চেষ্টা হইতে সর্ব্বতোভাবে দূরে থাকিও।

তোমরা যে সংযমের ব্রত নিয়াছ, তাহার একটা গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। তার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পথ চল। বৃথা কৌতূহলকে জীবনের মঙ্গল ব্রতের মধ্যে প্রবেশ করিতে দিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩১)

হরি-ওঁ

মঙ্গলকুটীর

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭২

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

উপাসনা তাড়াতাড়ি সারিয়া উঠিলে মনে হয়, কাঁচা তরকারী রান্না করিয়া নামাইয়া রাখিয়াছ। তোমার এই কথাটী পড়িয়া মুগ্ধ হইলাম। উপাসনা যাহার ভাল লাগে না, তাহার দীক্ষা বৃথা। উপাসনা যাহার ভাল লাগে, সে তোমার মতই অসিদ্ধ বা অর্দ্ধসিদ্ধ তরকারী খাইতে অসম্মত হইবে।

নামে লাগিয়া থাক। তোমার জীবনে নামের জয়-জয়কার হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩২)

মঙ্গলকুটীর

হরি-ওঁ

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তুমি নিজেকে দীন, হতভাগ্য, পাপী ও পতিত বলিয়া ভাবিও না। তোমার ভিতরে ব্রহ্ম আছেন, নিজেকে পাপ ও লিপ্ততার ঊর্দ্ধে টানিয়া তোল। কেন সারা জীবন কেবল হাহাকার করিবে?

সাধ্যমত ব্রহ্মচর্য্য পালনের চেষ্টা কর। এই চেষ্টা হইতেই সর্ব্বদিকে কল্যাণের অভ্যুদয় হইবে। ব্রহ্মচর্য্য কুশল-কল্পতরু, মঙ্গলের নির্ঝর, প্রেমের আশ্রয়।

ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি অবিশ্বাসীদের জীবনের সমস্যাসমূহ যেমন ভয়ঙ্কর, ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি অনুরাগী ব্যক্তির কিন্তু তেমন নহে। চেষ্টা করিয়াও হয়ত তুমি পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিতে পার নাই, অনিচ্ছা সত্ত্বেও কতবার কত ভুল করিয়াছ, কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য-পালনের যে একটী অকপট সদিচ্ছা তোমার ছিল, তাহাই তোমার ভাবী অভ্যুদয়ের মূলাধার হইয়া থাকিবে। ব্রহ্মচর্য্যে বিশ্বাস কর, অবিশ্বাসীদের কথায় কর্ণপাতও করিও না। তাহাদের কুযুক্তিগুলিকে এক কথায় বিদায় দিয়া দাও।

কাঁদিও না। কেবল কাঁদিয়া লাভ নাই। পুরুষকার আশ্রয় কর, পুরুষকারকে প্রয়োগ কর, পুরুষকারের প্রভাবে যাত্রাপথের সহস্র বিঘ্নকে পদাহত ও পরাহত কর। বিশ্বাসের বলে বলীয়ান হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৩)

কলিকাতা

হরি-ওঁ

১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, নববর্ষের প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সংগঠন কথার মানে সম্যক্ রূপে গঠন, সুন্দর রূপে গঠন, অসামান্য ভাবে গঠন। মানুষের মনে নিত্য নূতন চিন্তাধারার স্পর্শ দিয়া তাহার উষর হৃদয়ে নূতন হরিৎ-শোভার সৃষ্টি করার নাম সংগঠন। একাজ হাতে নিলে ধারাবাহিক প্রযত্নে কাজ চালাইয়াই যাইতে হয়, থামিলে চলিবে না। একাজের আরম্ভ আছে, শেষ নাই।

তোমার জগন্মঙ্গলকারিণী চিন্তাগুলিকে বারংবার প্রতিটি মানুষের মনের দুয়ারে আনিয়া দাঁড় করাও। তাহারা নিজেদের রুচি-সম্মত ভাবে ও স্বাধীন বিচার অনুযায়ী যে যতটুকু গ্রহণ করিবার, করুক। মানুষকে জোর করিয়া, জিদ করিয়া, স্বভাবের বিরুদ্ধে কতকগুলি মতামত হজম করিতে বাধ্য করার কোনও প্রয়োজন নাই। তাহার সজাগ সত্তাকে সে যাহাতে নিজের চেষ্টায় চিনিতে পারে এবং তাহার সহজাত সভাবকে সে যাহাতে নিজের উপলব্ধি দ্বারা বুঝিতে পারে, তাহাকে সেই বিষয়ে সহায়তা করার নামই সংগঠন। চিন্তার জগতে মানুষ অবিরাম সৎসঙ্গ করিয়া যাউক। সে যেন অসৎসঙ্গ হইতে নিজেকে সর্ব্বদা সর্ব্বথা মুক্ত রাখিতে পারে। এই দিকে তোমাদের শক্তি, সামর্থ্য, অধ্যবসায় ও দৃষ্টিকে উদ্যত রাখিবার কথাই আমি নিয়ত তোমাদিগকে বলিতেছি।

তোমার দীক্ষিত গুরুভ্রাতারা অনেকে সমবেত উপাসনায় আসে না। আরে, ইহারা যে হুজুগে দীক্ষা নিয়াছিল! তাই সপ্তাহে একটী দিন দুই আড়াই ঘণ্টার জন্য ভগবানের নামে একত্র হইতে পারে না। চায়ের দোকানে আড্ডা দিবে অথবা অকারণে নিজ দোকানে বসিয়া ঝিমাইবে, তবু সমবেত উপাসনায় আসিবে না। এইরূপ উদাসীন প্রকৃতির কর্ত্তব্যবিমুখ লোকেরা আর কদাচ কোনও দীক্ষার ঘরে প্রবেশ করিতে যাহাতে না পারে, তার জন্য তোমরা খড়্গহস্ত হইয়া যাও। আমি ত' তোমাদের অনুরোধে পড়িয়া অনেক লোককে দীক্ষা দিয়াছি। শিষ্য বাড়াইবার দিকে আমার রুচি নাই। নিরাশ্রয়, অনাথ, পতিত, উৎপীড়িত দেখিলে করুণায় হৃদয় বিগলিত হয় কিন্তু দীক্ষা নিবে অথচ সাধন করিবে না, আমার শিষ্য বলিয়া আত্মপরিচয় দিবে অথচ সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনায় আসিয়া সকলের সঙ্গে বসিবে না, ইহা ত' সহনীয় নহে। সমবেত উপাসনাতে আমার জন্য একটী আসন থাকে। এই উপাসনাতে যোগ দিলে আমার সঙ্গ করা হয়। আমার শিষ্য হইবার পরে যাহারা আমার সঙ্গটুকু চাহিবে না, তাহারা আমার কিসের শিষ্য? তোমরা কঠোর হও, তোমরা শক্ত হও, তোমরা নিজেদের অন্তর হইতে হুজুগকে দূর কর, তোমরা একটী প্রাণীকেও এভাবে আর অকারণে দীক্ষা নিতে দিও না। সমগ্র বিশ্ব আমার শিষ্য হউক, ইহা আমি চাহি না। গুটিকতকই শিষ্য থাকুক কিন্তু তাহারা আমার বাহু হউক। হুজুগে দীক্ষা নিয়া এই অপদার্থেরা আমার সর্ব্বশক্তিকে অপব্যায়ের পথে নিয়া ফেলিতেছে, ইহারা প্রকারান্তরে আমার দীর্ঘজীবন-পথের কণ্টক, ইহারা প্রকৃত প্রস্তাবে আমার

লোককল্যানী শক্তির অপচয়-বিধায়ক। ইহারা আমার ঘাড়ের বোঝাই বাড়াইয়াছে, আমাকে এককণাও বাড়িতে দেয় নাই। ইহাদের প্রকৃত মূল্য বা যথার্থ মর্য্যাদা কি, তাহা ইহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দাও। ইহাতে কুণ্ঠা বা দ্বিধা রাখিও না। সত্যের চেয়ে বড় কিছু নাই। সত্য উদ্‌ঘাটিত করিয়া ইহাদিগকে শাসন কর।

তোমাদের গুরুভগিনীদের ব্যাপার কিন্তু বিচিত্র রূপ আলাদা। স্বামী ও পুত্রেরা বাধা না দিলে তাঁহারা উপাসনাদি অনুষ্ঠানে প্রায় সর্ব্বত্রই অগ্রবর্ত্তিনী । কেহ কেহ দুই মাইল হাঁটিয়া গিয়াও সমবেত উপাসনাটীতে যোগ দেন। মরুভূমির মধ্যে ইঁহারা যেন মূর্ত্তিমতী ঝরণা। ইঁহাদের দেখিলে প্রাণে আশা আসে, ভরসা জাগে, হৃদয়মন প্রীতি ও তৃপ্তিতে ভরিয়া যায়। শাস্ত্রকারেরা নারীজাতিকে মহাশক্তি শুধু-শুধুই বলেন নাই।

তোমার গুরুভাইরা সমবেত উপাসনায় আসেন না কিন্তু একদা যে সকল নাগরিক হল্লা করিয়া সমবেত উপাসনা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য হামলা করিতেন, বিদ্রূপ ও টিটকারীতে সকল সুযুক্তি-সংপরামর্শকে উড়াইয়া দিতেন, তাঁহাদেরই মধ্যে অনেকে আস্তে আস্তে সমবেত উপাসনায় শ্রদ্ধা সহকারে যোগ দিতেছেন, আনন্দ পাইতেছেন, এ সংবাদে আশ্চর্য্যান্বিত হই নাই। উচ্চ আদর্শ আস্তে আস্তে প্রতিষ্ঠা পায়। লোকেরা বুঝিল না বলিয়া আদর্শবানের কদাচ হতাশ হইতে নাই। আমরা আমাদের আদর্শে লাগিয়া থাকিব। কে বিরোধ করিল, কে সহায়তা দিল, এই দিকে দৃষ্টি দিবার প্রয়োজন কি? গায়ে পড়িয়া আমরা কাহারও বিরোধ করিব না, মাত্র এতটুকু সতর্কতা আমাদের প্রয়োজন।

ছাত্রদের মধ্যে মনঃপ্রাণ দিয়া কাজ কর। বয়স্কেরা অধিকাংশেই ঘুণে-ধরা বাঁশ। এই সকল বাঁশও উৎসবের দিনে কাজে আসে কিন্তু স্থায়ী গৃহ নির্ম্মাণ করিতে ঘুণে-ধরা বাঁশের ভরসা কে করে? তোমরা ছাত্রদের মধ্যে কাজে নামিয়া পড়। তাহাদের ভিতরে সংযম, ব্রহ্মচর্য্য, শৌর্য্যময় ও মহিমান্বিত জীবনের প্রতি সাগ্রহ দৃষ্টি সৃষ্টি কর। ইহাদের মনোগতি যদি ফিরাইতে পার, তাহা হইলে আগামী অর্দ্ধ শতাব্দীর ইতিহাসের মোড় ফিরাইলে বলিয়া জানিবে।

জপ-কালে হস্ত বা করাঙ্গুলি কোথায় কি ভাবে থাকিবে, তাহা নিয়া উদ্বেগের কিছু নাই। এগুলি স্বভাবতঃ যেখানে যখন থাকিলে মন সহজে নামে মজে, তখন সে ভাবেই থাকিতে দাও। আমাদের জপ ত' শ্বাসে আর প্রশ্বাসে, জোর-জবরদস্তি না করিয়া স্বাভাবিক শ্বাসে আর প্রশ্বাসে নাম করিয়া যাইও। হাত-পা যখন যে ভাবে থাকিলে দেহের আরাম, মনের আরাম, জপের আরাম তখন তেমন ভাবে রাখিবে। আমি ত' কখনও যুক্তকর থাকি, কখনো উত্তান করতলের উপরে উত্তান করতল রাখি, কখনো করদ্বয় দ্বারা দুই পার্শ্বের ভূপৃষ্ঠ স্পর্শ করিয়া অবস্থান করি, কখনো দুই হাঁটুর উপর হস্তাবক্ষেপ করি।

স্থিরসুখমাসনম্। স্থির ভাবে পরম সুখে আরামে বসিয়া নাম করিবে। যে ভাবে বসিলে একটু বেশী সময় একভাবে থাকা যায়, তাহারই নাম আসন। উগ্র, উৎকট, অস্বস্তিকর অবস্থায় বেশ কিছু-কাল বসিয়া থাকিবার নাম আসন নহে। যত জীব, তত আসন। আসনের সীমাও নাই, সংখ্যাও নাই, জানিবে।

ভগবান সব দিকে আছেন। সকল মুখেই ভগবদুপাসনা চলে। তবে উত্তর দিকে ধ্রুবতারা আছে বলিয়া এবং পূর্ব্বদিকে অরুণোদয় হয় বলিয়া ভারতে এই দুইটী দিক প্রশস্য ছিল। সকালে পূর্ব্বদিকে বসিলে অরুণোদয়ের ও সন্ধ্যায় উত্তর মুখ হইলে ধ্রুবের দিকে লক্ষ্য পড়ে। তবে এই সুবিধা মুক্তাঙ্গনেই সম্ভব।

ঈর্ষ্যা করিয়া যে যাহাই অনিষ্ট করুক, একমাত্র ভগবানের নামে সব দূর হয়। সুতরাং ভগবানের নাম করিয়া জলপড়া ফলপড়া খাইলে উপকারের সম্ভাবনা নিশ্চয়ই আছে। জল বা ফল এক্ষেত্রে আসল বস্তু নহে, ভগবানের নামই আসল বস্তু। জল আর ফলে মন দিয়া কুসংস্কারের প্রশ্রয় দিও না। ভগবানের নামেই মন দাও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৪)

হরি-ওঁ

কলিকাতা
১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

৮ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার ভোরে পুপুন্‌কী ছাড়িয়াছি, পাঁচ ছয় স্থানে থামিয়া থামিয়া রাত্রি সাড়ে বারোটায় কলিকাতা পৌছি। এই কয় দিন কেবল লোকের ভিড় ঠেলিয়াছি, পত্র লিখিব কখন? বিচিত্র সে ভিড়। একজনের উদ্দেশ্যের সহিত অন্য জনের উদ্দেশ্যের কোনো

মিল নাই, সকলে যেন সকলের বিপরীতে তাকাইতে অভ্যাস করিয়াছে। এত লোক দেখিলাম, এত মুখ দেখিলাম কিন্তু ঐক্যতানের রেশ কোথাও লেশমাত্রও নাই।

মনে হইতে লাগিল, ইহারা কি সাধন-ভজন ছাড়িয়া দিয়াছে? হা-অন্ন-জো-অন্ন বলিয়া দিবারাত্রি খাটে, অবসর কাহারও তিল মাত্র নাই কিন্তু আলস্যেরও ত' ইহাদের অন্ত-অবধি নাই। এত অনবসরে এত আলস্য আসে কি করিয়া?

কথার বিরাম কাহারো নাই কিন্তু কাজের কথা কোথায়? নূতন কথা কহিলেই হইল না, সৎকথা কোথায়? কত ভাল ভাল কথা তুমি কহিয়াছ, তাহাই শেষ কথা নহে, কত ভাল ভাল কাজ করিবার জন্য তোমার এই কথার জাল ছড়ানো হইতেছে, তাহাও ত' বিচার্য্য। হিসাবে আসিবে কাজ, শুধু কথাটুকু নহে। কাজকে কথার বন্যায় ভাসাইয়া না দিয়া কথাকে কাজের রূপ দিতে হইবে। আমি প্রতিটি জীবনের মধ্যে মনুষ্যত্বের এক সুবলিষ্ঠ আলেখ্য দেখিতে চাহিতেছিলাম।

অতি কথায় কাজ পণ্ড হইয়াছে, ক্লান্তি লইয়া কাল ভোরে রওনা হইতেছি পুপুন্‌কী। সম্ভব হইলে সেখানে গিয়া তোমাদের পত্রগুলির উত্তর দিব। কাল ভোরে কলিকাতা ছাড়িব মোটর কারে, রাত্রি সাড়ে নটায় পুপুন্‌কী মঙ্গলকুটীরে গিয়া পৌঁছিবার আশা রাখি। পরশু হইতে পুনরায় সেই খর রৌদ্র, যাহা গাত্রচর্ম্মকে ক্ষমা করে না, করে দগ্ধ। রৌদ্রে খাটিব দিনে, রাত্রে ত' আর হাজার দর্শনার্থী আমার লেখনী ধরিয়া চাপিয়া রাখিবে না।

তোমরা আশীর্ব্বাদ চাহ। মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিলে তাতে কাজ হয় না? চিঠি লিখিয়াই প্রত্যেককে আশীর্ব্বাদ জানাইতে হইবে, ইহা এক মারাত্মক আবদার। কেন তোমরা বিশ্বাস করিতেছ না যে, অন্তরের আশীর্ব্বাদই আশীর্ব্বাদ। চিঠিখানা লিখিয়া ডাকে ফেলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হও। যাহার যাহাই প্রার্থনা হউক, পূরণীয় হইলে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার অনুকূলে কাজ শুরু হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৫)

হরি-ওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম

১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

শুধু বর্ত্তমানকে লইয়াই আমি ভাবি না, আমার চিন্তা ভবিষ্যৎকে লইয়া। তোমরা প্রত্যেকে যে ভবিষ্যতের জন্য কাজ করিতেছ, তাহা স্মরণে রাখিও। বর্ত্তমানের দাবী মিটানোই বড় কথা নহে, সেই মিটানোটা যেন ভবিষ্যতের পাকা সিঁড়ি হয়। ভবিষ্যৎকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়া বর্ত্তমানকে অভিনন্দিত করিও না। বর্ত্তমানের পক্ষে অতীতে পর্য্যবসিত হইয়া যাইতে অধিক সময় লাগিবে না। যাহা আছে, তাহা থাকিবে না কিন্তু যাহা নাই, তাহা আসিবে। দূরদৃষ্টি হারাইয়া কেবল পায়ের নখের ডগায় তাকাইলেই চলিবে না।

দ্বেষ ও হিংসা চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করে, চিত্তের একাগ্রতা নাশ করে। দ্বেষাধীন ও হিংসাচ্ছন্ন মন লইয়া ভবিষ্যৎ নির্ম্মাণ নিরাপদ নয়। কর্ত্তব্য কঠোর হস্তেই করিতে হইবে কিন্তু প্রশান্ত প্রবুদ্ধ সুস্নিগ্ধ মন লইয়া। বিকাররোগীর অঙ্গাস্ফালনকে কর্ম্ম বলিয়া ভ্রম করিও না।

কর্তৃত্ব করিতে যাইয়া তোমরা নেতৃত্ব হারাইতেছ। এই সহজ সরল কথাটীকে বুঝিবার চেষ্টা কর। দেশে নেতারই প্রয়োজন, কর্ত্তার নহে। কর্ত্তার অভাব কোথাও নাই কিন্তু ইহারা নেতা নহে বলিয়া সমগ্র দেশ জুড়িয়া অন্ন, বস্ত্র, নিরাপত্তা ও আত্মসম্মান নিয়া হাহাকার চলিতেছে। কর্ত্তা নিজের ইচ্ছায় কাজ করে, অপরের ইচ্ছা অনিচ্ছাকে পরোয়া করে না; নেতা সকলের ইচ্ছার সহিত নিজের বলিষ্ঠ ইচ্ছাকে সংযুক্ত করে, সকলের ইচ্ছাকে নিজের ইচ্ছার সহিত অভিন্ন করে এবং একটীমাত্র ব্যক্তির ইচ্ছাপুরণকে সমগ্র দেশের জাতীয় ইচ্ছার পরিপূরণে পরিণত করে। এখানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কোনও চেষ্টা নাই, কোনও ষড়যন্ত্র নাই। প্রকৃত নেতা নিজের প্রভাব, প্রতিপত্তি ও প্রতিভাকে প্রকৃষ্ট রূপে সর্ব্বজনের কল্যাণে প্রয়োগ করে, সর্ব্বজনের স্থায়ী কুশল ও আত্মগৌরববোধের ভিত্তিতে সে বিনা চেষ্টায় চূড়া হইয়া পড়ে।

তোমরা নেতাও হইতে চাহিও না। সেবাই তোমাদের লক্ষ্য হউক, তাহার মধ্য দিয়া পরমেশ্বর তোমাদের নেতৃত্বকে ইচ্ছা হইলে প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

চতুর্দ্দিক হইতে আকাশে মেঘ ঘনাইয়া আসিলে বুকে সাহস

বাঁধিতে হয়, ঈশ্বরে বিশ্বাসের বল বাড়াইতে হয়। ঈশ্বরে যাহার অটল অটুট অবিচল বিশ্বাস আছে, তাহার সব আছে জানিবে।

চারিদিকের আবহাওয়া দিনের পর দিন বস্তু-তান্ত্রিক হইয়া পড়িতেছে বলিয়া তোমাদের ক্ষুব্ধ হইবার প্রয়োজন নাই। আমাদের ঈশ্বর-বিশ্বাস অটুট থাকিলেই আমাদের কাজ হইয়া গেল। তারপরে যেখান হইতে যিনি আমাদের সংস্পর্শে আসুন, আমাদের বিদ্যুদুজ্জ্বল ঈশ্বরভক্তির পরোক্ষ পরশে তাঁহারা নিজেদের অজ্ঞাতসারে স্নিগ্ধ-হৃদয় ও তৃপ্ত-মনটী নিয়া গৃহে ফিরিবেন। ফুলের যেমন সৌরভ প্রায়ান্ধকারে পথিককে বিমোহিত করে, মানুষের তেমন ঈশ্বরবিশ্বাস তর্কাতীত এক নিগূঢ় মুহূর্ত্তে নিতান্ত নাস্তিককেও বিমোহিত করে। নাস্তিকদিগকে ঘৃণা করিও না। তাঁহারা ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হইতে পারেন কিন্তু প্রকৃত ঈশ্বর-বিশ্বাসীর সম্পর্কে তাঁহাদের মন সত্যই উদার এবং শ্রদ্ধাশীল। আমি জীবনে অনেক নাস্তিক দেখিয়াছি এবং তাঁহাদের চরিত্রের এই বিশেষত্বটুকু আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। তাঁহারা ঘৃণা করেন তাহাদিগকে, যাহাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই অথচ যাহারা ঈশ্বর-বিশ্বাসের ভান করে। তাঁহারা মনে করেন, এই ভান অকারণ নহে, এই ভান নির্ব্বোধদিগকে প্রবঞ্চনা করিবার জন্য, দুর্ব্বলদিগকে উৎপীড়ন করিবার জন্য, নিজেদের স্বার্থ ও পরমার্থ সম্পর্কে অচেতন নারীপুরুষদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া নিজেদের স্বার্থসমূহ উদ্ধার করিবার জন্য। তাঁহাদের এই ধারণা একেবারেই অলীক বলিয়া মনে করিতে পার না।

তোমরা অপরের আস্তিক্য ও নাস্তিক্য নিয়া বিচারে না মাতিয়া নিজেরা প্রাণপণে সাধন করিয়া যাইতে থাক। সাধকের সাধনাকে

নাস্তিকেরা নিষ্প্রয়োজন বা ব্যর্থ শ্রম মনে করিতে পারেন কিন্তু প্রকৃত সাধককে তাঁহারা মনে মনে শ্রদ্ধা করেন। পূজাও যে করেন না, এমন বলিতে পারি না। বাহিরে নাস্তিককে যাহাই দেখ, নাস্তিক কেবল নাস্তিকই নহেন, সত্যের সমাদরকারী তিনি এক নির্ভীক পুরুষ। সত্যে তাঁহার লক্ষ্য বলিয়া ভণ্ডামিতে তাঁহার এত বিদ্বেষ। লোকমত সাধন-ভজনের অনুকূল নহে বলিয়াই তোমরা সাধন করিবে না, ইহা কোনও কাজের কথা নহে। লোকমাত্রই প্রকৃত সাধকের প্রতি ভক্তিশীল এবং ভণ্ডামির প্রতি নিন্দাপরায়ণ। নিজ জীবন হইতে ভণ্ডামিকে নির্ব্বাসিত করিয়া যদি চলিতে পার, তোমার আত্মকর্ম্ম তোমাকে কেবল বলদানই করিবে না, যশোদানও করিবে। তবে, সাধকদের পক্ষে প্রতিষ্ঠাকে শূকরী-বিষ্ঠা বলিয়া মনে করিতে হয়, একথাও মনে রাখিও।

সাধন-ভজন না করিলে কেবল দীক্ষা দ্বারাই কেহ শিষ্য নামের যোগ্য হয় না। গুরু হওয়া যেমন কঠিন ব্যাপার, শিষ্য হওয়াও তদ্রূপ। কাণে একটী মন্ত্র শুনাইয়া দিলেই কেহ গুরু হয় না, গুরুকে আরও অনেক কিছু করিতে হয়। শিষ্যের কল্যাণে তাঁহাকে অনেক কিছু স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে হয়। অনেক কৃচ্ছ্র সাধিতে হয়। শিষ্যকেও তেমন সাধন করিতে হয়। অনেক গুরুদেবেরা শিষ্যের পক্ষে গুরুকে অর্থ, তৈজস, বস্ত্রাদি দান বাধ্যকর করেন,—আমি ইহা নিষ্প্রয়োজন জ্ঞান করি। কিন্তু শিষ্য হইলে সাধন করিতেই হইবে। বাপ বলিয়া ডাকিলেই কেহ পুত্র হয় না, পিতার ঐতিহ্যকে জগতের কল্যাণের জন্য সম্প্রানিত করিয়া চলিতে হয়; নতুবা পুত্র-পরিচয় মিথ্যা। গুরুমুখ করিলেই কেহ শিষ্য হয় না। শিষ্যকে সাধন করিতে হইবে। সাধনে

যাহার অনিচ্ছা, সাধনে যাহার অরুচি, সাধনে যাহার অনাদর, সে কেন নিজেকে কাহারও শিষ্য বলিয়া পরিচিত করিবে? এরূপ পরিচয়-দানে গুরুকে অসম্মানিত করা হয়।

সাধনের ফল অমৃতময়। সাধন করিতে করিতে তাহার আস্বাদন পাওয়া যায়। আম গাছে কয়টা আম, ইহা আমি গণিলে আমের স্বাদ রসনায় জাগে না। আমটি আনিয়া মুখে পুরিয়া দিলে তবে তার স্বাদ অধিগম্য হয়। দীক্ষা যে নিয়াছে, সে মনের দ্বিধা দূর করিয়া সাধন-কর্ম্মে লাগ। প্রখ্যাত অশ্বিনী কুমার দত্ত এবং প্রখ্যাততর বিপিন চন্দ্র পাল গুরুবাদে এবং দীক্ষায় বিশ্বাসী ছিলেন না। বাংলার প্রখর যুক্তিবাদের দিনগুলিতে তাঁহাদের জন্ম, কর্ম্ম ও জীবন-যাত্রা। তবু মনের সাময়িক এক প্রেরণায় ইঁহারা গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণের নিকটে ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। দীক্ষা নিয়া ইঁহারা সাধন করিয়াছিলেন, সাধনে অবহেলা করেন নাই। সাধন করিয়া ইঁহারা যে সকল আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ করিয়াছিলেন, মহাবাগ্মী হইয়াও ইঁহারা তাহা প্রচার করেন নাই। কিন্তু এই সকল যুক্তিবাদী ব্যক্তিও সত্যনিষ্ঠ ছিলেন বলিয়া সাধনকর্ম্মে অবহেলা করেন নাই। ফোঁটা-তিলক না কাটিলে, জটাজুট না রাখিলে, ত্রিশুল-করঙ্ক ধারণ না করিলে সাধন হয় না, এমন কোনও কথা নাই। সাধন অন্তরঙ্গ বস্তু। ইহা লোক-দেখান কাজকর্ম্ম না করিয়াও করা যায়, হাজার দায়িত্ব-পালনের ফাঁকে ফাঁকেও করা যায়। সাধন যে করে, সে সাধনের ফল পায়। এই ব্যাপারে কোনও চোরা কারবার চলে না।

সাধন করে না বলিয়াই অধিকাংশ মানুষের সৎকর্ম্মে রুচি নাই,

Collected by Mukhrjee TK, Dhanbad

সদনুষ্ঠানে ত্যাগ নাই, সৎপ্রয়াসে দান নাই। ইহারা জন্মগ্রহণ করে আর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে, এই দুইটী কথা ছাড়া নিজেদের জীবনে আর কোনও ঘটনাকে সত্য বলিয়া দাবী করিতে পারে না। ইহাদের শিক্ষার্জ্জন, বিবাহ, অপত্যোৎপাদন, আত্মীয়-কুটুম্বের প্রতি ব্যবহার এবং সংসারের সহস্র বস্তুর প্রতি ঘৃণা অথবা আকর্ষণ, কোনওটাই কোনও এক সুমহতী চরিতার্থতার দিকে অগ্রসর হয় না। স্রোতের ফুল বন্যার জলে ভাসিয়া চলিয়াছে, কোথাও মলস্তূপে গিয়া ঠেকিতেছে, কোথাও বা দেব-মন্দিরের পার্শ্ব ঘেঁষিয়া ছুটিয়াছে, কিন্তু কোনও ব্যাপারের মধ্যেই নাই কোনও আত্মপ্রসাদ, নাই কোনো আত্মানুভূতি। বিচিত্র এই ব্যর্থতা এবং ব্যর্থতার মালা গাঁথিতে গাঁথিতেই কেহ পঞ্চাশ, কেহ সত্তর, কেহ একশ বছর বিতাইয়া দিল। কি লাভ এমন জীবনে?

তোমরা সাধনে লাগিয়া যাও। চিত্তের মধুময়ী স্থিতির মধ্য দিয়া সাধনের ফল অগৌণে প্রত্যক্ষ কর। ইহাতে তোমাদেরও লাভ, জগতেরও লাভ।

সাধন একাই করিও না। বিবাহিতেরা স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া সাধন করিও। অবিবাহিতেরা নিজ নিজ পরিজনদিগকে সাধন-কর্ম্মে উৎসাহিত করিও। একাকী নহে, ত্রিভুবনের সকলকে লইয়া তোমরা অমৃতসাগরে অবগাহন করিবে। দেবতারা দৈত্যদের বঞ্চিত করিয়া অমৃত চাহিয়াছিল। তোমরা সুরাসুর সকলকে বণ্টন করিবার জন্য অমৃতসাগর মন্থন করিবে। বিবাহিত জীবনের এক সুবলিষ্ঠ, সুন্দর, অনবদ্য আদর্শ আমি আমার সাহিত্যের মধ্য দিয়া পরিবেশন করিয়াছি। বহিগুলির কয়েকটা

সংস্করণ হইয়া গেল, অতএব লক্ষ লক্ষ লোকে তাহা পড়িয়াছ, ইহা ধরিয়া লইতে পারি। যাহা পড়িয়াছ, যাহা পড়িতে ভাল লাগিয়াছে, যাহা পড়িয়া প্রশংসা করিয়াছ, তাহার নির্দ্দেশগুলি অনুসরণের জন্য কেন তোমাদের চেষ্টা থাকিবে না? সদ্‌গ্রন্থ কি লোকে রচনা করে কেবল লাইব্রেরীর শোভাবর্দ্ধনের জন্য? স্বামী এবং স্ত্রী মিলিত হইয়া সাধন করিলে তাহাদের সংযমের বল দুর্দ্ধর্ষ হইয়া থাকে। ভবিষ্যতের বলবরেণ্য সংগ্রামকুশল নিত্যজয়িষ্ণু মহাজাতি সৃষ্টির মূল-রহস্য কৃত্রিম জন্ম-শাসনে নহে, সাধনে। উপলব্ধিমান্ দিব্য পুরুষদের এই অনুশাসন ভুলিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৬)

হরি-ওঁ

মঙ্গলকুটীর
১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার কার্ডখানা পাইলাম। যেখানে আসিয়া পড়িয়াছ, সেখানেই নিজ পৌরুষবলে নিজ ভাগ্য রচিয়া লইবার চেষ্টা কর। তোমাদের অধিকাংশেরই আশ্রম-বাসের সঙ্কল্প এক প্রকারের পলায়নী বৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নহে। এখানে আসিয়া যখন দেখিবে যে, দিবারাত্র খাটিতে হয়, তখন দুই সপ্তাহ পার না হইতেই উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিবে।

এই দৃশ্য আমি বিগত আটত্রিশ বৎসর ধরিয়া দেখিতেছি। তোমার আশ্রমবাস একটীমাত্র ব্যক্তির আশ্রমবাস নহে, পাঁচটী মানুষের আশ্রমবাস। এই পাঁচটী মানুষ এখানে আসিয়া কি কাজ করিবে? তোমাদেরও বাঁচিয়া থাকা চাই, প্রতিষ্ঠানটীকেও বাঁচিয়া থাকিতে দেওয়া চাই। মানুষ যাহাতে পরমুখাপেক্ষী না হয়, মানুষ যাহাতে সমগ্র জীবন নিজের পায়ে ভর করিয়া চলিতে পারে, জগতে গলগ্রহদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া সংসার-সমস্যাকে কেহ জটিলতর না করে, তাহার শিক্ষা আবাল্য দিবার জন্যই এক প্রতিষ্ঠান আমি গড়িয়া তুলিবার দূর্জ্জয় সঙ্কল্পে জীবনপন পরিশ্রম করিতেছি। এখানে তোমরা আসিয়া কি করিবে?

যে যেখানে আছ, সে সেখানে থাকিয়াই প্রতিকূল অবস্থাকে সংগ্রাম দাও। সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হইয়া আশ্রমে আশ্রয় নিবে, এই মনোবৃত্তির প্রশয় আমি কদাচ দেই না। যুদ্ধ তোমাদের করিতে হইবে এবং যুদ্ধ করিয়া জয়ীও হইতে হইবে। যুদ্ধভীতের ক্রন্দন আমি শুনিতে চাহি না।

দেশমধ্যে কত কত সৎপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে। কত কত কৃতী সাধক কত কত সারস্বত তীর্থ রচনা করিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিতে ভিক্ষা-লোলুপতা রহিয়াছে বলিয়া অন্যনিরপেক্ষ পূরষকার প্রবুদ্ধ আত্মবশ পূরুষসিংহদের আবির্ভাব সেখানে প্রায়ই সম্ভব হইয়া উঠিতেছে না। এই জন্যই আমি বুকের একটী একটী করিয়া পাঁজর হোমাগ্নিতে দগ্ধ করিয়া তিলে তিলে যেই প্রতিষ্ঠানটীকে পরিপূর্ণ স্বাবলম্বনের উপরে নির্ম্মাণ করিবার চেষ্টায় রহিয়াছি, সেখানে তোমরা

আমার দয়াদত্ত অন্নে বাঁচিয়া থাকিবার অভিলাষ করিয়া সপুত্রকন্যা কি করিয়া আসিবার জন্য ব্যকুল হও? এখানে আসিলে আমারই ন্যায় কঠোর শ্রম করিতে করিতে এই অনাতিথেয় বন্ধুর মরুভূমিতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হইবে। তার চেয়ে, যে যেখানে গিয়া পড়িয়াছে, সেখানেই একবার মৃত্যুপণ পরিশ্রম করিয়া দেখ না, বাঁচিবার পথ আবিষ্কৃত হয় কি না! মৃত্যুতে যার ভয় নাই, তার বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার এ জগতে কে কাড়িয়া নিতে পারে?

দিন যত যাইতেছে, মানুষের লোভ তত বাড়িতেছে। যাহাদের ক্ষমতা আছে, তাহারা অন্যের প্রাপ্য অন্ন কাড়িয়া নিয়া যাইতেছে। যাহারা নিরীহ, শান্তিপ্রিয় ও সরল, তাহাদের কঙ্কালের উপরে দুর্ব্বৃত্ত দস্যুদের সপ্ততল হর্ম্ম্যরাজি উঠিতেছে। এই পরিস্থিতিতে সংগ্রাম দেখিয়া ভয় পাইলে যে তোমরা নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে! পায়ের নীচে যে যেখানে সাড়ে সাত ইঞ্চি মাটি পাইয়াছ, সে সেখানে ঐ মাটিটুকুর উপরেই শক্ত হইয়া দাঁড়াও। বন্য হস্তী আসিলে নড়িও না, অগ্নি সংযোগকারীরা আসিলে পলাইও না, গুপ্ত-ঘাতকেরা আসিলে স্থানত্যাগ করিও না, বিষপ্রদায়কেরা আসিলে ভয় পাইয়া যাইও না, নারী-ধর্ষকেরা আসিলে ক্ষমাপর হইও না। দাঁত দিয়া মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া থাক। দুর্দ্ধর্ষ জিদ লইয়া তোমাদের আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে হইবে।

দুর্ব্বল বাহুতেও কিছু বল থাকে। তবে, সে বল প্রচুর নহে। তিনটী দুর্ব্বল মিলিলে একটী সবল পুরুষের কাজ করিতে পারে। ঐক্যের ইহা মহৎ মহিমা। আবার, একটী সবল মানুষ একশত শত্রুকে

ঠেকাইতে পারে। চারিদিকের মানুষরূপধারী জন্তুরা শত্রুতা করিতে আসিতেছে বলিয়া পলায়ন করিবে, ইহা একটা যুক্তিই নহে। যুদ্ধ করিয়া যাহারা স্বাধীনতা পায় নাই, তেমন জাতির দেশে মাৎস্যন্যায় প্রবর্ত্তিত হওয়া অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু এক স্থানে বিপদ বা অসুবিধা দেখিলে সঙ্গে সঙ্গে আবার অন্যত্র ছুটিবে, ইহারই বা সার্থকতা কি? যে বিপদ তোমার প্রথম স্থানে ঘটিয়াছে, দুরবর্ত্তী দ্বিতীয় স্থানে তাহা ঘটিবে, না, তাহার নিশ্চয়তা কি? অযোগ্য লোকদের উপরে যখন রাজ্য চালাইবার ভার আসিয়া পড়ে, তখন সাধারণ লোককেই নিজের সম্মান, নিজের নিরাপত্তা, নিজের সুখশান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বজ্রপুরুষ হইতে হয়। যে দেশে যে যুগে চারিদিকে ডাকাতেরা আট হাত লম্বা লাঠি লইয়া বিচরণ করিতেছে, সে দেশে সে যুগে তুমিই বা তোমার হাতের প্রহরণটী ফেলিয়া দিবে কেন? সংগ্রাম যদি সম্মুখে আসিয়াই পড়িয়াছে, হার-জিতের কথা ভুলিয়া গিয়া তাহাকে অর্ঘ্য দাও, অভিনন্দন দাও, মুখের মত প্রত্যুত্তর দাও, আত্মজীবন বিসর্জ্জন দিয়া হইলেও তার রূঢ় গর্জ্জন চিরতরে স্তব্ধ করিয়া দাও।

তোমার ব্যক্তিগত ভাগ্যকে সমগ্র দেশের ভাগ্যের সহিত মিলাইয়া দাও, সমগ্র দেশের কুশলকে নিজের অসহায়তা প্রতীকার-প্রচেষ্টায় পরিণত কর। একাকী একটী মাত্র মানুষ থাকিয়াও দেশের কোটি কোটি মানুষের সহিত একাত্ম হও। তোমার জীবন তাহাদের সকলের জন্য হউক, তোমার ত্যাগ, দুঃসাহস, দুর্জ্জয় সংগ্রাম তাহাদের সকলের প্রয়োজনে লাগুক। নিজেকে একটী ব্যক্তি-মানুষ না ভাবিয়া সমষ্টি-মানবের অংশরূপ জ্ঞান কর। তোমার অন্তরের হাহাকার বিদূরণের

উপায় স্বরূপে গ্রহণ কর সেই কর্ম্মপন্থাকে, যাহা সমস্ত দেশে কোটি কোটি মানুষের হাহাকার বিদূরণেরও উপায়। দুঃখের এই অসহায় নির্য্যাতনের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতেই হইবে কিন্তু সকলকে ভুলিয়া গিয়া, সকলকে ছাড়িয়া দিয়া তোমার একার মুক্তির কোনও অর্থই নাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৭)

হরি-ওঁ মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী

১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

মণ্ডলীকে আমি তোমাদের গুরুবিগ্রহ বলিয়াছি। অর্থাৎ অখণ্ড মণ্ডলীটী আমার আত্মিকী তনু। ইহা আমার আত্মিকী তনু বলিয়াই আমার বাঙ্ময় তনু-স্বরূপ অখণ্ড-সংহিতা তোমাদের মণ্ডলীর যে-কোনও অনুষ্ঠানের সদ্যঃ প্রাক্-পাঠ্যা। অর্থাৎ, অনুষ্ঠানটুকুর মধ্যে আর অখণ্ড সংহিতা পাঠের মধ্যে অন্য কোনও সর্গ বা উপসর্গ জুটান হইবে না।

মণ্ডলী তোমাদের গুরুবিগ্রহ কিন্তু তোমরাও আমারই স্বরূপ। আমি-তোমাদিগকে কদাচ বলি নাই যে, আমার পূজা কর কিন্তু একথা বলিতে ভুলি নাই যে, আমি তোমাদের নিত্যসঙ্গী। কেহ নিত্যসঙ্গী

Collected by Mukhrjee TK, Dhanbad

হইলে এবং সত্যকারের অন্তরঙ্গতা জন্মিলে উভয়ে অভেদ অভিন্ন একাত্ম হইয়া যায়। তোমাদের প্রত্যেকের সহিত আমি অভিন্ন। আমাতে যদি কোনও মহনীয় বিশেষত্ব থাকে, তবে তোমাদের মধ্যেও তাহার প্রস্ফুটন স্বাভাবিক। আবার আমার সহিত তোমরা প্রত্যেকে অভিন্ন বলিয়া তোমরাও পরস্পর পরস্পরের সহিত অভিন্ন। এই অভিন্নত্ব-বোধ উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হইলে তোমরা প্রতিজনে এক একটা দুরন্ত-শক্তিশালী সুমহৎ প্রতিষ্ঠান। আমি একদা রহিমপুরে (পূর্ব্ববঙ্গ) একশত আটটী আশ্রম স্থাপনের কল্পনা করিতেছিলাম। মোচাগড়া, মেটংঘর, বড়ইয়াকুড়ি, পূর্ব্বধৈর প্রভৃতি স্থানে বিদ্যুতের গতিতে একটার পর একটা শক্তির আধার স্বরূপ আশ্রম মাথা জাগাইয়া তুলিতেছিল। ফেণী, কৃষ্ণরামপুর, পরশুরাম আদি স্থানে আশ্রম গড়িয়া উঠিতে বেশী দেরী লাগে নাই। চারিদিকের মানুষেরা বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে একটা অযাচক সন্ন্যাসীর অভাবনীয় কীর্ত্তি দেখিতে দেখিতে আমাকে দেবতা বা ঈশ্বরের পর্য্যায়ে নিয়া ফেলিতেছিলেন। কিন্তু দেবতা বা ঈশ্বর ত' আমি হইতে চাহি না। অপর কাহাকেও দেবতা বা ঈশ্বর রূপে পরিগণিত হইতে দেখিলেও তাহার মধ্যে জড়বাদ-নিপীড়িত নিষ্পেষিত দুর্ব্বল মানুষগুলির নব-অভ্যুত্থানের কোনও সূত্র খুঁজিয়া পাই না। আমি চাহিয়াছি মানুষ হইতে, একটী খাঁটি মানুষ, একটী নির্ভীক্ মানুষ, একটী পুরুষকার প্রবুদ্ধ পরাক্রান্ত মানুষ, আর চারিদিকে তেমন মানুষদেরই অবির্ভাবের পানে বারংবার তৃষিত নয়নে তাকাইতেছিলাম। জন্মভূমি হইয়াও আজ পূর্ব্ববঙ্গ আমাদের অনেক দূরে, সুতরাং মানুষ-সৃষ্টির কল্পনা দেশান্তরে রূপ লইবার চেষ্টা পাইতেছে। সতেরো বৎসর স্বাধীনতার সুখভোগ করিয়া যে মানুষগুলি

দেশের খাদ্য, ঔষধ ও ভাগ্য লইয়া ছিনিমিনি খেলিল, তাহারা যদি সত্যিকারের মানুষ হইত, তাহা হইলে নবযুগের নূতন মানুষেরা আজ ঝড়ের বেগে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিত এবং আত্মোৎসর্গের মহান্ যজ্ঞ-শালায় আত্মদান করিয়া মানুষ নামের মহিমাবর্দ্ধন করিত। কিন্তু আজিকার অবস্থা যাহাই হউক, মানুষ গড়ার স্বপ্ন আমার টুটে নাই, ভারতবাসীর ভবিষ্যতে আমার বিশ্বাস টলে নাই। তাই আমি তোমাদিগকে আমার পূজা ছাড়িয়া আমার সহিত অভিন্নত্ব-বোধের দিকে আগাইয়া দিতে চাহিয়াছি। আমার সহিত যাহারা অভিন্ন, তাহারা পরস্পরেও অভিন্ন। এই বোধ হইতে মহাসংহতির সৃষ্টি হইবে এবং সেই সংহতি মহত্তর শক্তির নিত্য উৎপাদন করিবে। তোমরা মণ্ডলী স্থাপন করিয়া এই কথাটী মর্ম্মে মর্ম্মে স্মরণ রাখিবে।

দীক্ষা নেয় অথচ সাধন করে না, এমন হতভাগ্যেরা কৃপারই পাত্র। তোমরা তাহাদিগকে ঘৃণা করিও না। কেবল আমার শিষ্যেরাই এই দোষে দোষী, তাহা মনে করি না। অন্যান্য গুরুদেবদের শিষ্যভাগ্যও হয়ত কতকটা এই রকম। তবে তারতম্য আছে। কেহ তর, কেহ তম। এই তারতম্যের একটী কারণ এই যে, প্রায় সকল গুরুরাই নিজ নিজ শিষ্যদিগকে গুরুকেই ভগবান জ্ঞানে ভজনা করিতে উপদেশ দেন। আমি দেই না। গুরুকে ভগবান বলিয়া ভাবিবার মধ্যে সাধন-পথিকের একটা মস্ত সুবিধা রহিয়াছে। তাহা এই যে, পার্থিব ভাবে গুরুদেবের স্নেহকে বাক্য, ব্যবহার বা সুদৃষ্টির মধ্য দিয়া অনুভব করা সহজ বলিয়া তাঁর প্রতি একটা গভীর ভক্তি ও অনুরক্তি আপনা আপনি সৃষ্ট হইয়া যায়। এ যেন কর্কশ বন্ধুর পথে পীচ দিয়া রাস্তা মসৃণ করার মত একটা বিশেষ অনুকূলতা। পীচের রাস্তায় পথ চলিতে

পদদ্বয়, সাইকেল বা মোটরে ঠোক্কর কম লাগে। খুব সম্ভবতঃ এই কারণেই গুরুতে ঈশ্বর-বুদ্ধি আরোপ প্রচলিত হইয়াছিল। ইহা আমি গুরুদেবদের চালাকি বা শয়তানী বলিয়া জ্ঞান করি না। শিষ্যের দ্রুত অগ্রগমনের সহায়তার জন্যই যেন সাইকেলের হুইলে মবিল ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে মৌলিক সদুদ্দেশ্য বজায় রহে না। এই পাপেই গুরুতে ঈশ্বরবুদ্ধি বর্ত্তমান যুগে অতি সঙ্গত ভাবেই নিন্দিত হইয়াছে।

যিনি যেই গুরুরই শিষ্য হউন, শিষ্যের প্রতি তাঁহার গুরুদেবের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ যাহাই হউক কিম্বা সাধন-ধর্ম্মে অর্থাৎ অনুশীলনীয় ইষ্টমার্গে পৃথিবীর একজনের সহিত অপর জনের যতই পার্থক্য বা বিরোধ থাকুক, আমাদের নিকটে সেই বিরোধটা বড় কথা নয়। আমরা সকল মার্গাবলম্বী সাধককেই আমাদের সমবেত উপাসনায় ডাকিয়া আনিয়া বসাইতে পারি। এই স্থানে কালের বুকে আমরা একটা অক্ষয় বিজয়স্তম্ভ রোপন করিয়াছি জানিবে। এই আত্মশ্রদ্ধা লইয়া প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত সমবেত উপাসনা চালাইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৮)

হরি-ওঁ

মঙ্গলকুটীর পুপুন্‌কী

১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭২

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্রখানা পাইয়া আনন্দিত হইলাম। আনন্দের প্রধান কারণ এই যে, আমার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে না আসিয়াও তুমি দূর হইতে আমার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া রহিয়াছ। ভাবের ঐক্য এক অসাধারণ ঐক্য। এই ঐক্য সকল পরকে আপন করে, সকল দূরকে নিকট করে, সকল বিদেশকে স্বদেশ করে। তোমার অন্তর জ্যোতিস্ময়ী অনুভূতি সমূহের দ্বারা পরিপূর্ণ হউক, এই আশীর্ব্বাদ করি।

কুমারী মেয়ে, ব্যবহারে সরল, সকলের প্রতি সহজ-বিশ্বাস-পরায়ণা, এমন মেয়েরা যদি রেলে, বিমানে, অফিসে, কারখানায় বা দোকানে চাকুরী করে, তাহা হইলে লাম্পট্যের বিলাস-বৈজয়ন্তীর স্তুতিপূজার এই যুগে তাহার অবস্থা পদে পদে বিঘ্নসঙ্কুল হয়। শকুনীগুলি গো-ভাগাড়ের দৃষ্টি লইয়া চারি দিক হইতে ছোঁ মারিবার জন্য ছুটিয়া আসে এবং কুমারী মেয়েটিকে যদি নিজেদের অভিলাষানুযায়ী পরিচালিত না করিতে পারে, তাহা হইলে মোক্ষম্ অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে মিথ্যা, কল্পিত, জঘন্য ও নির্ম্মম অপবাদকে, যাহা বারংবার শুনিতে শুনিতে সাধারণ নিরীহ লোকেরা পরিণামে বিশ্বাস করে এবং নির্দ্দোষ নিরপরাধ চিরপবিত্র মেয়েটিকে হেয় দৃষ্টিতে দেখে। ইহা একা তোমারই ভাগ্যে ঘটে নাই, আরও হাজার হাজার কুমারী মেয়ের ভাগ্যে ঘটিয়াছে। কিন্তু যাঁহারা সত্য সত্য তেজস্বিনী, তাঁহারা এই অগ্নিপরীক্ষায় সীতার ন্যায় অনায়াসে উত্তীর্ণা হইয়া গিয়াছেন, আগুনের একটা হল্কাও তাঁহাদের বিন্দুমাত্র অনিষ্ট করিতে পারে নাই।

তোমাকে প্রহার করিবে, রাস্তায় উপরে অসম্মান করিবে, এই সকল ভীতিপ্রদর্শনকে একেবারে অমূলক মনে করিবার উপায় নাই

Collected by Mukhrjee TK, Dhanbad

কারণ কামান্ধ পুরুষেরা রাগের ঝোঁকে কি যে করিতে পারে আর কি যে করিতে পারে না, তাহার স্থিরতা নাই। তুমি কিন্তু কোনও অবস্থাতেই ইহাদের অন্যায় অভিলাষ পূরণের দিকে তিল মাত্র দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিও না। তুমি দৃঢ় হইয়া এবং সাবধান হইয়া নির্ভয়ে নিজের পথ চল। এই সকল নীচাত্মা পুরুষেরা না করিতে পারে, হেন কাজ নাই কিন্তু ইহারা কোনও অনিষ্ট সত্যই ভবিষ্যতে করিবে ভাবিয়া তাহা হইতে নিজেকে বাঁচাইবার আশায় ইহাদের হাতের ক্রীড়নক হইলে তোমাকে আরও অধিক দুর্ভোগ ভুগিতে হইবে। শারীরিক উৎপীড়নের ভয়ে বা অকথা অপবাদ হইতে বাঁচিয়া যাইবার আশায় এই সকল পশুদের সহিত সামান্য কোনও আপোষের সূত্র খুঁজিয়া বাহির করিবার পরে ইহারা আক্রান্তা কুমারীর কেবল সতীত্বহানিই ঘটায় নাই, অতীতের অনেক ইতিহাসে ইহার প্রমাণ রহিয়াছে যে, যাহাকে বশীকৃত অবস্থায় পাইলে অন্য কোনও হানি করিবে না বলিয়া দুষ্টেরা প্রতিশ্রুতি দিয়াছে, তাহাকে সঙ্গোপনে যথেচ্ছ ব্যবহার করিবার পরে ভবিষ্যতে তাহার অভিযোগ করিবার উপায় বিনাশ করিবার জন্য অন্যতর দুষ্টদের দ্বারা দুরন্ততর কদাচার ও অত্যাচার করাইয়াছে। যতক্ষণ তুমি ভীতিগ্রস্তা হইয়া একজনেরও পাপ ইচ্ছার প্রশ্রয় দাও নাই, ততক্ষণ তুমি যতটা নিরাপদ ছিলে, ইহার অধীন হইবার পরে সেই নিরাপত্তা তোমার একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল। তখন তুমি নিজেকে সমাজের মধ্য প্রকাশ্য সম্মানে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য বাধ্য হইয়া সঙ্গোপনে আরও দশটী লম্পটের ভোগ-সামগ্রীতে পরিণত হইয়া যাইবে। সুতরাং বিপদের সম্ভাবনা, যতই থাকুক, তুমি তোমার

পবিত্রতার সঙ্কল্পে সুদৃঢ় থাক মা। আমি সুদূর হইতে অদৃশ্য সহায় স্বরূপে তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিব, তোমাকে দুষ্টদের কবল হইতে রক্ষা করিয়া যাইতে থাকিব। কেবল তুমি সাহসে ভর কর। তোমার এখন দুঃসাহসই চাই।

একা চলাফেরা করিও না। যাহাকে তাহাকে বিশ্বাস করিও না। প্রতিটি পদক্ষেপে বিচার করিও। পবিত্রতা রক্ষা তোমার জীবনের প্রথম কর্ত্তব্য। অন্য সকল কর্ত্তব্য ইহার পিছনে পড়িয়া থাকুক। সাহস এবং সর্তকতা দুইটীকেই যুগপৎ অবলম্বন কর। *** ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৯)

হরি-ওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী
২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

দিগ্বিজয়ীর মনোভাব লইয়া কাজ করিবে। পরাজিতের মনোবৃত্তিকে এক কণাও ঠাঁই দিও না। তোমার মতন সামান্য ব্যক্তি কর্ম্মের যতটুকু কৃতিত্ব দেখাইয়াছে, তাহা যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখে। কিন্তু ঐ কৃতিত্বটুকু তোমার শেষ সীমা নহে। তুমি আরও অনেক কাজ করিতে পার। তোমরা যে কি করিতে পার আর কি না পার, তাহা কাজ করিলে তবে ত' বুঝিবে। দুরন্ত সাহস লইয়া অগ্রসর হইয়া যাও।

Collected by Mukhrjee TK, Dhanbad

যাহার চরিত্র যত সুদৃঢ়, তাহার ব্যক্তিত্ব তত সুগভীর। পাণ্ডিত্য, দৈহিক সুষমা, বচন-চাতুরী, বাচন-মাধুরী এবং সাংসারিক সৌভাগ্য অনেককে ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন করে কিন্তু উহা ধূলিপুঞ্জের উপরে স্থাপিত মেরুশৃঙ্গের ন্যায় অস্থায়ী।

যতটা পার, পরুষ ভাষা প্রয়োগ হইতে বিরত রহিও। রুক্ষ কথার প্রয়োজন জগতে আছে। ক্রোধ না থাকিলে দুষ্টেরা বল্‌গাহীন হইত। কিন্তু কার্য্যোদ্ধারের প্রকৃষ্ট পন্থা মিষ্টি কথা।

তোমার সংসর্গে আসিয়া মানুষের ঈশ্বর-বিশ্বাস বাড়িতেছে কি না, তোমার সংস্পর্শ পাইয়া মানুষের চরিত্রবল দৃঢ়তর হইতেছে কিনা, ইহার উপরে নির্ভর করিবে তোমার যথার্থ মূল্য। তুমি কয় লক্ষ বহি পড়িয়াছ বা কয় কোটি টাকা জমাইয়াছ, তাহা দিয়া তোমার জীবনের মূল্যায়ন হইবে না।

একটী মিনিটও যদি কেহ তোমার কাছে থাকে, যেন দিব্য প্রেরণা নিয়া গৃহে ফিরে।

রণসাজ কদাচ পরিত্যাগ করিও না। তুমি জন্ম হইতেই যোদ্ধা। সমরক্ষেত্রে জীবনদানই তোমার শ্রেষ্ঠ কাম্য। যোদ্ধার সংগ্রামেই আনন্দ, জয়ই তাহার লক্ষ্য। রজোগুণের এই শ্রেষ্ঠ সার্থকতা জীবনে তোমাদের রূপায়িত হইল না বলিয়াই তো তোমরা অবাস্তব আদর্শবাদের দোহাই দিয়া নিজেদের কাপুরুষতাকে লুকাইয়া রাখিতে এত পটু হইয়াছ।

এক যুদ্ধে যাহারা জয়ী হইয়াছে, জীবনের শত যুদ্ধে তাহারা জয়ী হইবে না কেন? জয়ের আস্বাদন পাইবার পরেও যাহাদের আত্মবিশ্বাস জাগিল না, তাহারা কিসের মানুষ? নিজেদের জয়কে পরাজয় বলিয়া এবং পরাভবকে জয় বলিয়া ব্যাখ্যা করা ও শোনা

কেবল মূর্খতাই নহে—পাপ। এই পাপ হইতে তোমরা প্রতিনিবৃত্ত হও।

নামজাদা লোকগুলির দিকে আর তাকাইও না। বর্ত্তমানে ইহারা অধিকাংশেই কপটী ও ভ্রষ্টাচারী। কৌশলে পরের সম্পদ অপহরণ করিয়া বা অপরের প্রভুত্ব খর্ব্ব করিয়া এক এক জনে অতীব উচ্চ পদে আরোহণ করিয়াছে কিন্তু চরিত্রের বনিয়াদকে শক্ত করিতে পারে নাই। ইহারা অধিকাংশেই তুচ্ছ প্রলোভনের সম্মুখে নিতান্ত দুর্ব্বল ও অসহায়। ইহাদের অনুকরণ করিলে জাহান্নমে যাইবে, ইহাদের অনুসরণে লাভ করিবে আত্মার অপমৃত্যু।

নিজ পৌরুষে বিশ্বাস কর। বিশ্বাস যাহার আছে, তাহার সব আছে। বিশ্বাস যে হারাইয়াছে, সবই সে হারাইয়াছে।

কাজকে ভয় করিও না, কাজকে ভালবাস। ভালবাস বলিয়াই কাজ কর। কাজের প্রেরণা যেন অন্য দিক হইতে না আসে। ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী হউক তোমার প্রেম, একটী ধুলিকণাকেও এ প্রেম হইতে বঞ্চিত রাখিও না, কোটি কোটি বিশ্ববাসীকে এই প্রেমেই বাঁধিয়া রাখিতে হইবে।

আচরণের পরিচ্ছন্নতা, চিন্তার স্বচ্ছতা এবং কায়মনোবাক্যে সততা তোমাদের প্রত্যেকের চরিত্রের ভূষণ হউক। সরলতা ও আনুগত্য তোমাদের মহত্ত্বকে মহিমান্বিত করুক। সহকর্ম্মীদের সহিত বিরোধ এড়াইয়া কি ভাবে দুর্দ্দমনীয় বেগে কর্ম্মের পথে অগ্রসর হওয়া যায়, তাহার কৌশল তোমরা সযত্নে আয়ত্ত কর। যুদ্ধ চালাইতে হইলে নিজেদের মধ্যে ঐক্যভূমি থাকা চাই এবং সেই ভূমির মৃত্তিকা শক্ত হওয়া চাই। নতুবা সমস্ত চেষ্টা ও উদ্যম, যাবতীয় সমরায়োজন চোরাবালির চাপে পড়িয়া ত্রাহি ত্রাহি করিবে।

কাজ করিতেছ শাশ্বত কালের চিরন্তন কুশলের জন্য, একমাত্র অদ্যকার বা কল্যকার প্রয়োজনের দাবী মিটাইবার জন্য নয়। নিজের কর্ম্মসাধনা ও কল্যাণব্রতকে খণ্ডিত দৃষ্টিতে দেখিও না। আজিকার তুচ্ছ দাবী মিটাইবার চেষ্টার ভিতরেও অখণ্ড কালের প্রয়োজন মিটাইবার লক্ষ্যটুকু তোমার অক্ষুণ্ণ অটুট থাকা চাই। দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ কর, আত্মনিন্দা পরিহার কর, দৃষ্টির সঙ্কীর্ণতাকে সংশোধিত কর।

সংঘবল, সাধন-বল এবং সৎসাহসের অপরাজেয় শক্তি, এই তিনটী তোমাদের চাই। সংঘবল লাভ করিতে হইলে আত্মপ্রাধান্য-বোধ পরিহার করিতে হইবে। সাধন-বল লাভ করিতে হইলে ঈশ্বরে বিশ্বাসী হইতে হইবে। সৎসাহস চরিত্রগত করিতে হইলে ভবিষ্যতের প্রতি শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও সপ্রশংস প্রত্যয় রাখিতে হইবে।

প্রত্যেকে একলক্ষ্য হও। সকলের লক্ষ্য এক হইলে কদাচ মহৎ চেষ্টা মিথ্যা হয় না।

পৃথিবীতে একদল লোক থাকিবেই, যাহারা বিশ্বাসের অযোগ্য। তাই বলিয়া আমরা সৎকাজ ছাড়িয়া দিতে পারি না। অনেক নিন্দনীয় স্বভাবের লোক কালক্রমে প্রশংসনীয় চরিত্র আহরণ করে। মানুষের ভবিষ্যতে শ্রদ্ধা রাখিয়া আজিকার চোর, ডাকাত, মিথ্যাবাদীকে দিয়াও কাজ আদায় করিতে চেষ্টা পাইতে হইবে। চোর-ডাকাতকে আমি অনেক বার ক্ষমা করিয়াছি, ক্ষমার ফল সর্ব্বদাই মন্দ হয় নাই। তবে, দুঃখের সহিত ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, জগতে সকলেই ক্ষমার মাহাত্ম্য অনুধাবন করিবার যোগ্যতা লাভ করে না। যেখানে প্রশ্নটা দাঁড়াইতেছে আমার প্রতি অনিষ্ট, সেখানে আমি ক্ষমাই করিব। যেখানে প্রশ্নটা দেশের ইষ্টানিষ্ট লইয়া, সেখানে ক্ষমা মহত্ত্বের লক্ষণ

নহে,—কখনো তাহা কাপুরুষের লক্ষণ, কখনো বা তাহা কর্ত্তব্যপালনে-অনিচ্ছুক আত্মদুর্ব্বল ভ্রষ্ট আদর্শবাদের লক্ষণ। এই মনোবৃত্তি পরাজিতের, পরাভূতের, পরপ্রীণনকারী যশোলুব্ধের,—স্বদেশ-প্রেমিকের নহে।

সমস্ত পৃথিবী তোমাকে করতালি-ধ্বনি দ্বারা অভিনন্দিত করিয়াছে বলিয়াই বস্তুতঃ তুমি দেশদ্রোহী কুলাঙ্গার হইতে পার না, এমন মূর্খ থিসিসে আমার বিশ্বাস নাই। দেশের লোকের পরম দুঃখে যাহার প্রাণ কাঁদিল না, তাহাকে রুশ-ইয়াঙ্কি-জাপানীরা জয়মাল্য দিয়াছে বলিয়াই সে বরণীয় পুরুষ হইয়া যায় না। কয়েক কোটি অজ্ঞানান্ধ নরনারীকে প্রতারিত করিবার কৌশল জান বলিয়াই তুমি দেবতা নহ।

মনুষ্যত্বই আমাদের লোভনীয় হউক। মনুষ্যত্বের মূল বনিয়াদ চরিত্র। চরিত্রের ভিত্তি সত্যশীলতা। সত্যের ভিত্তি অপক্ষপাত সুবিচার। সুবিচারের ভিত্তি সর্ব্বজীবে সমভাবে ব্রহ্মদর্শন। ব্রহ্মদর্শনের ভিত্তি নিজেতে এবং সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে একাত্মবোধ। একাত্মবোধের ভিত্তি নির্ম্মল নির্ভেজাল অকপট প্রেম। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪০)

হরি-ওঁ বারাণসী

৪ঠা আষাঢ়, ১৩৭২

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার হৃদয়-বিদারক পত্র পাইলাম।

Collected by Mukhrjee TK, Dhanbad

স্বামী স্ত্রীকে বক্ষে ধরিয়া তাহার নয়ন-নীলোৎপলে যে সৌন্দর্য্য পিপাসা মিটাইতে পারে, তাহা কি কখনো সম্ভব হয় স্বামীর সেই নীচ আচরণে, যে আচরণ নারীধর্ষকেরা নিরাশ্রয়া নারীর উপরে করে সময়ে এবং অসময়ে, স্থানে এবং অস্থানে, প্রকাশ্যে অথবা গোপনে, একাকী অথবা দলবদ্ধ ভাবে? একথা স্বামীরা বুঝিতেছে না। কিন্তু অবিরাম আমার বাণী শুনাইতে শুনাইতে নিশ্চয়ই তোমরা নূতন জগৎ সৃষ্টি করিয়া লইতে সমর্থ হইবে। তোমরা মা হাল ছাড়িয়া দিও না। স্বামীর কামাতুর মন যতই অলাভজনক অধ্যবসায়ে রত হউক না কেন, তাহার মনের ভিতরে উন্নত বিশ্বাস, উন্নত সংস্কার, উন্নত চিন্তা প্রবিষ্ট করিয়া দিবার জন্য চেষ্টা চালাইয়া যাও। "দেহভোগ করিতে আপত্তি ত' করি নাই, অসহযোগ ত' দেই নাই, নিয়ত তোমারই ইচ্ছার অনুবর্ত্তন করিতেছি,—কিন্তু একবার বিচার করিয়া দেখ, কি সুখ পাইলে, কতক্ষণ এই সুখ স্থায়ী হইল, সুখলোভের পরবর্ত্তী সুফল বা কুফল কতটুকু?"—কৌশলে তুমি তোমার স্বামীর সম্মুখে এই জিজ্ঞাসাটী উপস্থাপিত করিতে পার। "দেহ দেহকে ভোগ করিল, কি লাভ পাইল, কতটুকু পাইল, আরও বেশীলাভ হইতে পারিত কি না, হইলে কি ভাবে হইতে পারিত, তাহা অনুসন্ধান করিয়াছ কি?—আমি ত' তোমার ইচ্ছার অনুগত হইয়া নিয়ত চলিতেছি কিন্তু তুমি তাহার সুযোগটুকুকে কতটুকু সার্থকতায় ভরিয়া দিতে পারিলে, তাহার কোনও খবর রাখ কি?"—কৌশলে এই প্রশ্ন তুমি তোমার স্বামীর সম্মুখে আনিয়া দাঁড় করাইতে পার। "ভোগায়তন দেহ, শরীর ভোগ করিবারই জন্য, একথা অস্বীকার করিতে চাহি না, কিন্তু ভোগটা কি শরীরে করে, না মনে করে, না আত্মায় করে এবং ভোগের ক্রিয়া

প্রতিক্রিয়া তাহার উপরে কি হইল বা হইয়া থাকে। এই বিষয়ে ভাবিয়া দেখিয়াছ কি?"—সুকৌশলে এই কৌতুহলটী তুমি তোমার স্বামীর মনে জাগাইয়া দিতে পার। ব্রহ্মানুধ্যানকারিণী ব্রহ্মবাদিনী পত্নীরা ইহা পারে। সাধন-কর্ম্মে তুমি তদ্রূপ অগ্রসর না হইলেও তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণে একেবারে অক্ষমা হইবে না, জানিও। কাজে নামিলেই দেখিবে, যাহা তুমি পার না বলিয়া এখন মনে করিতেছ, তাহা তুমি অনায়াসেই করিতে পার।

স্ত্রী যদি প্রতিদিন মাত্র পাঁচটি মিনিট করিয়া সময় একান্তে বসিয়া সঙ্কল্প করে, "আমি সর্ব্বশক্তিশালিনী, আমি অবলা নহি," তাহা হইলে মাত্র-এক-পক্ষ-কাল মধ্যে তাহার আভ্যন্তর শৌর্য্য এমন ভাবে জাগ্রত হইবে যে, কামাতুর স্বামী পুতুল খেলায় প্রমত্ত হইবার আগে শতবার দ্বিধাগ্রস্ত হইবে। তাহার এই দ্বিধাতেই তোমার জয়ের সূচনা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪১)

হরি-ওঁ বারাণসী

৫ই আষাঢ়, ১৩৭২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

আদেশ পাওয়া মাত্র কার্য্য-সমাধা করা একটা বিরাট কৃতিত্বের কথা ইচ্ছা করিলেই ইহা করা যায় কিন্তু এই ইচ্ছা সকলের হয় না। যাহারা আনুগত্যে সন্দেহাতীত, যাহাদের আনুগত্যের ভিতরে অহঙ্কারের

এককণা খাদ নাই, তাহাদের পক্ষেই এই ইচ্ছা স্বাভাবিক। সম্প্রতি আমার কোনও আশ্রমের এক কর্ম্মী আমাকে লিখিলেন,—" তোমার আদেশ পাইব আর তাহা লঙ্ঘন করিতে সাহসী হইব, এমন দুঃসাহস যেন আমার কদাচ না হয়। এমন অসদিচ্ছা হইবার পূর্ব্বে যেন আমার মৃত্যু ঘটে।"

বলাই বাহুল্য, এরূপ উক্তি সেনাধ্যক্ষের প্রতি অনুগত সৈনিকের উক্তি। সেই সৈনিক, যাহার উপরে গুরুতর কার্য্যভার নিপতিত হইতে পারে। তোমরা অনেকেই সৈনিক নহ, সখের পুতুল মাত্র, গায়ে সৈনিকের ইউনিফরম পরা, ভিতরে প্রাণহীন কাঠের কাড়ি। আনুগত্যের শিক্ষা না থাকাতে তোমরা অনেকেই কোনও মহৎ কার্য্যে দশজনের সহিত মিলিয়া মিশিয়া অগ্রসর হইতে পার না, তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপারেও কেবল কলহ।

অন্তরে শান্তি না থাকিলে কোনও কাজেই অগ্রসর হওয়া যায় না। শান্তি থাকিলে অর্দ্ধেক সময়ে দ্বিগুণ কাজ করা যায়। তোমরা নিজেদের মধ্য হইতে সম্বন্ধের সকল তিক্ততা দূর করিয়া দাও। মনোবিচ্ছেদে তোমাদের কর্ম্মের শক্তি নষ্ট হইয়া যাইতেছে এবং অতি দীর্ঘ সময়ে তোমরা অতি স্বল্পপরিমাণ কাজ করিতে সমর্থ হইতেছ।

শান্তি যদি পাইতে চাহ, শান্তি যদি প্রতিষ্ঠা করিতে চাহ, তাহা হইলে তোমরা ঈশ্বরের নামে মনকে মজাইবার অভ্যাসটী অর্জ্জন করিতে চেষ্টা কর। এই একটী পরমমঙ্গলময় অভ্যাসের দ্বারা চরিত্রের আমূল পরিবর্ত্তন আসিয়া যাইবে। পরমেশ্বরের মঙ্গলময় নামে যে মনকে ডুবাইতে পারিয়াছে, তাহার স্বভাব, দৃষ্টি, চিন্তা ও কর্ম্ম সবই

আপনা আপনি মধুময় হইয়া গিয়াছে। জগতে তাহার কেহই শত্রু নাই। তাই তাহার কর্ম্মগতি কদাচ শিথিল হয় না, কর্ম্মপথে সে দুর্জ্জয় ও দুর্ব্বার। আদেশ পাওয়া মাত্র কাজ করিবার চমৎকার অভ্যাসটীর সঙ্গে যদি নামে মন বসাইবার চেষ্টাটী তোমার যুক্ত থাকে, তাহা হইলে তুমি অনিন্দ্যসুন্দর ও সর্ব্বতোসিদ্ধ হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪২)

হরি-ওঁ বারাণসী

২৮শে আষাঢ়, ১৩৭২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

মানুষের ভিতরে পরমেশ্বর রহিয়াছেন। এই জন্যই প্রতিটি মানুষের কাছে তোমাদিগকে সসম্ভ্রমে যাইতে হইবে। তাহাদিগকে কৃতার্থ করিবার জন্যও নহে, তাহাদের প্রতি অবহেলা লইয়াও নহে। শ্রদ্ধাভরে বলিতে হইবে,—"জাগো ঘুমন্ত নারায়ণ! জাগো। আর ঘুম তোমাতে সাজে না।" ঘুম-পাড়ানি গান নহে, ঘুম-ভাঙানি গান লইয়া তোমাদের যাইতে হইবে।

মনে রাখিও ইহা বৈজ্ঞানিক যুগ, ইহা যুক্তি-তর্ক-বিচারের যুগ। এ যুগে মানুষের অন্ধ বিশ্বাস বা বদ্ধ কুসংস্কারকে নিয়া, তাহার অপব্যবহার ও অপপ্রয়োগ করিয়া, কাহাকেও Exploit করা বা প্রবঞ্চনা করা চলিবেনা।

মানুষের ভিতরে যে পরমেশ্বর রহিয়াছেন, এই বোধ কোনও কাল্পনিক আলোচনার ফলে জন্মে না। ইহা জন্মে পরমেশ্বরের প্রতি অকুণ্ঠ অনুরাগ হইতে। যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহাকে সর্ব্বত্র দেখিতে পায়। ভালবাসা গভীর হইলে ইহা হয়। ভাসা ভাসা ভালবাসার ইহা ফল নহে। তোমরা প্রাণ দিয়া, মন দিয়া, জীবনের সব কিছু দিয়া অন্তরে বাহিরে ভগবানকে ভালবাসিতে শিখ। ইহা হইতেই বিশ্বের কল্যাণ জাগিয়া উঠিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৩)

হরি-ওঁ

বারাণসী

২৮শে আষাঢ়, ১৩৭২

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

আমার লেখা ছাপান পত্রগুলি তোমাদের সহরের প্রায় প্রত্যেকটী বঙ্গভাষী সজ্জনের ঘরে ঘরে বিতরিত হইবার একটা ব্যবস্থা হইয়াছে দেখিয়া তুমি খুশী হইয়াছ। কিন্তু কয়েকদিন পরে অনেকেই আমার উপদেশ-সম্বলিত পুস্তকগুলি মুদির দোকানে পাঠাইয়া দিতেছে দেখিয়া তুমি দুঃখিত হইয়াছ। আমি বলি মা, এই দুঃখ অকারণ। আমার ব্রহ্মবাণী যেই হতভাগ্যদের গৃহে পৌছিবার পরে অনাদর পাইল, তাহারা অজ্ঞান। কিন্তু যে মুদির দোকানে ঐগুলি গেল, সে হয়ত লবণের, হরিদ্রার, দারুচিনির, গোলমরিচের পুটলি বাঁধিয়া এমন এক

ভাগ্যবান ব্যক্তির গৃহে উহা পৌছাইয়া দিবে, যেখানে ঐ ছিন্ন পত্রখানার একটী মাত্র পংক্তি একটা মূল্যবান জীবনের শুভ উদ্বোধন ঘটাইবে। শব্দ-ব্রহ্মের এই মহিমাকে তোমরা কদাচ অবিশ্বাস করিও না।

সহরটী বাংলার বাহিরে এবং সংখ্যায় বাঙ্গালীরা অতি অল্প বলিয়া আমার ছাপান পত্র সম্বলিত পত্রিকাগুলি বিনামূল্যে যাইতেছে। বিনামূল্যে যাওয়াটীও অনাদরের অন্যতম কারণ। কিন্তু এই অজ্ঞান মানুষগুলির অবজ্ঞার জন্য মনে বিন্দুমাত্র দুঃখ নিও না। একদা ইহাদের অনেকেরই বিচার-বিবেচনার রীতি নিশ্চিত পরিবর্ত্তিত হইবে। আমি উলুবনে মুক্তা ঢালিতেছি, এমন মনে করিও না।

আমি আমার তরুণ কৈশোর হইতে লক্ষ লক্ষ লোককে পত্র লিখিয়া আসিতেছি। ইহাদের মধ্যে দশ হাজারের একজনও আমাকে চিনিত না, জানিত না, নামও শোনে নাই। বাংলাদেশের নানা যুগ-পরিবর্ত্তনের ইতিহাসে এই সকল পত্র-প্রাপকদের অনেকের সুকীর্ত্তি সুবিদিত। যাহারা আমাকে চেনে না, জানে না, তাহাদের কাছে হাতে লিখিয়া পত্র পাঠাইয়া একদা একাজ হইয়াছে। আজ যখন মুদ্রা-যন্ত্র নিজের অধীনে পাইয়াছি, তখন কেন আমি ঘুমন্ত মানুষকে জাগাইবার জন্য আমার পত্রাবলি ঘরে ঘরে পৌছাইব না? কেহ অনাদর করিল, উত্তম। কেহ অবিশ্বাস করিল, উত্তম। কেহ অবজ্ঞা করিল, উত্তম। কেহ গালি দিল, তাহাও উত্তম। আমি আমার কাজ করিয়াই যাইব।

"অসংযম পরিত্যাগ কর", বলিলে একদল লোক চটিয়া যায়। "অসত্য পরিহার কর" বলিলে আর একদল লোক তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া ওঠে। চটে চটুক, জ্বলে জ্বলুক, আমাকে আমার কাজ করিতেই হইবে। মানুষের সহিত মানুষের সত্য সম্বন্ধ প্রেমের। সেই প্রেম

Collected by Mukhrjee TK, Dhanbad

কোথাও কামুকতাতে, কোথাও কপটতাতে, কোথাও প্রতারণাতে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। সেই প্রেমের পুনরুদ্ধার প্রয়োজন। প্রত্যেক মানুষ প্রত্যেক মানুষের অতি নিকট আত্মীয় হউক। সেই আত্মীয়তা বিশ্বজনের কুশলকে সম্বর্দ্ধিত করুক।

মানুষ প্রেমের কাঙ্গাল। একটুকু প্রেম পাইলে সে ধন্য হইয়া যায়। প্রেমের লোভে সে কত স্থানে গিয়া ধর্ণা দেয় কিন্তু প্রেম পায় না, পায় বিপরীত বস্তু। প্রেম শাশ্বত সুখের আকর, প্রেম নিত্যানন্দের নিকেতন, প্রেম সর্ব্বত্যাগের আশ্রয়। যাহা পাইলে আর কিছুই পাইবার প্রয়োজন নাই, প্রেম সেই পরম সম্পদের করে অধিকারী। মানুষ এই আসল জিনিষটী হইতে বঞ্চিত হইতেছে বলিয়াই তাহার জীবনে এত দুঃখ, এত মনস্তাপ, এত মর্ম্মদাহ।

কাহারও সমালোচনায় কর্ণপাত করিও না। তোমার কর্ত্তব্য তুমি করিয়া যাও। ঘরে ঘরে গিয়া খোঁজ কর, কে আমার বাণীগুলিকে কি ভাবে গ্রহণ করিতেছে। আজ যে উপহাস করিতেছে, কাল যে সে এই কথাগুলিই বারংবার শুনিবার জন্য ব্যগ্র হইবে না, এমন কথা কে বলিল? ঘষিতে ঘষিতে প্রস্তরও ক্ষয় পায়। শুনাইতে শুনাইতে অপছন্দ-করা সৎকথা ক্রমশঃ মানুষের শুনিতে ভাল লাগে। ভাল লাগা আর মন্দ লাগা ত' অভ্যাসের ব্যাপার মাত্র। যে যাহা বারংবার শোনে, সে তাহা বিশ্বাস করে। সৎকথায় বিশ্বাস আসিলে কুশল, অসৎ কথায় বিশ্বাস আসিলে সর্ব্বনাশ। তোমরা সর্ব্বজীবকে সর্ব্বনাশ হইতে রক্ষা করিবার কাজে আগের চেয়ে শতগুণ উদ্যমে লাগিয়া পড়। সমাজের কল্যাণেই যে তোমাদের এ উদ্যম, অজ্ঞান মানব-তাহা নাও বুঝিতে পারে কিন্তু তোমরা যদি কাজে ফাঁকি না দাও,

একদিন তোমাদের প্রয়াস সফলতার জয়মালা আহরণ করিবেই করিবে।

আমাদিগকে আজ কোটি কোটি কাণে, কোটি কোটি প্রাণে এই বাণী ঢালিতে হইবে যে, আত্মার উদ্ধারে আত্মোৎসর্গ প্রয়োজন। আত্মোৎসর্গ করিতে হইলে জীবনের মূল্যবৃদ্ধি করিতে হইবে। কেন না, কীটপতঙ্গের আত্মোৎসর্গে জগতের কতটুকু শুভ হইতে পারে? জীবনের মূল্যবৃদ্ধি ঘটাইতে হইলে ব্রহ্মচর্য্যকে জীবনের মূল ভিত্তি বলিয়া মানিতে হইবে, চরিত্রকে জীবনের পরম সম্পদ বলিয়া জানিতে হইবে। ব্রহ্মচর্য্যকে আংশিক বা পূর্ণাঙ্গ ভাবে জীবনে প্রতিফলিত করিতে হইলে পরমেশ্বরে সম্পূর্ণ রূপে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৪)

হরি-ওঁ বারাণসী

২৯শে আষাঢ়, ১৩৭২

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার কর্ত্তব্য তোমার স্বামীকে সুখী রাখা। সাধারণ স্বামীদের যে সকল দোষ-গুণ, তাহার সবই হয়ত তোমার স্বামীর ভিতরে আছে কিন্তু পাপাসক্ত, দুর্ব্বৃত্ত, অবিচারী, চরিত্রহীন স্বামীদের মধ্যে প্রাপ্তব্য একটী দোষও তোমার স্বামীর ভিতরে নাই। অতিরিক্ত তাহার যাহা আছে, তাহা দুর্ল্লভ বস্তু। সে গুরুভক্ত, ঈশ্বর-পরায়ণ, সমাজে সচ্চিন্তার প্রসারে সে আনন্দোচ্ছ্বাসে আন্দোলিত-হৃদয় একটী ভাবী

স্বপ্নের দ্রষ্টা। তুমি তাহাকে তোমার পরিপূর্ণ সেবা, সখ্য, প্রীতি, একনিষ্ঠা ও ভালবাসা দিয়া সংসার-সংগ্রামে জয়িষ্ণু করিতে চেষ্টা পাইও।

স্বামীর প্রয়োজন স্ত্রীর কাছ হইতে শক্তি আহরণ করা, দুর্ব্বলতা নহে। স্ত্রীর প্রয়োজন স্বামীর চরিত্রে, সঙ্কল্পে শক্তির সঞ্চার করা, দ্বিধার সঞ্চার নহে। স্ত্রীর প্রতি স্বামীরও অনেকগুলি কর্ত্তব্য আছে কিন্তু সে কথা তোমার কাছে লিখিয়া লাভ নাই। তোমার দিক হইতে তুমি সচেতন থাকিও যেন কোনও কর্ত্তব্যচুতি না ঘটে।

পৃথিবী জুড়িয়া সকলে সন্ন্যাসী হইয়া যাইবে না বা যাইতে পারে না বলিয়াই ত' তোমরা স্বামি-স্ত্রী। জগতে দম্পতীর প্রয়োজন আছে। সেই প্রয়োজনটা কেবল তাহাদের ব্যক্তিগত নহে, সেই প্রয়োজন সমাজের, দেশের, জগতের, সেই প্রয়োজন তাহাদের ভবিষ্যদ্‌বংশীয় অগণিত সন্তান-সন্ততির। দূরের দিকে মাঝে-মাঝে দৃষ্টি-সঞ্চালন করিয়া করিয়া তবে পথ চলিও মা। নতুবা ভুল করিয়া বসিতেও পার।

কেবল কাজ আর কাজ, ইহাও যেমন কাজের কথা নহে, কেবল বিশ্রাম, কেবল আরাম, কেবল অবসর, ইহাও কাজের কথা নয়। শ্রম ও বিশ্রামকে সঙ্গত ভাবে সমন্বিত করিয়া লইতে হইবে। ভগবানের নামে মন বসাইলে বড় মধুর বিশ্রাম পাওয়া যায়। ভগবানের নামে বসিয়া গেলে অল্প সময়ে চক্ষু-কর্ণ-মস্তিষ্ক শীতল হইয়া যায়, ক্লান্তি দূর হইয়া যায়। যে দেশে ক্লান্তি বিদূরণের এই সহজ কৌশল জনসাধারণের পরিজ্ঞাত, সে দেশে কাজ করিয়া মানুষ পাগল হয় না। যে দেশে এই কৌশল লোকে জানে না বা ইহার মহিমা মানে না, সে দেশে গিয়া দেখ, কত শিক্ষিত ভদ্রসন্তানেরা দলে দলে পাগলা গারদ ভর্ত্তি করিয়া রাখিয়াছে। তোমরা বিশ্রামের

কাঙ্গাল হইয়া শুধু শুইয়া বসিয়া সময় নষ্ট করিও না।

তোমরা দুই জনে এমন ভাবে নিজেদের গঠিত করিয়া তোল যে, একজনের নয়নে অপরের নয়ন পড়া মাত্র বিশ্রামের সুখস্বাদ আপনা আপনি অনুভূত হয়। অবারিত প্রেম যখন ঈশ্বরানুরাগের রথে চলে, তখন ত্রিভুবন মধুময় করিয়া দিয়া যায়। তোমরা পরস্পর পরস্পরকে মধুময় কর। স্বামি-স্ত্রীর পরস্পরের মধ্যে ইহা এক সহজ-সাধ্য প্রীতিকর কর্ত্তব্য।

জীবনকে মহত্তম সুখ দিতে হইবে, জীবনকে শ্রেষ্ঠতম অবস্থায় উন্নীত করিতে হইবে, সাধারণ নরনারীদের অনুসৃত মামুলী রাস্তা তোমাদের জন্য নহে,—এই কথাটী স্মৃতিতে সজাগ রাখিয়া অহোরাত্র সচ্চিন্তার অনুশীলন কর। সচ্চিন্তার শক্তি অসীম এবং অলঙ্ঘনীয়। সর্ব্বক্ষণ যেইরূপ চিন্তা করিবে, তোমার অজ্ঞাতসারে তুমি আস্তে আস্তে তাহাই হইবে। চিন্তার মহতী শক্তিতে বিশ্বাস কর এবং ধারাবাহিক প্রযত্নে সচ্চিন্তার অনুশীলন কর। আজ যেই সময়ে পৃথিবী-জোড়া কেবল ভোগপঙ্কিলতার নক্কারজনক অনুশীলন ও পরিশীলন চলিতেছে, সেই সময়ে তোমরা তোমাদের দৃষ্টান্ত দিয়া গতানুগতিকতার ব্যতিক্রম-স্থল হও। তোমার তুচ্ছাতিতুচ্ছ চিন্তাকেও দুর্ব্বলতার দিকে ঝুঁকিতে দিও না।

মনের দুঃখ মনে চাপিয়া রাখিয়া অন্তরের উদ্বেগ বাড়াইও না। মনঃ-প্রাণ খুলিয়া পরমেশ্বরে সব-কিছু নিবেদন কর। বল,—"হে পরমপ্রভু, আমার মান-অভিমান, দুঃখ-কষ্ট সব তুমি নিজ হাতে মুছিয়া নাও, আমাকে আমার স্বামীর বলবিধায়িনী কর।" ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৫)

হরি-ওঁ

বারাণসী

৩০শে আষাঢ়, ১৩৭২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

ধর্ম্মের ব্যাপার লইয়া মানুষে মানুষে মনের অমিল হইবে, লাঠালাঠি, ফাটাফাটি হইবে, ইহা ভাবিতে আমার বুদ্ধি স্তব্ধ হইয়া যায়। কেন ইহা হইবে?

ধর্ম্ম ত' পরমেশ্বরকে লইয়া। তোমার দেহ-মন-চিত্ত-আত্মা-প্রাণ সব-কিছু তুমি পরমেশ্বরে সমর্পণ করিবে,—ইহার অধ্যবসায়ের নামই ধর্ম্মসাধন। ইহার মধ্যে মানুষের প্রতি মানুষের বিদ্বেষ আসিবে কেন, হিংসার প্রশ্ন উঠিবে কেন?

তুমি যেই মতে যেই পথে চলিয়াছ, ভগবানের কাছে পৌছিতে হইলে তাহাই একমাত্র সত্য পথ, অন্য কাহারও মত বা পথ সত্য নহে, সত্য হইতে পারে না, সত্য হইলে তাহা মানিব না,—এইরূপ গোঁড়ামি মানুষের আসে কেন?

ধর্ম্মকে নিয়া মানুষের আজ নিন্দা-চর্চ্চার অন্ত-অবধি নাই। ধর্ম্মের নামে জগতে এত অকাণ্ড-কুকাণ্ড ঘটিয়াছে বা ঘটিতেছে যে, চিন্তাশীল মানুষদের মধ্যে একটা মস্ত অংশ ধর্ম্মসংঘের নাম শুনিলে আতঙ্কিত হন। ভাবেন,—"এতদিন কলেরা ছিল, প্লেগ ছিল, বসন্ত ছিল, টাইফয়েড ছিল, তাহারাই যথেষ্ট ছিল, এখন আবার কোন্ নূতন মহামারী আসিয়া

হাজির হইবে, কে জানে?" তাঁহারা ভাবেন,—"ধর্ম্মের নাম করিয়া মানুষ পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করিবে, পুরুষকে সংযমচ্যুত ও নারীকে সতীত্ব-হীনা করিবে, পুরুষকে পরনারী-সংসর্গে আর নারীকে পরপুরুষপ্রীণনে নিয়োজিত করিবে, সাধারণ স্বাভাবিক মানুষগুলিকে হঠাৎ নারীধর্ষণে, লুণ্ঠনে, গৃহদাহে এবং নরহত্যায় প্ররোচিত করিবে, ইহা কেমন ধর্ম্ম?" ধর্ম্মের উন্মাদনায় মানুষ এত সব গর্হিত কার্য্য এই জগতে নানা স্থানে নানা সময়ে করিয়াছে যে, চিন্তাশীল একদল লোক মনুষ্যজাতির ভবিষ্যৎ ভাবিয়া উদ্বিগ্ন ও আতঙ্কিত হইয়াছেন। এটম বোমে জগৎ ধ্বংস হইলে ত' ল্যাঠা চুকিয়া যায় কিন্তু ধর্ম্মের নামে যে ধ্বংসলীলা চলে, তাহাতে মনুষ্যজাতির পাপিষ্ঠ অংশগুলি দিনের পর দিন ঐহিক সামর্থ্যে ও অন্যান্য দিক দিয়া বলবত্তর হইতে থাকে এবং হিংসা-বিমুখ সরলস্বভাব লোকগুলি আস্তে আস্তে নির্ব্বংশ বা নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়।

মানুষের অন্ধ বিশ্বাস তাহাদিগকে আদিম যুগের সহিত যুক্ত করিয়া রাখিয়াছে, যেই যুগে গুহাবাসী মানুষ অন্যত্র পরিদৃষ্ট নারীকে উলঙ্গ অবস্থায় চুলে ধরিয়া নিজ গৃহে টানিয়া আনিয়া অধিকারের দাবী মিটাইত। ইহার প্রতীকার কিসে হইবে?

ইহা সঙ্গত প্রশ্ন। ইহা বিরাট সমস্যা। কিন্তু ইহার উত্তর আছে, ইহার সমাধান সম্ভব। একদিনে না হউক শত যুগে ইহার মীমাংসা হইবে। প্রয়োজন অটুট বিশ্বাসের, অটল ধৈর্য্যের, অপ্রতিম প্রতীক্ষা সামর্থ্যের, অনলস প্রযত্নের।

প্রত্যেকটী জীবের ভিতরে ব্রহ্ম বিরাজিত। অন্য প্রাণী তাহা ধারণায় আনিতে পারে না, মানুষ পারে। প্রত্যেকটী মানুষের মনে এই ব্রহ্মৈকাত্মতা জাগাইয়া তুলিতে হইবে। কামান-বন্দুক পৃথিবীর সেই অহিত-সাধন করে নাই, যাহা করিয়াছে ব্রহ্ম-বিস্মরণ। নিজের অন্তরে আগে এই দিব্যস্মৃতিকে জাগাইয়া তোল। তার পরে একটী একটী করিয়া অন্য মানুষদের ভিতরে দীপশিখা জ্বালাইয়া তুলিবার কাজে লাগিবে।

মানুষের জীবন প্রকৃত প্রস্তাবে প্রদীপ জ্বালানোর কাজ চালাইয়া যাওয়া ছাড়া আর কিছু নহে। প্রথমে নিজের অন্তরে প্রদীপ জ্বালাইতে হইবে, তারপরে বাহিরের প্রতিঘরে জ্বালাইবার কাজে লাগিতে হইবে। হইতে পারে অন্ধকার অতীব গভীর, হইতে পারে বাধা-বিঘ্ন কল্পনার অতীত, হইতে পারে তোমার বা আমার সামর্থ্য নিতান্তই সীমিত, হইতে পারে পরিস্থিতি বড় প্রতিকূল, তথাপি ইহাই আমাদের করিতে হইবে, ইহাই আমরা করিব। পণ কর, একাজকেই আমরা জীবনের পরম কর্ত্তব্য বলিয়া জানিব, অন্য কর্ম্মগুলিকে ইহার অনুগত রাখিয়া চলিব। ধর্ম্মের যে হিংস্র মূর্ত্তি দেখিয়া মানুষ অন্তরের অন্তরে কাঁপিয়াছে, ধর্ম্মের যে নিষ্ঠুর প্রকাশ দেখিয়া মানুষ আর্ত্ত চীৎকারে ধরণী ভরিয়াছে, ধর্ম্মের যে কুটিল ভ্রূকুটি দেখিয়া মানুষ বিপদাশঙ্কায় উদ্বেগাকুল হইয়াছে, তাহাকে আমরা জগদ্‌বাসীর মন হইতে স্নেহ-পরশে মুছিয়া দিব, ধর্ম্মের ক্ষেমময়, ক্ষমাময়, চিরকল্যাণময়, মোহন-মধুর মূর্ত্তি, ধর্ম্মের বলদ, বীর্য্যদ, সুখদ, স্নিগ্ধ, পরমসুন্দর মূর্ত্তি আমরা মানুষকে দেখাইব। মানুষকে অতীতের সকল দুঃখ আমরা ভুলাইব।

কিন্তু ইহা সহজে হইবে না। ইহার জন্য চাই যথার্থ আত্মত্যাগ। নিজেরে বলি দিতে না পারিলে কেহ অন্যকে বলি করিতে পারে না। ধর্ম্ম বলের উৎস, ধর্ম্ম প্রেমের উৎস, ধর্ম্ম নিত্যশান্তির অভয় আশ্রয়। তাহারই অভ্যুদয়ের জন্য চাই আমাদের মত কোটি কোটি জনের সর্ত্তহীন আত্মোৎসর্গ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৬)

হরি-ওঁ বারাণসী

৩১শে আষাঢ়, ১৩৭২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

লিখিয়াছ, বয়স হইয়াছে, তবু কামের উত্তেজনাকে প্রশমিত করিতে পারিতেছ না। কাম যাহাতে চিরতরে চলিয়া যায়, তাহার উপায় চাহিয়াছ।

শরীর যতক্ষণ আছে ততক্ষণ শরীরের কতকগুলি ধর্ম্ম থাকিবেই। তাহাদের অস্তিত্ব আংশিক হইলেও স্বীকার করিয়া নিতে হয়। স্বীকার করার মানে পরাজিত হওয়া নহে। কাম থাকিবে না, দেহ থাকিবে, ইহা উত্তম কিন্তু দেহ থাকিবে, কামও থাকিবে; ইহাতে ভীত হইবার কি আছে? কোনও একটা অনির্ব্বচনীয় সুখলোভে অন্ধের মত কাহারও প্রতি অত্যধিক আসক্ত হওয়ার নাম কাম। ইহা ক্ষতিকর এই কারণে

যে, যেই সুখটুকুর তোমার লোভ, তাহা তুমি ভদ্র মনে কামনা করিতে পার না। ইহা ক্ষতিকর এই কারণে যে, তোমার এই আসক্তির পরিমাণটা মাত্রাহীন। ভদ্রমনে কামনা করা যায়, সুখের মানকে এমন স্তরে আনিয়া ফেল। সকলের প্রতি সমভাবে অর্পণ করা যায়, আসক্তির পরিমাণটাকে তেমন মাত্রায় আনিয়া নামাও। চারিদিকে যত ব্যক্তি দেখিতে পাও, তাহাদের প্রতিজনের প্রতি, ইতস্ততঃ যত বস্তু দেখিতে পাও, তাহাদের প্রতিটির প্রতি অন্তরের প্রেম অনুশীলন কর। সকলের প্রতি অনুরক্ত হইতে চেষ্টা কর। সকল প্রাণী, সকল বস্তু একটী প্রেমাস্পদের স্নেহের ধন, তুমিও তাহারই স্নেহের অধিকারী কিন্তু সাধন-অভাবে নিজ অধিকার অনুযায়ী প্রেমাস্বাদন হইতেছে না, এই ভাব নিয়া সেই পরমপ্রেমিকের প্রেমাস্পদের প্রতি স্নেহকরুণ দৃষ্টিতে তাকাইতে অভ্যাস কর। ইহা বড় মজার অভ্যাস। কয়েক দিন করিলেই দেখিবে, তুমি আর একটী নতুন মানুষ হইয়া গিয়াছ। পত্নী, পুত্র, কন্যা, মাতা, পিতা, বন্ধু, শ্যালক, ভাগিনেয়, শ্বাশুড়ী, শ্যালিকা, সহ-ধর্ম্মিণীর সখী, প্রিয়কারী প্রতিবেশী, হিতকারী অনুজন—ইহাদের প্রত্যেকের প্রতিই অন্তরের অনুরাগ অনুশীলনের যোগ্য। যে গাছটীতে মিষ্টি ফল ফলে, যে চারাটিতে সুন্দর ফুল ফোটে, যে লতাটীর পাতার গন্ধ মধুর, যে কুকুরটী অতীব প্রভুভক্ত, যে গাভীটি বহুক্ষীরা, যে ঘোড়াটী দ্রুত চলে অথচ অনুগত, তাহাদের প্রত্যেকের প্রতিই অন্তরের অনুরাগ অনুশীলনের যোগ্য। তোমার যে অনুরাগ সীমিত গণ্ডীতে আবদ্ধ হইয়া কামের ঘূর্ণাবর্ত্ত সৃষ্টি করিতেছে, তাহাই বিশ্বজনে ছড়াইয়া দিলে কাম ক্রমশঃ ফিকা হইয়া আসিতে থাকিবে।

ইহা ইঙ্গিত মাত্র। নিজে কাজে নামিয়া কামকে বিষহীন, নিস্তেজ ও স্বাভাবিক করিয়া আনিবার কৌশল বাহির করিয়া লও। অত্যাসক্তিই কামের জনক। অগম্যার প্রতি অত্যাসক্তি অনেক প্রাজ্ঞ ব্যক্তিকেও সাতঘাটের জল খাওয়াইয়াছে। যাহা করিলে, যাহা বলিলে, যে ভাবে চলিলে, যে চিন্তায় নিয়ত মজ্জমান থাকিলে অত্যাসক্তি আসে, তাহার সম্পর্কে সাবধান হও। তাহা হইলেই অর্দ্ধেক কেল্লা তোমার ফতে হইয়া গেল।

কামও একেবারে নিন্দনীয় বস্তু নহে। কাম ছাড়া সৃষ্টি কদাচিৎ সম্ভব। সৃষ্টির প্রয়োজনে জগতে কাম চিরকাল থাকিবে। কামকে কেবল সৃষ্টির প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ রাখিতে গেলে তাহা নিতান্তই একটা যান্ত্রিক ব্যাপার হইয়া যায়। তাই কামের একটা রসবোধের জগৎও আছে, যাহা একটী প্রাণকে আর একটী প্রাণের সহিত যুক্ত করিয়া জগতে বহু কাব্য, সাহিত্য, নাট্য, চিত্র, নৃত্য, কলা ও সৌন্দর্য্য-তত্ত্বের সৃষ্টি করিয়াছে। অনাসক্ত যোগীদের কথা বাদ দিলে, কামের এই প্রয়োজনীয়তা সাধারণ মানুষদের পক্ষে উপেক্ষণীয় নহে। কিন্তু তাহাকে আর আগ বাড়াইয়া যাইতে দিবে না, এই পণ কর। তাহার জন্য তোমাকে সর্ব্বজীবে সর্ব্ববস্তুতে প্রেমানুশীলন করিতে হইবে।

কামে প্রেমের একটা হইলেও কণা আছে বলিয়াই কামদেব ধর্জ্জটীর কোপাগ্নিতে পড়িয়া ভস্ম হইয়া যাইবার পরেও বাঁচিয়া আছেন। কামকে মিথ্যা ভাবিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু কামকে প্রেমে রূপান্তরিত করা যায়। পারদকে যেমন স্বর্ণসিন্দুরে পরিণত করা যায়। বিষকে অমৃত করার বিদ্যা আমাদের পূর্ব্বাচার্য্যেরাই জগৎকে শিখাইয়া

দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তোমরা আধুনিক যুগের মানুষ, প্রাচীনের মহত্ত্বকে স্বীকার করিতে, প্রাচীন শিক্ষার অনুবর্ত্তন করিতে সভ্যতাভিমানহেতু গৌরবহানি বলিয়া মনে কর। পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া কামাগ্নিকে একেবারে জল করিয়া দেওয়া যায়, কামের দাবানলকে শ্রাবণের পরম বাঞ্ছিত মুষলধারায় পরিণত করিয়া দাবদগ্ধ মরুভূমিকে চিরশ্যামায়মান স্নিগ্ধ সুষমায় ভরিয়া দেওয়া যায়, ইহা তোমরা এক কথায় বিশ্বাস করিবে না। তোমাদের জন্য পথ লোকহিতসাধনে আত্ম-নিয়োজন।

পরের যে উপকারটী করিলে তোমার অন্তরে কণামাত্র আত্মপ্রসাদ আসিবার সম্ভাবনা, তাহাই তোমার পক্ষে কামঘ্ন মহৌষধ। কিন্তু একজনের উপকার করিতে করিতে তাহার সহিত এমন ঘনিষ্ঠতাই করিয়া বসিলে যে, এক কামের বালাই ছাড়াইতে গিয়া আর এক কামের পীড়নে পড়িলে, ইহা যেন না হয়। সর্ব্বশক্তি দিয়া জগজ্জনের উপকার করিয়া যাও কিন্তু আত্মপ্রসাদের অতিরিক্ত আর যেন কোনও অনুরাগমুখিনী প্রবণতার সৃষ্টি না ঘটিতে পারে। ইহাদিগকে ভালবাস বলিয়াই ত' ইহাদের কল্যাণার্থে তোমার ত্যাগ। কিন্তু এই ত্যাগ এবং এই সেবার ছিদ্রপথে কাহারও প্রতি অত্যাসক্তি না আসিয়া যায়, এই দিকে লক্ষ্য রাখিবে।

জীবনের কোনও সমস্যাই সমস্যা নহে, সকল সমস্যার সমাধান আছে। তবে তার জন্য শ্রম করিতে হয়। তুমি প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া আমাকে পত্র লিখিবে আর, আমি পত্রের পর পত্র লিখিয়া তাহার উত্তর দিব,—এভাবে তোমার সমস্যার সমাধান হইবে না। তোমাকে কাজ করিতে হইবে। যাহার প্রতি অত্যাসক্তি অনুভব

করিতেছ, তাহার কাছ হইতে অবিলম্বে দূরে সরিয়া পড়। শারীরিক দূরত্ব ঘটিলেই মানসিক দূরত্ব আসিবে, এমন কোনও নিশ্চয়তা নাই, ইহা সত্য কিন্তু মন হইতে কিছু মুছিয়া ফেলিতে হইলে দৈহিক দূরত্বটী আগে চাই। কেহ কেহ কেরদানী করিয়া কহিবে,—"দৈহিক দূরত্ব রাখিবার প্রয়োজন নাই, আমি মনকে বশ করিয়া মানসিক অনাসক্তি সৃষ্টি করিয়া লইব" কিন্তু এসব বাহাদুরী কথায় আপাততঃ তোমার কর্ণপাত করিবার প্রয়োজন নাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৭)

হরি-ওঁ বারাণসী

১লা শ্রাবণ, ১৩৭২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সাম্প্রদায়িকতার অবসানোপায় সম্পর্কে তোমার প্রশ্নাবলি পাইলাম।

প্রত্যেক মানুষ যদি নিজ নিজ ধর্ম্মমতানুযায়ী কাজ করিয়া একমাত্র লক্ষ্য এই রাখে যে, সে পরমেশ্বরের সান্নিধ্যে পৌছিবে, তাঁহাকে না দেখা, না জানা পর্য্যন্ত আর অন্য কোনও মহত্তর লক্ষ্য তাহার নাই, তাহার জীবনের সকল কর্ম্ম এই একটী মাত্র কর্ম্মের অধীন হইয়া চলিবে, তাহা হইলে সাধন-কর্ম্মে অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বৈচিত্র্যময় ধরিত্রীর প্রত্যেককে একই পরমেশ্বরের সন্তান জানিয়া অন্তরে এক

অনির্ব্বচনীয় করুণা ও প্রেমের উদয় হইবে, যাহা সকল মানুষকে সম-দৃষ্টিতে দেখিবার ক্ষমতা দিবে, যাহার ফলে সকল মানুষ, সকল সমাজ, সকল সম্প্রদায় এক হইয়া যাইবে।

ইহা গেল সাধনে রুচিসম্পন্ন ব্যক্তিদের বা সাধক-শ্রেণীর কথা। সাধারণ মানুষের জন্য উপায় কি?

সে উপায়ও চমৎকার। কিন্তু আগে একটী বিপরীত দৃষ্টান্ত দেখাই। কোনও এক স্থানে কোনও এক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা মহাপুরুষের জন্মদিন উপলক্ষ্যে অন্যতম বক্তা রূপে আমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। কিন্তু সেই মহাপুরুষের জীবন, আদর্শ, অবদান প্রভৃতি সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আমার জ্ঞান নাই। আমি মহাপুরুষদের আবির্ভাবের উপযোগিতা ও সার্থকতা সম্বন্ধে এবং তাঁহাদের মূল্যবান্ উপদেশাবলি হইতে যে যতটুকু গ্রহণ করিতে পারি, তাহা নিজ নিজ জীবনে পালনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই চারি কথা বলি। মনে হইল, শ্রোতারা আনন্দিত হইয়াছেন। আমার ভাষণে কোনও কোনও সাধক-পুরুষের প্রশংসা ছিল, আর যাঁর জন্মদিন তাঁর ত' অজস্র গুণগান ছিল। কিন্তু ইহার পরে পর পর তিন চারি জন বক্তা এমন ভাবে বক্তৃতা দিতে লাগিলেন যে, অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা সাধক পুরুষদের এবং অন্যান্য মতবাদের উপরে নিন্দাবর্ষণ চলিতেছে মনে করিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা একে একে সভাস্থল ছাড়িয়া নিজ নিজ গৃহে রওনা হইলেন। ভিন্নমতের লোক তোমাদের মত শুনিতে আসিয়াছিল, তোমাদের গালি খাইয়া ক্ষুব্ধ মনে তাহারা ঘরে ফিরিল

এবং প্রাণের জ্বালায় নিজেদের অজ্ঞাতসারে তাহারা তোমাদের মতের নিন্দকে পরিণত হইল। সাম্প্রদায়িক ঐক্যের একটী ক্ষেত্র-নির্ম্মাণ সুরু হইয়াছিল সেই মুহূর্ত্তে, যেই মুহূর্ত্তে নানারূপ ভিন্ন ভিন্ন মতের লোকেরা তোমাদের মত শুনিবার আগ্রহে তোমাদের সভাস্থলে উপনীত হইলেন। কিন্তু তোমাদের আচরণ তাহাতে ছেদ ঘটাইল।

সকল ধর্ম্মমতের লোককে তুমি তোমার মত শুনাইতে অধিকারী কিন্তু তাহার মতকে নিন্দা করিবে, এইরূপ ধারণা থাকিলে, ভিন্ন মতের লোক তোমার কথা শুনিবে কেন?

ধর্ম্মপ্রচারকালে প্রত্যেক ধর্ম্মের প্রচারকেরাই যদি এমন ভাবে কথা বলিতে থাকেন, যাহাতে ভিন্ন মতের প্রকৃত সাধকদের প্রাণে আঘাত লাগিবে না, তাহা হইলে ভিন্ন মতের লোকেরা সেই সকল প্রচারকদের প্রচার-ভাষণ শুনিবার জন্য ভিড় করিবে। পরস্পর পরস্পরকে ধর্ম্মমতের নির্ব্বিরোধ অংশগুলির ব্যাখ্যান শুনিতে শুনিতে ধর্ম্মমত ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও এক এক ধর্ম্মাবলম্বী লোক অন্য অন্য ধর্ম্মাবলম্বী লোকের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, প্রীতিসম্পন্ন এবং অনুরক্ত হইবে।

এই অনুরাগের ফলে ঘনিষ্ঠতা জন্মিবে। এই ঘনিষ্ঠতাকে কোনও বিরোধবৃদ্ধিকর কাজে লাগান হইবে না, এই পণ সকলের করিতেই হইবে। এই অনুরাগকে নিষ্কাম রাখিতে হইবে।

এইগুলি যদি করা যায়, তাহা হইলে কেবল ভারতে কেন, ত্রিভুবনে সর্ব্বসম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য, প্রেম ও আত্মীয়তা সৃষ্ট হইয়া যাইবে।

কেন আমরা ভুলিয়া যাইব, আগে আমরা মানুষ, তারপরে

অন্যকিছু? যে অমানুষ, সে নির্দ্দিষ্ট একটা মন্দিরে, গির্জ্জায়, মসজিদে বা প্যাগোডায় উপাসনা করে বলিয়াই কি সত্যকারের ধার্ম্মিক হইয়া গেল? সেই সকল পুণ্যবান্ সমাজ-কর্ম্মীদের আজ অতি দ্রুত আবির্ভাব প্রয়োজন, যাঁহারা মানুষকে আগে মানুষ হইতে শিখাইবেন, নির্দ্দিষ্ট কোনও ধর্ম্মের প্রতিনিধি হইতে নহে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৮)

হরি-ওঁ

মঙ্গলকুটীর

৩রা শ্রাবণ, ১৩৭২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্রখানা এ কয়দিন পকেটে ঘুমাইতেছিল। প্রত্যহই উত্তর দিব দিব বলিয়া ভাবিতেছিলাম। পারি নাই শরীর পরিশ্রমে অপটু বলিয়া, আজ হাতে কোনও কাজ নাই। এক ফাঁকে তোমার পত্রখানার জবাব দিতেছি।

অতি দূর দেশে গিয়াছ বলিয়া আফশোষ করিও না। দূরদেশে তোমাদের যাওয়া উচিত ছিল ত্রিশ বৎসর আগে। তখন আমি তোমাদেরই প্রাক্তন স্বদেশের পল্লীতে পল্লীতে ভ্রমণ করিয়া কম্বুকণ্ঠে গর্জ্জন করিয়াছি, ঘর ছাড়িয়া বাহির হও, দূরকে নিকট কর, পরকে আপন কর, নিজের যাহা শ্রেষ্ঠ বস্তু, তাহা অকাতরে সহস্র জনে

বিতরণ করিয়া নূতন বিশ্বের সৃষ্টি কর। তখন গেলে স্বেচ্ছায় যাইতে এবং অনেক বিষয়ে অশেষ সুবিধা পাইতে। অন্তরের স্বচ্ছন্দতা নিয়া চারি দিকে বিচরণ করিতে। এখন গিয়াছ অনিচ্ছায়, অবস্থার তাড়নায় এবং নানা বিষয়ে সীমাহীন অসুবিধার মধ্যে। স্বাধীন স্ফূর্ত্তিতে আজ বিচরণ করিতে পার না; কে কোথায় মারমুখী হইয়া বিপত্তি ঘটায়, সেই ভয় অন্তরে রাখিয়া চলিতেছ সন্তর্পণে।

তথাপি তোমাদিগকে দূরের বাঁশীর ডাককে সাদরে বরণ করিতে হইবে। দূর চিরকাল দূর থাকিবে না। যে দেশেই যাও, মাতৃভাষাটী ভুলিও না, কারণ এই ভাষাতেই ভারতের দুইটী প্রধানতম জাতীয় সঙ্গীত রচিত হইয়াছে। মাতৃভাষাটী ভুলিও না, কারণ, এই ভাষাতে শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি তাঁহাদের উপদেশগুলি দিয়াছেন। আর ভুলিও না যে, অন্যের ভাষা আদর করিয়া শিক্ষা করার ভিতরে লাভ আছে, অহঙ্কার করিয়া অন্যের ভাষাকে অবহেলা করিলে ক্ষতিই বেশী। যত দূরে পার যাও কিন্তু মাতৃভাষার সংযোগে সকল আত্মীয়দের সহিত যোগাযোগ রক্ষা কর। মাতৃভাষায় চিন্তার স্বচ্ছতা বাড়ে, এজন্য মাতৃভাষা সর্ব্বাবস্থায়ই অপরিত্যাজ্য। কাল ইংরিজি শিখিয়া ময়ূরপুচ্ছধারী কাক সাজিয়াছিলে, আজ হিন্দী শিখিয়া শৃঙ্গবিহীন মৃগে পরিণত হইবে, ইহা নহে। ইংরিজি-হিন্দী-তামিল-মারাঠী সবই শিখিতে হইবে, শিক্ষা করার ভিতরে লাভ আছে বলিয়া। মাতৃ-ভাষায় যাহার অনবদ্য অধিকার, অপরের ভাষা ভাল ভাবে শিখিতে তাহার সময় কম লাগে।

হিন্দুরা তাহাদের সর্ব্বসামান্য ধর্ম্ম-তত্ত্ব ভুলিয়া গিয়াছে, এইজন্য

তাহারা নিজ নিজ মতে ধার্ম্মিক হইয়াও সকলের সহিত মিলিতে পারিতেছে না। মিলনের এই অভাবটুকুই তাহাদের পক্ষে সর্ব্বপ্রকারে মারাত্মক হইতেছে। যদি সর্ব্বসামান্য ধর্ম্মতত্ত্ব তোমাদের জানা থাকে, তবে যে যেখানে যাও, তাহারই প্রচার কর; সাম্প্রদায়িক তত্ত্ব প্রচারে ঐক্যশক্তি বাড়িবে না।

অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর পরে অন্য অবসরে দিব। তোমাদের সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল দিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৯)

হরি-ওঁ মঙ্গলকুটীর
৮ই শ্রাবণ, ১৩৭২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

খবর জানিতে চাহিয়াছ। খবর জানাইতে গেলে আর কাজ করার অবসর হয় না। কথা-বলা পত্র-লেখা সবই কাজের বড় শত্রু। আর দিবার মতন খবর এখন বিশেষ কিছু নাই। তবে একটী মাত্র উল্লাসকর সংবাদ এই দিতে পারি যে, নানাস্থান হইতে পরিশ্রমী শ্রমদান কর্ম্মীরা পুপুন্‌কী আসিয়া পড়িয়াছে। দুই চারি দিন মধ্যে হয়ত আরও কেহ কেহ আসিবে। আসামের বঙ্গাইগাঁও হইতে, ত্রিপুরার ফটিকরায়, আগরতলা ও সেকেরকূট হইতে, মেদিনীপুরের ডহরপুর হইতে,

বর্দ্ধমানের ঈশ্বমপুর হইতে, কলিকাতার বড়িশা ও দক্ষিণেশ্বর হইতে, ২৪ পরগণার বনগাঁ হইতে শ্রমদান-কর্ম্মীরা আসিয়াছে।

কেহ কেহ কোদাল, গাইতি, দা ও কাঁচি সঙ্গে আনিয়াছে। সংখ্যায় ইহারা দশ জন। দুই জন ছাত্র, দুই জন সমাজ-সেবক কর্ম্মী, বাকী সব চাকুরে। একজন মাসে আট শত টাকা মাহিনা পায়। অকুণ্ঠিত চিত্তে দুরন্ত পরিশ্রম ইহারা করিতেছে। কাহারো অন্তরে কোনও অভিমান নাই।

প্রতি বৎসরই শ্রমদান-কর্ম্মীরা পুপুন্‌কী আশ্রমে ১লা শ্রাবণ তারিখে আসিবে এবং কেহ পনর দিন, কেহ এক মাস সেবা দিয়া প্রাণভরা আনন্দ ও হৃদয়ভরা তৃপ্তি নিয়া গৃহে ফিরিবে। কিন্তু এখন যাহারা এই নব-তীর্থ-যাত্রার সুরুটুকু করিয়া যাইতেছে, তাহাদের নাম হয়ত তখন কাহারও মনে থাকিবে না। দুই তিন বছর ধরিয়া ইহারা আসিতেছে এবং অনন্তকাল ইহারা আসিবে।

অনেকে মিলিয়া শ্রম করার যে আনন্দ, তাহাই ইহাদের একমাত্র প্রাপ্তি নহে। সদুদ্দেশ্যে নিঃস্বার্থ শ্রম দান করার মধ্যে যে আত্মপ্রসাদ তাহাও ইহাদের শেষ প্রাপ্তি নহে। এই সেবা সেবকদের মধ্যে যে একটা পারস্পরিক মৈত্রী ও ঐক্য সৃষ্টি করিল, বাহ্যত ইহা ইহাদের বিরাট সামাজিক লাভ। আর, সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রম করিয়া সায়ংকালে যে ইহারা সকলে মিলিয়া ভগবন্নামের আনন্দরসে মজিল, ইহা ইহাদের আধ্যাত্মিক লাভ। সংসারের সহস্র দায়িত্বের মধ্যে অবস্থান করিয়া সারাটী বৎসর ইহারা প্রচণ্ড বিরক্তির দাবদাহ সহিয়াছে, আর এখানে আসিয়া সংসারের অভ্যস্ত পরিশ্রম অপেক্ষা বহুগুণ কঠোর

শারীরিক শ্রম করিয়াও আনন্দের অমৃত-সিঞ্চন পাইয়া গেল। ইহা জীবনের এক চিরস্মরণীয় মুহূর্ত্ত।

কখনও প্রচণ্ড রৌদ্র ইহাদের মস্তকে অগ্নি বর্ষণ করিতেছে, কখনও শ্রাবণের আকস্মিক বারিধারা নিমেষ-মধ্যে সর্ব্বাঙ্গ ভিজাইয়া দিতেছে। আর ইহারই মধ্যে অবিচলিত বিক্রমে চলিয়াছে ইহাদের কুড়াল, কোদাল, গাইতি, শাবল, ইহারই মধ্যে চলিতেছে মাটি কাটা, পাথর ভাঙ্গা, গাছ তোলা ও চারা বসানো। এই পরিশ্রমের ভিতরে যে সুখাস্বাদ রহিয়াছে, তাহা একদা শত শত সেবাবুদ্ধিপরায়ণ ভক্তকর্ম্মীকে শ্রাবণ মাসের পয়লা তারিখটীতে পুপুন্‌কীতে আকর্ষণ করিয়া আনিবে। একদা সংখ্যাতীত কর্ম্মী শ্রাবণ মাসের এই পয়লা তারিখটীর প্রতীক্ষায় উদগ্র আগ্রহে সমগ্র বৎসর জুড়িয়া মাস গুণিবে।

আর একটী মজার খবর শোন। একজন কলিকাতার নিকটে একটী অখণ্ড-মন্দির স্থাপন করিতেছে। তাহার আবেদন এই যে, পুপুন্‌কীর এককণা মৃত্তিকা সেই মন্দিরের ভিত্তিতে প্রোথিত হইবে। বলাই বাহুল্য, প্রার্থনানুযায়ী পুপুন্‌কীর মৃত্তিকা যথাকালে প্রেরিত হইয়াছে।

তৃতীয় সংবাদ এই যে, পুপুন্‌কী আশ্রমে আসিতে হইলে পুপুন্‌কীতে যে তোমাদিগকে বাসওয়ালারা যেখানে-সেখানে নামাইয়া দিত, কখনও তিন মাইল দূরে অন্য এক সাধুর শিবমন্দির দেখাইয়া বলিয়া দিত, "ইহাই পুপুন্‌কী আশ্রম", ভগবদিচ্ছায় সেই অসুবিধা বিদূরণের ব্যবস্থা হইল বলিয়া। কালাপাথরের মোড়ে তোমাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য "স্বাগত" নামে একখানা পাকা দালান বড় রাস্তার পারেই হাসিমুখে শিরোত্তলন করিয়াছে।

সর্ব্বাপেক্ষা সুখের খবর এই যে, তোমাদের বার্ম্মিংহাম নিবাসিনী গুরুভগিনী শ্রীমতী সরলা বালা দে এবং তাহার পুত্রগণের অকুণ্ঠ ত্যাগের ও পরিশ্রমের ফলে এমন একটী মূল্যবান্ 'টেইপ রেকর্ডার' আমাদের হস্তগত হইয়াছে, যাহা ইংল্যাণ্ডের বর্ত্তমান বাজারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ। নামটা হয়ত তোমাদের কাণে পৌছিয়াছে। গ্রাণডিগ্ টি কে-সিক্স। মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় এখন হইতে হয়ত সমবেত উপাসনার বিশুদ্ধ সুর শিক্ষা করার একটা সদুপায় হইবে।

সংবাদ শুনিয়া কিন্তু লাভ নাই। পারিলে সংবাদ তোমরা সৃষ্টি কর। যে সকল মূল্যবান্ সমাজ-কল্যাণ কর্ম্ম তোমাদের নিজ নিজ অঞ্চলে হয় নাই, সেই সকল কর্ম্মে হাত দিয়া তোমরা নূতন ঘটনার স্রষ্টা হও। মানুষ এবং সমাজ যেই স্তরে রহিয়াছে, তাহা হইতে তাহাকে ঊর্দ্ধগতি এবং ঊর্দ্ধস্থিতি দিতে হইবে। ইহা আমাদের পণ হউক। চোরকে আমরা সাধু করিব কৃপণকে আমরা দাতা করিব, দুর্ব্বলকে আমরা সবলতা দিব, ভয়াতুর আতঙ্কগ্রস্তকে আমরা অভয় বিলাইব, অন্নহীনকে অন্নার্জ্জনের সামর্থ্য জোগাইব,—আমাদের সকলের ইহাই পণ হউক। যে যেই অবস্থায় আছে, তাহাকে আমরা সেই অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দিব না, ইহাই আমাদের চেষ্টা হউক। কাহারো অন্তরের সন্তোষ আমরা নষ্ট করিতে চাহি না কিন্তু আত্মকল্যাণে, সমাজকল্যাণে, জীব-জগতের কল্যাণে প্রত্যেককে আমরা আত্মশক্তিতে, স্বকীয় ভূজবীর্য্যে, পরমুখাপেক্ষাবর্জ্জিত ভাবে স্বকীয় অবস্থার উন্নয়নে প্রবুদ্ধ করিতে চাহিব। আর্থিক, নৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সর্ব্ববিধ বিষয়ে তাহারা উন্নতিশীল হউক, চিরাবনতির হীনদশাকে বিধির বিধান

অথবা অনপনেয় বলিয়া মানিয়া লইয়া একটী প্রাণীও যেন পৌরুষ-বিবর্জ্জিত ক্লীবের অভিনয় না করে।

দিকে দিকে মানুষের অনন্ত দুর্দ্দশা। ঘরে ঘরে মানুষের অফুরন্ত অভাব। কিন্তু এই দুর্দ্দশা এবং এই অভাব দূর করিবার জন্য কেন ইহাদের দুরন্ত আগ্রহ জন্মিবে না?

এস, আমরা পরমেশ্বরের নিকটে অকপটে প্রার্থনা করি, মানুষ যেন প্রবুদ্ধ বিবেকের শুদ্ধ অনুশাসন অনুসরণে অনায়াসে মানুষের দুঃখ, দুর্দ্দশা ও দুর্দ্দৈন্য দূর করিয়া দিতে পারে, সেই বিক্রম প্রত্যেকের ভিতরে জাগ্রত হউক। ঘরে ঘরে জননীরা দুনয়নে অশ্রুধারা বর্ষণ করিতেছেন, আর তাহার কোনও প্রতিকার হইবে না,—ইহা দুঃসহ।

জীবনকে ঈশ্বরানুগত না করিলে কেবল বিজ্ঞানের বলে আমরা আমাদের দুঃখ দূর করিতে পারিব না। এস, আমরা মনে প্রাণে ঈশ্বরানুগত হই। আমাদের প্রতি ধমনীতে শোণিত-শ্রোতের সহিত পরমেশ্বরের মঙ্গলমধুময় নাম ঝঙ্কৃত হইতে থাকুক। আমাদের শরীরের প্রতিটী রোমকূপ মধ্যে বসিয়া বসিয়া ধ্রুব, প্রহ্লাদ, নারদাদি পরমভক্ত ঈশ্বর-সাধকদের কণ্ঠোচ্চারিত হরিগুণ-গান মুখরিত হইয়া উঠুক। শরীরের প্রত্যেকটী কোষে, অনুকোষে, ভগবন্নামের উৎসবোল্লাস বারংবার মাতিয়া উঠিতে থাকুক। ভগবানে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া দিয়া এস আমরা জীবন ও মৃত্যুকে সমান করিয়া লই। মৃত্যুকে সাক্ষাৎ জানিয়া অফুরন্ত আগ্রহে ভগবানকে ডাকিব, ভগবানকে সাক্ষাৎ জানিয়া অদমিত উল্লাসে মৃত্যুকে বরণ করিব। আমাদের প্রতিটি জীবনে এই নশ্বর

ক্ষণভঙ্গুর অভিনয়মঞ্চে শাশ্বত সত্য নিজ-গুণ-মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত হউন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫০)

হরি-ওঁ

মঙ্গলকুটীর
৯ই শ্রাবণ, ১৩৭২

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্রখানা পাইয়াছি। তুমি যেই সকল বিষয় নিয়া অন্তর্জ্জালা ভুগিতেছ, সংসারী জীবনে তাহা অতীব গুরুতর ব্যাপার। স্বামী এবং পত্নী পরস্পর পরস্পরের প্রতি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বস্ত থাকিবে, ইহাই প্রত্যাশা। ইহাতে আশাভঙ্গ ঘটিলে সত্যই ব্যথার অন্ত নাই।

কিন্তু মা, মনের সন্দেহ অনেক সময় অমূলক হইয়া থাকে। সুতরাং সন্দেহ জিনিষটাকে বাড়িতে দিও না।

ভ্রান্তবুদ্ধি স্বামীকে সেবা এবং ভালবাসা দ্বারা জয় করা যায়। যদিও ইহা সময়-সাপেক্ষ ব্যাপার, তথাপি এই বিষয়ে নারীরা বহুক্ষেত্রে নিজেদের অসাধারণ যোগ্যতা প্রদর্শন করিতে সমর্থা হইয়াছেন। তুমিও সমর্থা হইবে না, এমন কেন মনে করিতেছ?

সঙ্কটে ধৈর্য্য না হারাইয়া সহিষ্ণুতা সহকারে কালপ্রতীক্ষা করিতে হয়। আর, বিপরীত অবস্থাকে অনুকূল করিবার জন্য উদ্দীপ্ত উদ্যমে নিজেকে বলীয়ান করিয়া গড়িয়া তুলিতে হয়।

পরমেশ্বরের মঙ্গলময় মহানাম তোমার মহাস্ত্র। এই মহাস্ত্র সহকারে নিজের বল অতি দ্রুত বাড়াইতে থাক। দেহে, মনে, আত্মায় তুমি অজেয়া হও। তোমার শক্তি এমন বাড়া বাড়ুক যেন তুমি ইচ্ছার শক্তিতে তোমার মোহগ্রস্ত স্বামীর কুপথগামী মনকে টানিয়া আনিতে পার। তোমার আগে শত শত পত্নী ঈশ্বরভক্তির বলে ইহা করিয়াছে, তুমিও তাহা পারিবে।

সকল বলের উৎস পরমেশ্বরের নাম। নামের আশ্রয় লও, নামকে ভালবাস। নামের প্রদীপ জ্বালাইয়া হৃদয়ের অন্ধকার দূর কর। হতাশ মলিন মুখে হাসির জ্যোতি ফুটিয়া উঠুক। ইতি —

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫১)

হরি-ওঁ

বারাণসী
১৫ই শ্রাবণ, ১৩৭২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

দাম্পত্য ব্রহ্মচর্য্য পালনে তোমার সহধর্ম্মিণী তোমাকে প্রত্যাশাতীত সহযোগ দিতেছেন জানিয়া আমি অবিমিশ্র আনন্দ লাভ করিলাম। তাহার বিষয়ে যাহা লিখিয়াছ, তাহাতে আমি মুগ্ধ হইয়াছি। তাহাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইও।

বিবাহিত-জীবনে ব্রহ্মচর্য্য পালন যে খুবই একটা কঠিন ব্যাপার,

ইহা সত্য। ইহার কাঠিন্যের দিকটায় তাকাইয়া অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিও ইহা অসম্ভব বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন এবং সাধারণ লোকে এই সকল উক্তি ধ্রুবসত্য মনে করিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকে। অসত্য উক্তিতে আস্থা স্থাপনের ফলে ইহারা অধিকাংশে বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্য্য পালনের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও চেষ্টায় বিমুখ হয়। কেহ সফল হইতে পারে, কেহ বিফলকাম হইতে পারে কিন্তু চেষ্টা কেন করিবে না? সম্ভব কি অসম্ভব, তাহা পরীক্ষা করিয়া কেন দেখিবে না?

আমি কম্বুকণ্ঠে প্রত্যেকটী বিবাহিত দম্পতীকে বলিয়াছি, ব্রহ্মচর্য্যপালন তোমাদের পক্ষে সাধ্য। সুসাধ্য না হইতে পারে কিন্তু ইহাতে সিদ্ধমনোরথ হইবার সম্ভাবনা তোমাদের যথেষ্ট।

আমার কথা শুনিয়া লোকে হাসিয়াছে। কেহ কেহ আমাকে পাগলও বলিয়াছে। কিন্তু আজ যখন চারিদিকে সহস্র সহস্র দম্পতীর জীবনে এই সত্য ধীরে ধীরে প্রমাণিত হইতেছে যে, বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে গিয়া বার বার বিফল হইয়াও পরে এমন একটা মানসিক স্থিতধী অবস্থা আসিয়া যায়, যখন ভোগের সামগ্রী লোভনীয় অবস্থায় হাতের মুঠার মধ্যে থাকিলেও ভোগের জন্য চিত্তমধ্যে এক কণা চঞ্চলতার সৃষ্টি হয় না। তুমি ভাবিতেছ, আমি অদৃশ্যভাবে সকল সময় তোমাকে সাহায্য করিয়া যাইতেছি, তোমার এই প্রেমময় বিশ্বাসটীতে আমি আঘাত করিতে চাহি না। যাহা এত কঠিন ছিল, তাহা এত সহজ হইল কি ভাবে, ভাবিয়া নিজেই অবাক

হইয়া যাইতেছ শুনিয়া সুখী হইয়াছি। তোমাদের ভিতরে ব্রহ্মচর্য্যের দিব্যবীর্য্য সুপ্রতিষ্ঠিত হউক, এই আশীর্ব্বাদ করি।

বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্য্য যে সম্ভব, এই কথাটী নিজে যখন বুঝিতেছ, তখন তাহাদের মনে ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি আস্থা প্রতিষ্ঠায় অচিরে লগ্ন হও যাহাদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইলে দেশ, সমাজ এবং জগতের মঙ্গল। ব্রহ্মচর্য্য শক্তিও দিবে, প্রেমও দিবে। ইতি —

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(একবিংশ খন্ড সমাপ্ত)

অখণ্ড-সংহিতা

বা

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের

উপদেশ-বাণী

অখণ্ড-সংহিতা ভারতের ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহের মুকুট-মণি। অখণ্ড-সংহিতা কোনও সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ নহে। এই মহাগ্রন্থ-মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ সকলেরই প্রয়োজনীয় উপদেশসমূহ রহিয়াছে। ইহা পাঠে হতাশ সান্ত্বনা পাইয়াছে, পাপীর চিত্ত-জ্বালা নিবিয়াছে, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের পথ-নির্দ্দেশ হইয়াছে, দুর্ব্বল, সমস্যাকুল, নিরাশ্রয়, ব্রতচ্যুত, পথভ্রষ্ট, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় দিক্‌নির্ণয়ে অক্ষম সহস্র সহস্র সংসার-'দাবদগ্ধের জ্বালাময় ক্ষতে এই গ্রন্থের উপদেশ শান্তির প্রলেপ প্রদান করিয়াছে। এই শ্রেণীর যাবতীয় গ্রন্থের মধ্যে স্বকীয় বিশেষত্বে "অখণ্ড-সংহিতা" অতুলনীয়। ইহার কোনও স্থানে এককণা উপদেশও এমন ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, যাহাতে অন্য কোনও সম্প্রদায়ের সাধকের মনে আঘাত লাগিতে পারে। পরন্তু সাধকেরা ইহাতে সাধন-পথের সন্ধান পাইবেন।

ঃ অন্যান্য বাংলা গ্রন্থাবলী ঃ

১। জীবনের প্রথম প্রভাত
২। সরল ব্রহ্মচর্য্য
৩। সধবার সংযম (১ম)
৪। আদর্শ ছাত্রজীবন
৬। অসংযমের মূলোচ্ছেদ
৭। দিনলিপি
৮। সংযম সাধনা
৯। প্রবুদ্ধ যৌবন
১০। আপনার জন
১১। কর্ম্মের পথে
১২। কর্ম্ম-ভেরী
১৩। আত্মগঠন
১৪। পথের সাথী
১৫। পথের সঞ্চয়
১৬। পথের সন্ধান
১৭। কুমারীর পবিত্রতা (১ম)
১৮। কুমারীর পবিত্রতা (২য়)
১৯। কুমারীর পবিত্রতা (৩য়)
২০। কুমারীর পবিত্রতা (৪র্থ)
২১। কুমারীর পবিত্রতা (৫ম)
২২। কুমারীর পবিত্রতা (৬ষ্ঠ)
২৩। বিধবার জীবন-যজ্ঞ
২৪। নবযুগের নারী
২৫। বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য
২৬। গুরু
২৭। মন্দির
২৮। নববর্ষের বাণী
২৯। স্ত্রীজাতিতে মাতৃভাব
৩০। শান্তির বারতা-১ম
৩১। শান্তির বারতা-২য়
৩২। শান্তির বারতা-৩য়
৩৩। সাধন-পথে
৩৪। বন-পাহাড়ের চিঠি (১ম)
৩৫। বন-পাহাড়ের চিঠি (২য়)
৩৬। সর্পাঘাতের চিকিৎসা
৩৭। অখণ্ড-সংহিতা (১ম হইতে ২৪ খণ্ড)
৩৮। ধৃতং প্রেম্না (১ম হইতে ৩৮ খণ্ড)

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের আবাল্য সাধনা

তরুণ ও কিশোরদের মধ্যে সংযমের সাধনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

কারণ,

ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ, সংযমী, বীর জাতিরই ভিতরে আধ্যাত্মিক ও ঐহিক উভয়বিধ উন্নতি সমভাবে সম্ভব হইতে পারে। তাঁহার রচিত **"সরল ব্রহ্মচর্য্য", "সংযম সাধনা", "জীবনের প্রথম প্রভাত", "অসংযমের মূলোচ্ছেদ"** প্রভৃতি প্রত্যেক মাতাপিতার কর্ত্তব্য নিজ নিজ পুত্রের হাতে তুলিয়া ধরা। তাঁহার রচিত **'কুমারীর পবিত্রতা"** প্রত্যেক কুমারীর হাতে দান করুন। তাঁহার রচিত **"বিধবার জীবনযজ্ঞ"** প্রতি বিধবার অবশ্য-পাঠ্য। তাঁহার রচিত **"সধবার সংযম", "বিবাহিতের জীবন সাধনা"** ও **"বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য"** প্রতি বিবাহিত নরনারীর অবশ্য পাঠ্য।

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশ-বাণী সমূহ

"অখণ্ড-সংহিতা"

নামে বহুখণ্ডে প্রকাশিত হইয়া মানবজীবনের ঐহিক, পারত্রিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক অসংখ্য সমস্যার সমাধান করিয়াছে। ভারতের বিগত কয়েক শত বৎসরের মধ্যে রচিত ধর্ম্ম সাহিত্যে ইহার তুল্য মহাগ্রন্থ বিরল। জীবনের যে-কোনও সমস্যাতেই আকুল হইয়া থাকেন না কেন, পথের সন্ধান ইহাতে পাইবেন।

ধৃতং প্রেম্না

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব